পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ❑ ৭ম সংখ্যা

১৫ অক্টোবর, ১৯৯৯ ঈসাব্দ

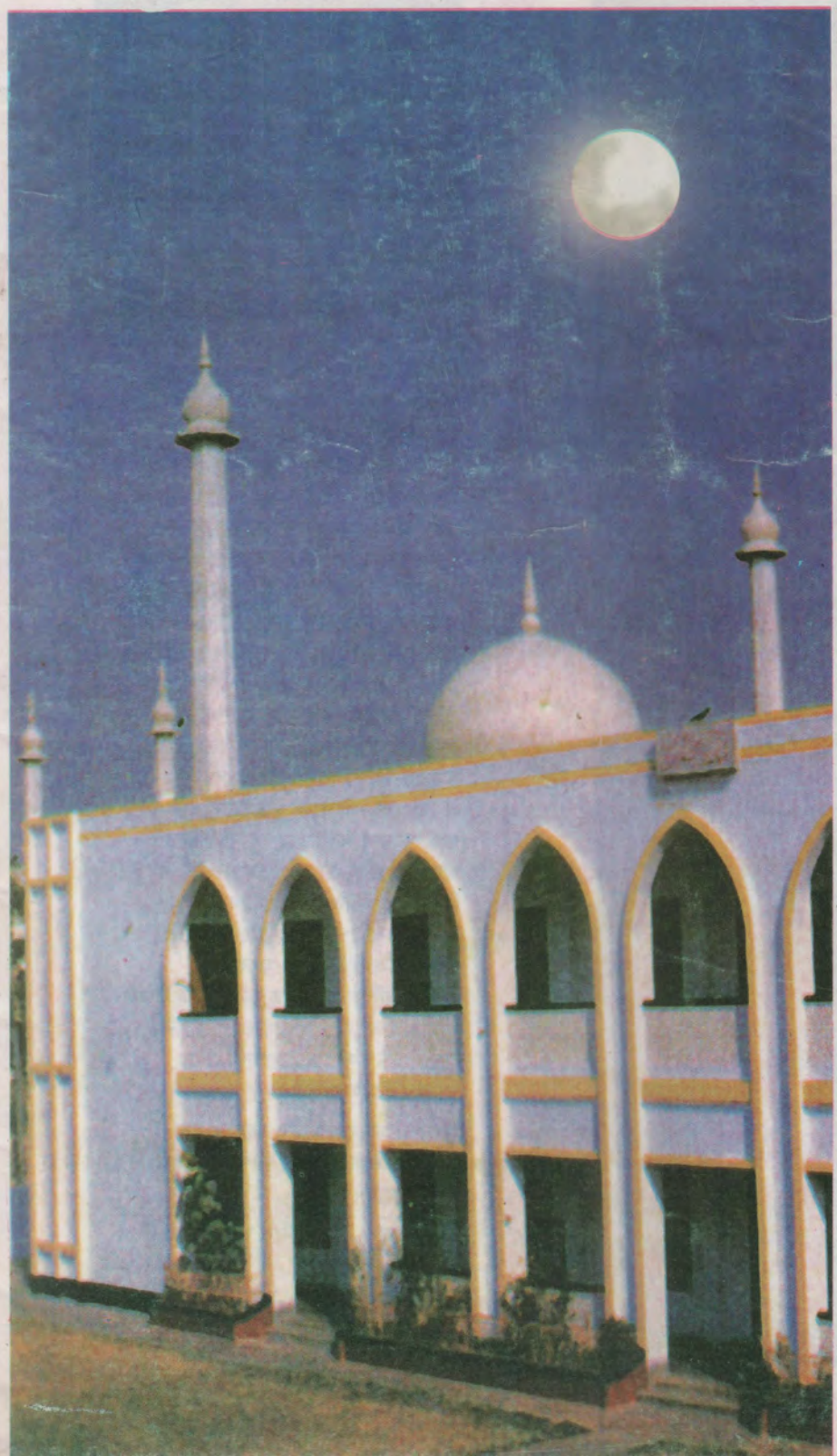

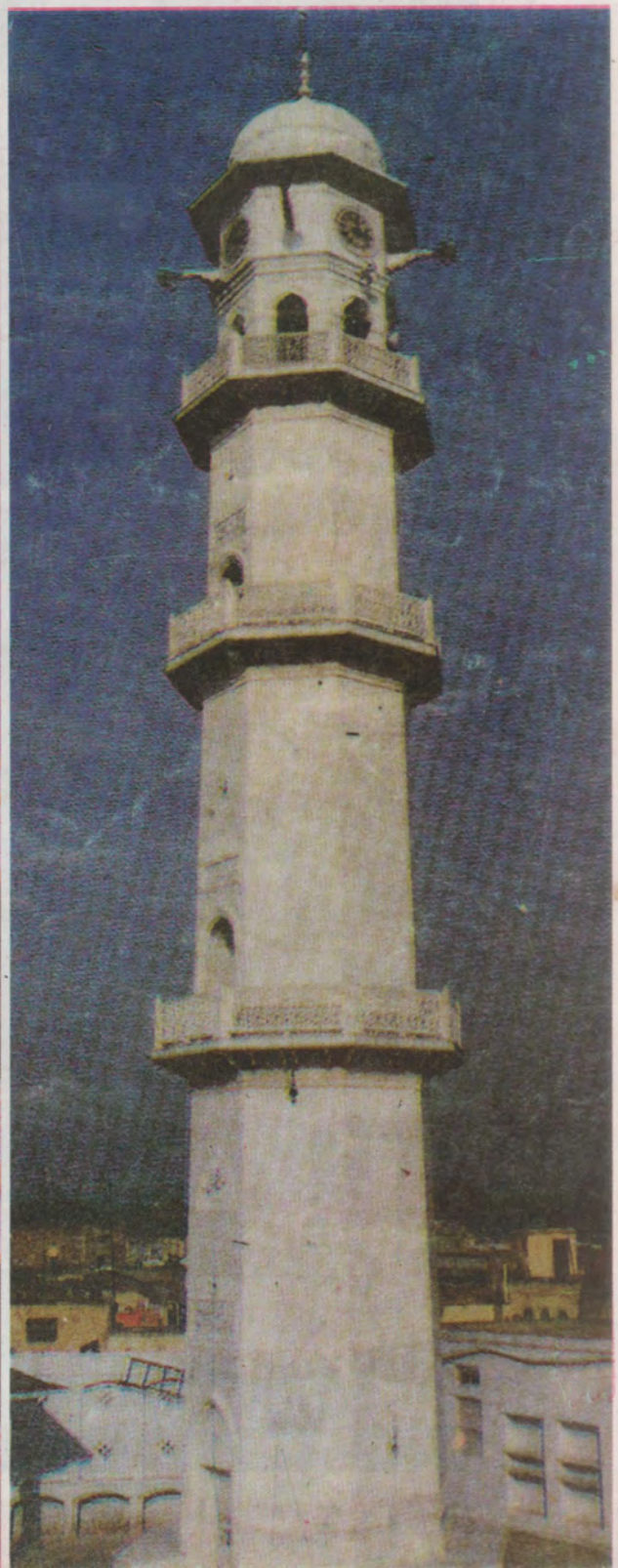

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

'এবং যাহারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিও না যে' তাহারা মৃত; বরং তাহারা জীবিত।' - সূরা বাকারা -১৫৫

জি. এম. মুহিবুল্লাহ

ডাঃ এম. এ. মাজেদ

সোবহান মোড়ল

মোহাম্মদ নুরুদ্দিন

আলী আকবর

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নিকট হুযূর (আইঃ)-এর বাণী

আপনার গতকালের (৮-১০-৯৯ইং) পত্র পাঠের পর হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ) যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন–একদিকে হুযূর **ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলায়হে রাজেউন**-এর পয়গাম দিচ্ছেন, অন্য দিকে হুযূর আপনাদের মুবারকবাদ জানাচ্ছেন। হুযূর বলেন, সকলকে সেখানেই যেতে হবে অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই আমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। কিন্তু যারা শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন তাঁরা স্বীয় পুরস্কার পেয়ে গেছেন। ইতোমধ্যেই তাঁরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছে গেছেন। তাই দুঃখ করবেন না। শোকগ্রস্ত পরিবারবর্গকে সহমর্মিতা ও সমবেদনার পয়গামের সাথে সাথে একথাগুলো পৌছাবেন। তাছাড়া যেখানে ছয় ভাই শাহাদত বরণ করে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন সেখানে একই দিনে আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদেরকে ১২৮ জন নতুন ভাইও দান করেছেন। এটিও আল্লাহ্‌তাআলার বিশেষ ফযল, আলহামদুলিল্লাহ্। আহত ভাইদেরকে আমার সালাম এবং দোয়ার পয়গাম পৌছাবেন। সবচে' বড় কথা হল আল্লাহ্‌তাআলার আদালতে মামলা করুন।

খুলনা জামাতকে আমার মহব্বত ভরা সালাম। আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের হামী ও নাসের হোন।

হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশে আমি পত্রের উত্তর দিলাম।

প্রাইভেট সেক্রেটারী
৯/১০/৯৯ইং

পাক্ষিক আহমদী

নব পর্যায় ৬২ বর্ষ ॥ ৭ম সংখ্যা

৩০ আশ্বিন ১৪০৬ বঙ্গাব্দ ৩ রজব ১৪২০ হিঃ কাঃ
১৫ ইখা ১৩৭৮ হিঃ শাঃ ১৫ অক্টোবর ১৯৯৯ ইসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ❑ অন্যান্য দেশে £ 50/ $ 100

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহ উদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	–	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	–	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	–	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	–	ক্যালিফর্নিয়া
আজিজ আহমদ চৌধুরী	–	জার্মানী
কাউসার আহমদ	–	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	–	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	–	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	–	হংকং
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	–	নিউজিল্যান্ড

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

শাহাদত ও ইস্তেকামত

মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর। এখানে একত্ববাদী সকল উপাসকদের প্রবেশের সম অধিকার। এখানে একদিকে যেমন কেউ আল্লাহ্‌র নাম নিতে বাধা দিতে পারে না অন্যদিকে কেউ তেমনি মসজিদসমূহে যেখানে আল্লাহ্‌র নাম নেয়া হয় সেগুলো ধ্বংস করতে প্রয়াসীও হতে পারে না। যারা ইহা করবে আল্লাহ্‌তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন -এ পৃথিবীতেও পর জগতেও। যেমন আল্লাহ্‌তাআলা বলেন ঃ

"এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর যালেম আর কে যে আল্লাহ্‌র মসজিদগুলোতে তাঁর নাম নিতে বাধা দেয়, এবং সেগুলোর ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয় ? তাদের জন্যে আদৌ সংগত ছিলো না যে, (আল্লাহ্‌র) ভয়ে ভীত না হয়ে তারা ওগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে। তাদের জন্যে পৃথিবীতেও লাঞ্ছনা আছে এবং তাদের জন্যে পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত আছে" (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১১৫)।

যুগে যুগে যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করেছেন তাঁদের রক্ত সিঞ্চনেই ঈমান- বৃক্ষ তরু-তাজা ও ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়েছে। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর ইতিহাসে এর কোন ব্যতিক্রম নেই। আজও যারা আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইসলামের জন্যে শহীদ হয়েছেন বা হচ্ছেন তাঁদের এ কুরবানী বৃথা যাবে না-বৃথা যেতে পারে না। যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিজ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করেন তাঁরা মৃত নয় বরং তাঁরা সত্যিকার অর্থে জীবিত। তাঁরা তাঁদের ঈমানের পরীক্ষায় পরীক্ষা দিয়ে সফলতার সংশ পত্র লাভ করে কীর্তিমান বলে পরিগণিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর পবিত্র কালাম কুরআন মাজীদে বলেছেন ঃ

"হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সাথে আছেন। আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদের সম্বন্ধে বলিও না যে, তারা মৃত, বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছো না। এবং অবশ্যই আমরা তোমাদেরকে ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, প্রাণসমূহ ও ফল-ফলাদির ক্ষতির মাধ্যমে পরীক্ষা করবো এবং তুমি ধৈর্যশীলগণকে সুসংবাদ দাও।

যারা তাদের ওপরে বিপদ আসলে বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই ও নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

এরাই ঐ সকল লোক যাদের প্রতি তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে আশিস ও করুণা বর্ষিত হয় আর এরাই হেদায়াত প্রাপ্ত" (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ১৫৪-১৫৮)।

আল্ কুরআনের উপরোক্ত আয়াত থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, মু'মিনদের অবশ্যই জান-মাল-ইজ্জতের পরীক্ষা দিতে হয়েছে এবং হবে। পরীক্ষার সময় মু'মিনদের করণীয় সম্বন্ধেও এই দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন বিপদাপদ আসলে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিউন অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র এবং নিশ্চয় তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন। মু'মিন সমাজকে আরও দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, এহেন বিপদাপদের সময়ে তারা যেন ইস্তেকামত তথা স্থৈর্য, ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য কামনা করে দোয়া করতে থাকেন। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে আমাদের আহমদী ভাইয়েরা এ বিষয়ে সচেতন। তারা অবশ্যই ধৈর্য সহকরে দোয়ায় লিপ্ত আছেন ও থাকবেন এবং সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন।

আজ যাঁরা আমাদের মাঝখান থেকে শাহাদতের পেয়ালা পান করেছেন তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করছি। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁদের জান্নাতুল ফিরদৌসের উচ্চ থেকে উচ্চতর মকাম দান করুন। তাঁদের শূন্য স্থান যেন সত্বর পূর্ণ করে দেন। তাদের ভবিষ্যৎ বংশধর যেন শহীদী প্রেরণার উজ্জীবিত হয়ে ঐশী জামাতের খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করে।

শহীদদের পরিবারবর্গকে আমরা গভীরভাবে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁদের সবরে জামীল দান করুন ও তাঁদের সকলের হাফেয ও নাসের হোন।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মাজীদ ঃ	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
❑ হাদীস শরীফ ঃ ইমাম মাহদী (আঃ)-এ সত্যতার নিদর্শন	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৪
❑ অমৃত বাণী ঃ ইসলাম এবং এদেশের ধর্ম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	৪ ও ১৪
❑ জুমুআর খুতবা ঃ কতিপয় হিতোপদেশ হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ – মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৫–৭
❑ জুমুআর খুতবা ঃ আহমদী শহীদগণের স্মরণে হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ–মাওলানা বশীরুর রহমান	৭–১৩
❑ মসজিদে বোমা ঃ সচিত্র প্রতিবেদন প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ সাংবাদিক সম্মেলন ও পত্র-পত্রিকার ভাষ্য	ঃ প্রতিবেদক	১৫-২৬
❑ উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ	ঃ জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২৭-২৮
❑ সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহে রাবে'(আইঃ)-এর স্বপ্ন ও দিব্য-দৃষ্টি সংকলন - জনাব মির্যা খলীল আহমদ কমর	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৯-৩১
❑ হিন্দু ধর্ম পরিচিতি ও ইসলামী দৃষ্টিতে হিন্দুধর্ম	ঃ জনাব শেখ জনাব আলী	৩১-৩৩
❑ দর্পণে নিজের চেহারা লক্ষ্য করুন	ঃ জনাব সরফরাজ এম, এ সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	৩৪-৩৬
❑ ছোটদের পাতা ঃ মেরে বাচপানকে দিন (আমার বাল্যকাল) মিসেস সফীয়া বেগম	ঃ পরিচালক - জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৩৭–৩৮
❑ সংবাদ	ঃ	৩৯

প্রচ্ছদ ঃ কাদিয়ানের মিনারাতুল মসীহ্ ও ঢাকাস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় মসজিদ।

সময়ের দাবী ও সুস্থ চেতনাবোধ

কোন নবী-রসূল বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের দাবী যে প্রথম প্রথম গণতন্ত্রের মাপকাঠি বা অধিকাংশের রায়ে টিকে না তা বলাই বাহুল্য। যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আবির্ভূত হন তিনি থাকেন একা। ঐ সময়ের ধ্যান-ধারণাকে বিপরীতমুখী করার জন্যেই তাঁর আবির্ভাব নচেৎ তাঁর আসার কোন প্রয়োজনই থাকে না। আল্লাহ্‌র পাক কালাম কুরআন মাজীদেও সেই কথা ব্যক্ত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "যখনই তোমাদের নিকট কোন রসূল এমন শিক্ষা নিয়ে এসেছে যা তোমাদের মনঃপুত হয় নি তখনই তোমরা অহংকার করেছো ও কতককে হত্যা করেছো" (সূরাতুল বাকারাহ্ ঃ ৮৮ আয়াতাংশ)। তাই এ যেন উজানে নৌকো চালানোর মত। বৈষ্ণব সাহিত্যে বলা হয়েছে যে, কৃষ্ণ বাঁশী বাজালে নদীর স্রোত উল্টো প্রবাহিত হয়। কৃষ্ণরা উজানে নৌকো বাইতে বাইতেই একদিন জোয়ারের নাগাল পেয়ে থাকেন। এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীর কাউকেই ফুলের মালা দিয়ে আহ্‌লান সাহলান মারহাবা বলে সম্ভাষণ জানানো হয় নি। এমন কি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও খাতামান্ নবীঈন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সল্লামের বেলায়ও তা ঘটে নি। বরং তাঁর (সঃ) বিরোধিতা হয়েছে সবচে' বেশী। এ কথা বলা বোধ করি অত্যুক্তি হবে না যে, সমস্ত নবীর প্রতি যে অন্যায় অবিচার না হয়েছে তার সবগুলো একত্র করলে তার বেশী অন্যায়-অত্যাচার হয়েছে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সঃ)-এর ওপরে। আর তাঁর গোলাম হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ও তাঁর জামাত এথেকে কীভাবে রেহাই পেতে পারেন ? তাই তাঁর ও তাঁর জামাতের বিরোধিতা ও যুলুম অত্যাচার হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। বরং বলা যেতে পারে, এ বিরোধিতা ও যুলুম অত্যাচার তাঁর (সঃ) সত্যতারই নিদর্শন। এমনকি বুযর্গানে দীন ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, তাঁর এবং তাঁর জামাতের ওপরে যুলুম অত্যাচার করা হবে। সুতরাং এমন কোন মাহ্‌দী যদি আসতো যার বিরোধিতা না হতো সে তো মিথ্যেবাদী বলেই সাব্যস্ত হতো।

দীর্ঘ একশ' দশ বছর ধরে ইমাম মাহ্‌দীর জামাত--আহমদী জামাত বিরোধিতার অগ্নি সাগর পাড়ি দিয়ে শনৈঃ শনৈঃ বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ চলার পথে বিরোধিতার সাথে সাথে কখনও কচিৎ কোন শুভাকাঙ্ক্ষীর সাক্ষাতও লাভ হয়েছে। কখনও কোন মানবতাবাদী ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি বা গোষ্ঠি জামাতের পক্ষ হয়ে দু'চারটে কথাও বলেছেন। এগুলোকে জামাত সর্বদা সাদরে গ্রহণ করেছে এবং সাধুবাদ দিয়েছে। ইদানিংকালে বাংলাদেশে জামাতের বিরুদ্ধে কতিপয় মৌলবাদী গোষ্ঠি যেমন ইসলামী মূল্যবোধ, মানবতাবোধ ও ভদ্রতার মাথা খেয়ে বিপক্ষে উঠে পড়ে লেগেছে তেমনি আবার দু'একটি গোষ্ঠি ন্যায়-বিচার সংরক্ষণের খাতিরে জামাতের পক্ষে কথাও বলেছে। এদের মধ্যে 'আসক'-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তারা পত্রিকায় নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

"খতমে নবুওয়াত ২৪ সেপ্টেম্বরের আগে কাদিয়ানীদের অমুসলিম, কাফের ঘোষণা না করলে বকশীবাজারে কাদিয়ানী আখড়া ঘেরাও করার হুমকি দিয়েছে। এ ধরনের উস্কানিমূলক সংবাদ যেকোনো মুহূর্তে পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে। এ ধরনের সংবাদ প্রচারণা এবং কর্মসূচী সকল গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী।

শুধু ভিন্নমত অবলম্বনের কারণে একটি গোষ্ঠীর ওপর এ ধরনের হুমকির নিন্দা জানিয়ে আসক বলে, মুসলিম ধর্মের নীতি অনুযায়ীও কোনো মুসলমান অন্য কোনো ব্যক্তির ধর্ম পালন নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে না। বিজ্ঞপ্তি।

আসকের পক্ষ থেকে সরকারকে অবিলম্বে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান এবং হুমকি প্রদানকারী ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেয়ার দাবী জানানো হয়" (প্রথম আলো ঃ ২১-৯-৯৯ এর সৌজন্যে)।

আসকের এহেন উদ্যোগ যথার্থ বলেই আমরা মনে করি এবং তারা যে সময়োপযোগী বিবৃতি দিয়েছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে এখনও যে ন্যায়ানুগ বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখার লোক বা গোষ্ঠি রয়েছেন তা আমাদের দেশের জন্যে গৌরব বটে। আমরা এ ধরনের মনোভাবে ব্যক্তকারী সকল ব্যক্তি ও সংগঠনকে সাধুবাদ জানাই এবং তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্যে পরম করুণাময়ের নিকট দোয়া করি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এসব সাবধান বাণীর ওপরে যথাসময়ে দৃষ্টিপাত করলে এ ধরনের অমানবিক ও বিভৎস ঘটনাকে এড়ানো যেতো বলে আমরা মনে করি।

সূরা আল্ আন'আম - ৬

৫৭। তুমি বল, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদিগকে ডাক, আমাকে ঐগুলোর ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে।' তুমি বল, 'আমি তোমাদের হীন বাসনার অনুসরণ করি না। এরূপ করলে আমি বিপথগামী হব এবং আমি হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকগণের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।'

৫৮। তুমি বল, 'নিশ্চয় আমি আমার প্রভুর সুস্পষ্ট প্রমাণের ওপরে আছি-তথাপি তোমরা উহাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছ। যা নিয়ে তোমরা তাড়াহুড়া করছ। উহা আমার নিকট নেই। সিদ্ধান্ত কেবল আল্লাহ্‌র আয়ত্তে আছে; তিনি সত্যকে ব্যাখ্যা করেন আর তিনি সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।'

৫৯। তুমি বল, 'যে বিষয় নিয়ে তোমরা তাড়াহুড়া করছ যদি উহা আমার নিকট থাকত তাহলে নিশ্চয় আমার ও তোমাদের মধ্যকার বিষয়ে মীমাংসা হয়ে যেত। এবং আল্লাহ্ যালেমদিগের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।'

৬০। আর অদৃশ্যের চাবিসমূহ তাঁরই নিকটে; তিনি ব্যতিরেকে উহা কেউ জানে না। এবং জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তিনি উহা জানেন। এবং একটি পাতাও পড়ে না যা তিনি জানেন না; এবং ভূ-গর্ভের অন্ধকাররাশির মধ্যে এমন কোন শস্যবীজ নেই এবং এমন কোন রসালো বস্তু নেই আর এমন কোন শুষ্ক বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত)নেই। ৮৫৪

৬১। এবং তিনিই রাত্রিকালে নিদ্রায় তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং দিবসে ৮৫৫ তোমরা যা কিছু অর্জন কর তা তিনি জানেন; অতঃপর তিনিই উহাতে (নিদ্রার পর) তোমাদিগকে উত্থিত করেন যেন নির্ধারিত কাল ৮৫৬ পূর্ণ হয়। অতঃপর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তোমরা যে কাজ-কর্ম করতে উহা সম্বন্ধে অবহিত করবেন। রুকূ-৭

৬২। আর তিনিই তাঁর বান্দাগণের ওপরে প্রবল, ৮৫৭ এবং তিনি তোমাদের উপর হিফাযতকারী প্রেরণ করেন-এমন কি যখন তোমাদের কারও ওপর মৃত্যু আসে তখন আমাদের প্রেরিত (ফিরিশ্‌তাগণ) তাকে মৃত্যু দেয় ও তারা কোন ত্রুটি করে না।

৬৩। অতঃপর, তাদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরিয়ে নেয়া হয়, যিনি তাদের প্রকৃত প্রভু। শুন! সিদ্ধান্ত তাঁরই আয়ত্তে। আর হিসাব গ্রহণকারীগণের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা তৎপর।

৬৪। তুমি বল, 'কে তোমাদিগকে স্থল ও জলের অন্ধকাররাশি৮৫৮ (বিপদাবলী) হতে রক্ষা করেন, যখন তোমরা তাঁকে সকাতরে এবং সংগোপনে (এই বলে) ডাক যে, যদি তিনি আমাদিগকে উহা হতে রক্ষা করেন তাহলে নিশ্চয় আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হব ?'

৮৫৪। বর্তমান এবং পরবর্তী আয়াত নীতি নির্ধারণ করছে যে, কাফেরদিগের আহ্বান অনুযায়ী তাদের ওপরে শাস্তি দেয়ার বিষয়টি নবী করীম (সঃ)-এর হস্তে ছেড়ে দেয়া হয় নি। যদি তা হ'ত তবে বহু পূর্বেই তারা তাদের প্রাপ্য শেষ পরিণতি ভোগ করত এবং তখন সম্ভবতঃ হযরত ওমর ও খালেদ-যারা তখনো পর্যন্ত ইসলামের শত্রু ছিলেন এবং যারা পরবর্তীকালে ইসলামের শক্তিকে সংঘবদ্ধ ও সম্প্রসারিত করার জন্যে নেতৃত্ব দেয়ার পূর্বনির্ধারিত সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন-তারা ঈমান আনার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করতেন। কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলা সর্বশক্তিমান বলে শাস্তি প্রদানে ধীর, এবং তিনি মানব-হৃদয়ের অন্তঃস্থলের ক্রিয়া সম্পর্কে সর্বজ্ঞাতা হওয়ায় তিনিই ভাল জানেন কাকে কখন শাস্তি দিবেন। কি পরিমাণ ক্লেশ অথবা স্বাচ্ছন্দ্য মানুষের কর্মকে প্রভাবিত করে থাকে একমাত্র তিনিই তা জ্ঞাত, এবং মানবকৃত সৎকর্মসমূহ অন্যান্য কার্যের দ্বারা নিষ্ফল বা রদ করে দেয়া হয় কিনা, ইহা কেবল আল্লাহ্‌তাআলাই পরিজ্ঞাত আছেন। মানুষের অন্তরে স্থাপিত সদ্‌গুণাবলীর বীজকণা সম্বন্ধে জ্ঞান একমাত্র তাঁরই রয়েছে এবং এই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পাবে কিনা এবং শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ফুল-ফল প্রদান করবে কিনা, ইহা শুধু তাঁরই জানা আছে। তিনিই কেবল বলতে পারেন, সম্যক দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি "শুষ্ক এবং আধ্যাত্মিক জীবনশূন্য," ঐশী-বারিধারা বা রহমত বর্ষিত হলে সে "সবুজ" তথা জীবন্ত হয়ে উঠবে কিনা, যে "মৃত" সে পুনর্জীবন লাভে সফল হবে কিনা। সংক্ষেপে, একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলাই সকল বস্তু এবং সকল অবস্থা এবং সকল সম্ভাব্য অব্যক্তভাব বা বৃত্তি বা শক্তি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন। সুতরাং তিনিই বলতে পারেন, কে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য এবং কে নয়।

৮৫৫। একমাত্র আল্লাহ্‌ই জানেন রাত্রিকালে মানুষের অবস্থা এবং দিনের বেলায় তার ক্রিয়া-কর্ম, এবং সময় মাত্রই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। অতএব, তিনিই শুধু জানেন সৎ এবং অসৎ-এর প্রকৃত চরিত্র; সুতরাং তিনি শাস্তি প্রদানে সক্ষম।

৮৫৬। এখানে উল্লিখিত নির্ধারিত সময় বলতে মানুষের জন্মের সময় হতে তাকে যে সকল প্রবৃত্তি ও ক্ষমতা দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয় এবং সেগুলোর সদ্ব্যবহার বা অপব্যবহার দ্বারা সময় বর্দ্ধিত বা সঙ্কুচিত হয় তদ্দ্বারা নির্ধারিত কালকেই বুঝানো হয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌তাআলার চিরস্থায়ী জ্ঞান সম্পর্কে ইঙ্গিত নেই।

৮৫৭। এই আয়াতে আরও যুক্তি দেয়া হয়েছে যে, কেন আল্লাহ্‌তাআলাই শাস্তি প্রদানের অধিকারী। তিনি "কাহ্‌কার" অর্থাৎ সকলের ওপরে ক্ষমতাবান ও প্রবল। অতএব, তিনি তাঁর যে কোন সৃষ্ট-জীবকে তাঁর অভ্রান্ত জ্ঞানে যখনই প্রয়োজন মনে করেন শাস্তি দিতে পারেন। যারা ক্ষমতার অধিকারী তারা কখনও শাস্তি প্রদানে তাড়াহুড়া করেন না।

৮৫৮। "যুলুমাত" শাব্দিক অর্থে "অন্ধকার," এখানে অর্থ হচ্ছে নির্যাতন, দৈব দুর্বিপাক এবং দুর্ভাগ্য। আরবদের ধারণামতে অন্ধকার দুর্ভাগ্যের প্রতীক।

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরুদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল। মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত

হাদীস শরীফ

ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতার মহাকাশীয় নিদর্শন

কুরআন ঃ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝

অর্থ ঃ এবং চন্দ্র ও সূর্য উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হবে (সূরা কিয়ামা ঃ ১০)

হাদীস ঃ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : اِنَّ لِمَهْدِيِّنَا اٰيَتَيْنِ لَمْ تَكُوْنَا مُنْذُ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ تَنْكَسِفُ الْقَمَرُ لِاَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ وَتَنْكَسِفُ الشَّمْسُ فِى النِّصْفِ مِنْهُ وَلَمْ تَكُوْنَا مُنْذُ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ.

অর্থ ঃ "আমাদের মাহ্‌দীর সত্যতার দু'টি নিদর্শন আছে। আর যখন থেকে খোদাতাআলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এ দু'টি নিদর্শন কারও জন্যে প্রদর্শন করেন নি। এর মধ্যে একটি এই যে, প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর যুগে রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণের রাতগুলোর (১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) প্রথম তারিখে গ্রহণ লাগবে। দ্বিতীয় নিদর্শন এই যে, এ রমযান মাসেই সূর্যগ্রহণের তারিখগুলোর (২৭, ২৮ ও ২৯) মধ্যম তারিখে অর্থাৎ ২৮ তারিখে গ্রহণ লাগবে।"

(সুনানে দারে কুতনী বাবু সিফাতে সালাতিল খুসূফে ওয়াল কুসূফে ওয়া যাহায়াতেহিমা, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৮, মুদ্রাকর আনসারী ছাপাখানা, দিল্লী)

হযরত মুহাম্মদ বিন আলী, হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের (রাঃ) নামে পরিচিত। তিনি হযরত ইমাম আলী যয়েনুল আবেদীন (রাঃ)-এর পুত্র এবং হযরত ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর পৌত্র ছিলেন। হাদীসকে আল্লামা কুরতুবী তাযকিরাতে, আল্লামা জালাল উদ্দীন সাইউতী আল্ হাবী ও আল্লামা ইবনে হাজর হাশিমী আল্ কওলুল মুখতাসির এ বর্ণনা করেছেন। এতদ্ব্যতিরেকে কতক পূর্ববর্তী আলেমগণও বর্ণনা করেছেন। শিয়া পন্থী আলেমগণও এ হাদীস সম্বন্ধে ঐক্যমত রয়েছেন (তফসীরে সাফী, প্রথম খন্ড, তেহরান, ফিতার ফোরশী ইসলামীয়া, পৃষ্ঠা-৭৬৫)।

হাদীসের শব্দে **আওওয়ালে লায়লাতিন**-এর অর্থ ইহা হতে পারে না যে, রমযানের প্রথম তারিখে গ্রহণ লাগবে। কেননা, প্রথম রাত্রে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী গ্রহণ লাগতেই পারে না। দ্বিতীয়তঃ প্রথম রাত্রের চাঁদকে আরবীতে 'হেলাল' বলে। কিন্তু হাদীসে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে 'কমর'। তৃতীয় রাত্রের পরে চাঁদকে 'কমর' বলে (আল্ মুনজিদ নামক অভিধান দেখুন)।

আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ হাদীসের কতিপয় দিক ঃ

১। চন্দ্র গ্রহণের নির্ধারিত তারিখগুলোর মধ্যে প্রথম রাত্রে অর্থাৎ ১৩ তারিখ রাত্রে গ্রহণ লাগবে।

২। সূর্য গ্রহণের নির্ধারিত দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিনে অর্থাৎ ২৮ তারিখ দিনে গ্রহণ লাগবে।

৩। উভয় গ্রহণই একই রমযান মাসে সংঘটিত হবে।

৪। একজন মাহ্‌দীর দাবীদারের উপস্থিতিতে তাঁর সত্যতার নিদর্শনস্বরূপ এ গ্রহণদ্বয় সংঘটিত হবে।

[বিস্তারিত জানার জন্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর 'তোহ্‌ফা গেলড়াবিয়া' পুস্তকের ১৪২-১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

জ্যোতিশাস্ত্র পাঠে এবং গ্রহণের তারিখগুলো দৃষ্টে জানা যায় যে, রমযান মাসে পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টির সময় থেকে নিয়ে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কখনও এসব নির্ধারিত তারিখে এ ধরনের সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হয় নি যাতে কোন দাবীকারক স্বীয় সত্যতার নিদর্শন হিসেবে এগুলোকে উপস্থাপন করেন।

এমন ঘটনা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দেই প্রথম সংঘটিত হয় যখন কিনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম মাহ্‌দীর দাবীদার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আর ঐ সময় তিনি ব্যতিরেকে অন্য কোন মাহ্‌দীর দাবীদার পৃথিবীতে উপস্থিত ছিলেন না। ১৮৯৪ সনের ২৩শে মার্চ এই চন্দ্রগ্রহণের এবং ৬ই এপ্রিল সূর্য গ্রহণের নিদর্শন পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে দেখানো হয় (আষাদ, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৪, মিলিটারী গেজেট, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪ দ্রষ্টব্য)। এসব শর্তানুযায়ী পরবর্তী বছর রমযান মাসেই দ্বিতীয় বার চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় আর পশ্চিম গোলার্ধের লোকেরা এ দৃশ্য অবলোকন করে।

খোদাতাআলা স্বীয় কর্মকান্ড দ্বারা সাক্ষ্য দিলেন ও নির্ধারিত দিনে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ দ্বারা প্রমাণ করলেন যে,

১। আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য এবং চৌদ্দশ' বছর পূর্বে একজন নিরক্ষর ব্যক্তি অদৃশ্যের এমন সংবাদ নিজের পক্ষ থেকে তৈরী করে বলতে পারেন না। ইহা হুযূর (সঃ)-এর সত্যতারও একটি উজ্জ্বল নিদর্শন।

২। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) স্বীয় দাবীতে নিষ্ঠাবান ও প্রকৃতই সেই মাহ্‌দী যার সম্বন্ধে হযরত রসূলে করীম (সঃ) সংবাদ দিয়েছিলেন। কেননা, কোন মিথ্যা মাহ্‌দী সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ লাগাতে পারেন না। মহাকাশীয় সত্তাগুলোর ওপরে তাঁর কোন হাত নেই।

সংকলন ও অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

অমৃত বাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

ইসলাম এবং এ দেশের অন্যান্য ধর্ম

(৯ম কিস্তি)

ঝড়ের সময়ে যেভাবে সমুদ্রে এক ঢেউ আরেক ঢেউ-এর উপর আছড়ে পড়ে অনুরূপভাবে বিভিন্ন ধর্মমত একে অন্যের উপর আক্রমণ করে চলেছে। যাই হোক, এসব আন্দোলন দ্বারা অনুভূত হয়, এটা সেই যুগ যে যুগে আল্লাহ্‌তাআলা বিভিন্ন সম্প্রদায়কে এক জাতিতে পরিণত করার এবং সব ধর্মীয় দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত একই ধর্মে সবাইকে একত্রিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। ঝড় আর ঢেউ-এর এই যুগ সম্বন্ধে খোদাতাআলা কুরআন শরীফে বলেছেন ঃ ওয়া নুফিখা ফিস্‌সূরি ফাজামাআনাহুম জামাআন- (সূরা কাহ্‌ফ ঃ ১০০)। এই আয়াতকে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের সাথে মিলিয়ে অর্থ হবে, যে যুগে বিশ্বের ধর্মজগতে বড় হট্টগোল দেখা দিবে আর এক ঢেউ অপর একটি ঢেউ-এর উপর যেমন আছড়ে পড়ে তেমনি এক ধর্মমত যখন অপর

জুমুআর খুতবা

কতিপয় হিতোপদেশ

[সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ১৩ আগস্ট ১৯৯৯ইং ফযল মসজিদ, লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর সূরা আন্ নাজ্ম-এর ৩৩তম আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴿٣٣﴾

অর্থ ঃ "নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদেরকে তখন থেকে ভালভাবে জানেন যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণাকারে লুক্কায়িত ছিলে। অতএব, তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র জ্ঞান করো না। তিনি তাকে সর্বাধিক জানেন যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে।"

অতঃপর হুযূর বলেন ঃ এ আয়াতটিকে দীর্ঘ এরূপ একটি হাদীসের শিরোনামস্বরূপ করা হয়েছে যে হাদীসটিতে দুনিয়ার সৃষ্টি কাল থেকে এর শেষ অবধি যতদিন দুনিয়া টিকে থাকবে, স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়ে মানুষকে যত শ্রেণীতেই ভাগ করা সম্ভব ঐ সবগুলোরই উল্লেখ রয়েছে।

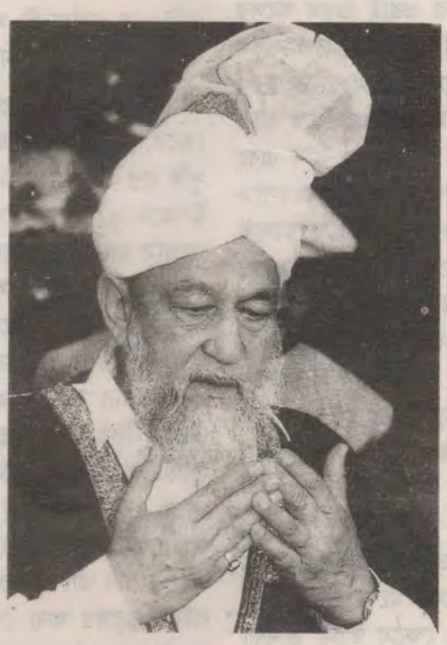

কোন একটি শ্রেণীও এর বাইরে থেকে যায় নি, কোন একটিও বাদ পড়ে নি। যত ইচ্ছা গবেষণা করে দেখুন না কেন এর বাইরে মানুষের অন্য কোন একটি শ্রেণীও আপনাদের চোখে ধরা পড়বে না। উল্লেখিত স্বভাব-চরিত্রেই তারা জন্ম লাভ করেছে, সেগুলোতেই অব্যাহতভাবে চলমান থাকবে, সেগুলোতেই তারা প্রাণ বিসর্জন করবে। সেজন্য আমি কেবল ঐ দীর্ঘ একটি হাদীসই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। সেজন্য খুতবার উদ্দেশ্যে আমার আসতেও কোন ত্বরা ছিল না। কেননা, সংক্ষিপ্ত খুতবা হবে। যদিও হাদীসটি দীর্ঘ কিন্তু চেষ্টা করা হবে যাতে অল্প সময়েই এই খুতবা প্রদান করা হয়ে যায়। পরিশেষে এ হাদীসটির সঙ্গে সম্পৃক্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করা হবে।

"আন আবূ সাঈদে বনিল খুদরীয়ে সাল্লা বিনা রসূলুল্লাহি সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামা ইওমান সালাতাল্ আস্রি বিনাহারিন সুম্মা কা'মা খতীবান ফালাম ইয়াদ' শাইয়ান ইয়াকূনু ইলা কিয়ামিস্ সা'আতি ইল্লা আখ্বারানা বিহি হাফেযাহু মান হাফেযা ওয়া নাসেয়াহু মান নাসেয়া মা-কানা ফিহা, কালা ইন্নাদ্ দুন্ইয়া হুল্ওয়াতুন খাযেরাতুন ওয়া ইন্নাল্লাহা মুস্তাখ্লিফুকুম ফিহে ওয়া নাযেরুন ফাইফা তা'মালূন ।"

সুদীর্ঘ একটি হাদীস, যার প্রারম্ভিক অংশটুকু আমি পাঠ করলাম। এখন আমি সময় বাঁচাবার উদ্দেশ্যে কেবল এর তরজমা বর্ণনা করবো। হাদীসটি তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান মা জায়া মা আখবারান নাবীয়্যু আস্হাবাহু' থেকে গৃহীত হয়েছে। এখন এর তরজমা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করুন।

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্রী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত। একদিন রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমাদেরকে আসরের নামায পড়ালেন। তারপর দাঁড়ায়ে ভাষণ দান করলেন এবং কিয়ামত কাল পর্যন্ত সংঘটিতব্য সকল বিষয়ের সম্পর্কে আমাদের অবহিত করলেন। অনেকে সে বিষয়গুলো স্মরণ রেখেছেন, অনেকে ভুলে গিয়েছেন। হুযূর পাক (সঃ) যা বর্ণনা করেন সেখানে একথাও বলেন, 'এ দুনিয়া সুমধূর ও সবুজ বটে। আল্লাহ্তাআলা এ দুনিয়ায় তোমাদেরকে তাঁর খলীফা বানাবেন, তারপর দেখবেন তোমরা কীরূপ আমল কর। দুনিয়া-এর লোভ-লালসা থেকে নিজেদের রক্ষা করো, মেয়েলোক থেকে নিজেদের রক্ষা করো।" এখানে 'স্ত্রীলোকদের থেকে আত্মরক্ষা' বলতে এই বুঝায় যে, দুনিয়াতে পরুষরা নারীদের দিক থেকে সবচে' বড়ো ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে এবং কিয়ামতকাল অবধি তেমনই হতে থাকবে। চিরকালই পার্থিব জীবনের সারকথা হচ্ছে আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুক। এই তো দুনিয়া। আর এই দিক থেকে নারীর প্রতি অসঙ্গত দৃষ্টি নিক্ষেপ অথবা অন্যান্য আরও সব সীমালঙ্ঘণ-এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে পুরুষের পেশা। তাই রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, "মেয়েলোকদের (পরীক্ষা) থেকে বাঁচো। আর এ কথাও বলেছেন যে, কোনও ব্যক্তিকে মানুষের ভয় যেন সত্য কথা বলতে বিরত না রাখে, যখন কিনা সে-সম্পর্কে সে অবহিত আছে। বর্ণনাকারী বলেন যে, আবূ সাঈদ খুদ্রী (রাঃ) কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, খোদার কসম! আমরা অনেক বিষয়-ই দেখেছি কিন্তু ভীত হয়ে পড়েছি। ঐ প্রসঙ্গে আঁ হযরত (সঃ) একথাটিও বলেন যে, শোন ! প্রত্যেক অঙ্গীকার-ভঙ্গকারীর জন্য তার অঙ্গীকার ভঙ্গের অনুপাতে কিয়ামত-দিবসে একটি পতাকা স্থাপন করা হবে। আর মানুষ তাদের ইমামের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করে থাকে তা ভঙ্গ করার চেয়ে বড়ো বিশ্বাসঘাতকতা অন্য কোন কিছু নেই।" এখানে যদিও হুযূর আকরম (সঃ) তাঁর স্বভাবজ বিনয়ের দরুন ইমামের ব্যাখ্যা করেন নি। কিন্তু নিঃসন্দেহে ইমাম বলতে আঁ হযরত (সঃ) নিজেকেই বুঝিয়েছেন। তিনিই কিয়ামত অবধি সর্বকালীন ইমাম। তাঁর সঙ্গে যে বিশ্বাস ভঙ্গ করে সে-ই সবচে' বড়ো বিশ্বাসঘাতক বলে গণ্য হবে। "তার পতাকা তার পিঠের কাছে (বা পশ্চাতে) স্থাপন করা হবে। আর ঐ দিনের ভাষণের যে-সব বিষয়

আমরা স্মরণ রাখতে পেরেছি তাতে এ বিষয়টিও ছিল যে, "মানব সন্তানদেরকে (স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়ে) বিভিন্ন শ্রেণীতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কতক লোক মু'মিনরূপে সৃষ্টি হয় (এ সেই বিষয়টি, যা অত্যন্ত মনোনিবেশে শোনার আবশ্যক) কতকলোক মু'মিন (সুলভ স্বভাবে) সৃষ্ট হয় এবং মু'মিন হবার অবস্থায়-ই মারা যায় (জন্ম থেকে আমরণ মু'মিনের জীবন যাপন করে)। কিন্তু কতক লোক এরূপ হয়, যারা কাফের (অবিশ্বাসী সুলভ স্বভাবে) জন্মলাভ করে থাকে আর কাফের হবার অবস্থাতেই জীবন কাটায় এবং কাফের থাকা অবস্থায়-ই মারা যায়। কতক লোক এমনও আছে যারা মু'মিন (অবস্থায়) পয়দা হয় এবং ঈমানের অবস্থায় জীবন যাপন করে কিন্তু কাফের হবার অবস্থায় তাদের মৃত্যু ঘটে। কতকলোক আবার এরূপ আছে যারা কাফের স্বভাবে জন্মলাভ করে, কাফের থাকা অবস্থায় জীবন যাপন করে এবং মৃত্যুর সময় তারা মু'মিন হয়ে থাকে। শোন ! নিশ্চয় বনী আদমের মাঝে কতক লোক ক্রোধ-উত্তেজনার ক্ষেত্রে ধীর-সুস্থির হয়ে থাকে কিন্তু তাদের রাগ শীঘ্র (ঠান্ডা) পড়ে যায়। কতক লোক শীঘ্র রেগে যায় এবং তাদের রাগও শীঘ্র (ঠান্ডা) পড়ে যায়। এবং এই অবস্থা তাদের আগের অবস্থাকে প্রায়শ্চিত্ত (বা ব্যাল্যান্স) করে। শোন ! তাদের মাঝে কতকলোক শীঘ্র রেগে যায় এবং দেরীতে নরম হয়। শোন ! তাদের মাঝে ওরাই উত্তম যাদের দেরীতে রাগ আসে এবং শীঘ্র নেমে যায়। শোন ! তাদের মাঝে নিকৃষ্ট তারাই যারা শীঘ্র উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং দেরীতে প্রশমিত হয়। (ভেতরে তাদের রাগ কেবল টগবগ করতে থাকে, আর প্রশমিত হতে চায় না)। শোন ! তাদের মাঝে কতক লোক ঋণদানেও ভাল এবং ঋণ পরিশোধের তাগাদায়ও ভাল। আবার তাদের মাঝে কতক লোক ঋণ দেবার বেলায় অত্যন্ত খারাপ এবং ফেরৎ নেবার তাগাদার বেলায়ও অত্যন্ত ভাল।" অর্থাৎ ঋণ দেবার সময় খুব পরখ করে, সাবধানতা অবলম্বন করে বিধায় তারা ঋণ ফেরতের তাগাদা দেওয়ার বেলায় অত্যন্ত ভাল। "কতক লোক ঋণ দিয়ে থাকে অতি উত্তমভাবে (অর্থাৎ খুব ভাল ব্যবহার দেখায় এই বলে যে, 'নিজেদের প্রয়োজনে যখন ইচ্ছা আমাদের কাছ থেকে ঋণ নিও) কিন্তু ফেরৎ নেবার সময় তাগাদা অত্যন্ত কর্কশভাবে করে। এই ধারায় তাদের এক অবস্থা আরেক অবস্থার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হয়ে যায়।" অর্থাৎ তাদের প্রথম অবস্থাকে তাদের পরবর্তী অবস্থা সমান-সমান করে দেয়। "আবার কতক লোক ঋণ দেওয়া ও ফেরৎ নেওয়া উভয় ক্ষেত্রেই খাতকের প্রতি খারাপ আচরণ করে থাকে। শোন! তাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে ঋণ দেওয়া ও ফেরৎ নেওয়া উভয় ক্ষেত্রে উত্তম ভূমিকা পালন করে থাকে। শোন ! তাদের মধ্যে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রেও খারাপ ভূমিকা রাখে এবং খারাপ উপায়েই ঋণ ফেরতের তাগাদা দিয়ে থাকে। শোন ! রাগ আদম সন্তানের অন্তরে এক অঙ্গার বিশেষ। তুমি কি কখনও রাগের বশবর্তী কোন উত্তেজিত ব্যক্তির রক্তলাল হয়ে ওঠা চোখ এবং ফুলে ওঠা তার ঘাড়ের শিরাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেছ ? যখনই কোন ব্যক্তি ওরূপ অবস্থার সম্মুখীন হয় তখন সে যেন মাটিকে আঁকড়ে ধরে" (অর্থাৎ সংযত হয়ে বিনয় অবলম্বন করে)। হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেন, আমরা ফিরে ফিরে সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম ডুবতে তার আরও কতটুকু বাকী আছে কিনা। তাতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন, আজ তোমাদের এ দিনটির থেকে যেটুকু অবশিষ্ট রয়েছে দুনিয়ার (আয়ুষ্কালের) মধ্যে থেকে সেটুকু অংশই অবশিষ্ট রয়ে গেছে।"

এ সেই হাদীস, এর যতো ব্যাখ্যা করা হোক তা অপ্রতুল। কিন্তু (এর প্রেক্ষিতে) আপনারা যদি গভীরভাবে নিজেদের আত্ম-বিশ্লেষণ করেন, নিজেদের 'নফস'-প্রবৃত্তিমূলক স্বভাবের এবং পরিপার্শ্বিকতার দিকেও গভীর দৃষ্টিপাত করেন তাহলে একটি বিষয়ে অবশ্যই সাক্ষ্য দান করবেন যে, আঁ হযরত (সঃ)-কে মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির যেরূপ জ্ঞান দেয়া হয়েছিল সেরূপ দুনিয়াতে অন্য কাউকে কখনও দেয়া হয় নি এবং কিয়ামতকাল অবধি আর কাউকে দেয়া হবে না। মানবীয় স্বভাব-প্রকৃতির যেসব শ্রেণী-বিন্যাস তিনি (সঃ) করেছেন এগুলোর বাইরে একটিও পরিলক্ষিত হবে না। সবদিক সূক্ষ্মভাবে নজর দিন। আপনারা আঁ হযরত (সঃ) বর্ণিত মানুষের ব্যক্তিত্বগুলোর বাইরে কোনও ব্যক্তিত্ব দেখতে পাবেন না। এ প্রসঙ্গেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি উদ্ধৃতি এখন আমি উপস্থাপন করছি। এরপর আজকের এ খুতবাটি সমাপ্ত হবে। কেননা, এবার অনেক খুতবা ও ভাষণ দেয়া হয়েছে, অনেক উপদেশ দান করা হয়েছে। এখনতো আখেরী নসিহত এই যে, নিজেদের অন্তরে ঐ সকল নহিসত মেলে ধরুন এবং চিন্তা-ভাবনা করুন। আর এমতাবস্থায় এভাবেই যেন আপনারা শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন যে, আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টির দৃষ্টি আপনাদের ওপরে পতিত হয়-এর চে' অধিক আমার আর কোন দোয়া নেই। এ দোয়ারই আমি নিজের জন্য আপনাদের কাছে প্রত্যাশা করি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

"আল্লাহ্‌তাআলা কারও পরোয়া করেন না, কিন্তু সালেহ্ বান্দাদের (করে থাকেন)। নিজেদের মাঝে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা সৃষ্টি কর এবং পৈশাচিকতা ও বিভেদ পরিহার কর। প্রত্যেক ধরনের উপহাস ও বিদ্রূপ হতে সম্পূর্ণ দূরে সরে দাঁড়াও।" কেননা বিদ্রূপের অভ্যাস যাদের হয়ে যায় তারা অন্যদের হেয় দৃষ্টিতে দেখে। তারা (এ ক্ষেত্রে) অবধারিতভাবে মিথ্যেবাদী হয়ে থাকে। কেননা, তাদের হাসি-বিদ্রূপের দরুন মানুষে যে বাহবা দেয় এবং হাসাহাসি করে, এর ফলশ্রুতিতে তারা আরও মিথ্যা বলে বলে, কাল্পনিক বানোয়াট কথা-বার্তা বর্ণনা করে তারা ঐ আসরের হীরো (Hiro) বনে যায়। আর এভাবে পিছলাতে পিছলাতে অনেক দূরে বেরিয়ে যায়। ওরূপ লোক এতো দূরেও চলে যেতে পারে, যেখান থেকে ফেরৎ আসা অসম্ভব হয়ে থাকে কেবল আল্লাহ্‌তাআলার ফযল ব্যতিরেকে যদি তা তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করে যাওয়ার আগেই তাদেরকে থামিয়ে দেয় এবং এরপর যদি তাদের ফেরৎ যাত্রা আরম্ভ হয় তাহলে তারা বাঁচতে পারে, নইলে তাদের অন্য কোন উপায় থাকে না। [অতঃপর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন,] "হাসি-বিদ্রূপ মানুষকে সত্যতা থেকে দূরে সরিয়ে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়" (এ কথাটিরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা আমি এই মাত্র বর্ণনা করেছি)। "প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি পরস্পর সম্মান দেখাবে। প্রত্যেকে নিজের আরামের (বা সুখ-সুবিধার) উপর নিজের ভাইয়ের আরামকে প্রাধান্য দিবে। তোমরা আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে সত্যিকার এক সখ্য স্থাপন কর" [বিগত এই সালানা জলসায় খোদাতাআলার ফযলে জামাত এই তওফীক (সৌভাগ্য) লাভ করেছে যে, সকল স্বেচ্ছাসেবী, সকল স্বাগতিক ও সকল আগন্তুক- সবাই চেষ্টা করেছেন নিজেরা কষ্ট স্বীকার করেও যাতে অন্যদের আরামদায়ক ব্যবস্থা করতে পারেন]। "আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে সত্যিকার এক সখ্য স্থাপন কর এবং তাঁর আনুগত্যে ফিরে আস। আল্লাহ্‌তাআলার ক্রোধ পৃথিবীর ওপর অবতীর্ন

হচ্ছে। এ থেকে তারাই রক্ষা পাবে যারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের সমস্ত গোনাহ্ থেকে তওবা ক'রে তাঁর সমীপে আশ্রয় নিবে। তোমরা স্মরণ রেখো, আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে তোমরা যদি আত্ম-নিয়োগ কর এবং তাঁর দীনের সাহায্য সহায়তায় সচেষ্ট হও (ধর্ম-সেবায় যথাসাধ্য যত্নবান হও), তাহলে খোদাতাআলা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দূর করে দিবেন এবং তোমরা সফলকাম হয়ে যাবে।" যেমন কিনা নিজ চোখে এর দৃশ্যাবলী আমরা দেখেছি। খোদাতাআলা যেন অনুরূপ সফলতা লাভের সৌভাগ্য সর্বদা দান করতে থাকেন। "তোমরা কি লক্ষ্য কর নি যে, কৃষক উত্তম চারাগুলোর খাতিরে ক্ষেতের থেকে ক্ষতিকর অকেজো জিনিসগুলোকে উপড়ে ফেলে দেয়?" এ কর্ম-পদ্ধতিটিও আমাদের জামাতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জারী রয়েছে - **জামাতের মাঝে ক্ষতিকর অকেজো জিনিসগুলোকে উপড়ে ফেলে দেয়া হয়, যাতে ওগুলোর খারাপ প্রভাব থেকে বাকী লোকেরা নিরাপদ থাকেন।** আর এ প্রসঙ্গে নিরুপায় হয়ে নির্দয়তার ভূমিকা অবলম্বনে একাজটি সারা হয় কিন্তু (সেভাবেই সারা হয়) কৃষক যেভাবে অনিবার্যতঃ ওরূপ অবস্থায় নির্দয়তার আশ্রয় নিয়ে থাকে। তবে নেকদের খাতিরে যালেমদের প্রতি নির্দয়তা দেখান হয়। "মালিক যেমন কোন পরোয়া করেন না যে, কোন গবাদিপশু (এসে) সেগুলো খেয়ে ফেলবে, অথবা কোন কাঠুরে ওগুলো কেটে নিয়ে তন্দুরে ফেলে দেবে, তেমনি তোমরাও স্মরণ রেখো, তোমরা যদি আল্লাহ্‌তাআলার সমীপে সত্যনিষ্ঠ সাব্যস্ত হও তাহলে কেউ তোমাদের কোনও কষ্ট সাধনের কারণ হতে পারবে না। আর যদি তোমরা তোমাদের অবস্থায় (আত্মিক ও নৈতিক) সংশোধন ঘটাতে না পার এবং আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে আজ্ঞানুবর্তিতার সত্যিকার এক অঙ্গীকারে আবদ্ধ না হও, তবে (মনে রেখো) আল্লাহ্‌র কারও পরোয়া নেই। হাজার হাজার ছাগল-ভেড়া যে দৈনিক যবাই হচ্ছে সেজন্যে তাদের প্রতি কেউ দয়া দেখায় না। কিন্তু কোন মানুষ যদি নিহত হয় তাহলে (দেখ, সেজন্যে) কত জবাবদিহিতা হয়ে থাকে !" এই ছাগল-ভেড়ার প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর একটি কাশ্‌ফও রয়েছে যে, বহু সংখ্যক ভেড়া এবং ছাগলকে যবাই করার উদ্দেশ্যে শোয়ানো হয়। সেক্ষেত্রে এই মর্মে ইলহাম (ঐশীবাণী) অবতীর্ণ হয় ঃ 'তোমাদের দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সঙ্গে যদি তোমাদের সম্পর্ক কায়েম না হয় বা না হতো, ছাগল ভেড়ার মত যদি তোমাদের অবস্থা হয় বা হতো, তাহলে তোমরাও কোন দয়ার পত্র বলে গণ্য হবে না বা হতে না।') অতএব যদি তোমরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় নিজেদেরকে অপদার্থ ও উদাসীনে পরিণত কর তাহলে তোমাদেরও অনুরূপ অবস্থাই দাঁড়াবে। **তোমাদের উচিত তোমরা যেন খোদার প্রিয়দের অন্তর্ভুক্ত হও, যাতে কোন মহামারী অথবা (অন্য কোনও) আপদ-বিপদের পক্ষে তোমাদের ওপর হাত (আঘাত) দেওয়ার কখনও সাহস না হয়। কেননা, কোনও বিষয় আল্লাহ্‌তাআলার অনুমতি ব্যতিরেকে পৃথিবীতে ঘটতে পারে না। প্রত্যেক প্রকার ক্রোধ, উত্তেজনা ও শত্রুতাকে নিজেদের ভেতর থেকে তুলে দাও, দূর করে দাও। কেননা, এখন হচ্ছে ঐ সময় যখন তোমরা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়কে উপেক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ ও মহান কাজগুলোতেই ব্যাপৃত হও।** এ কথাটি ওসীয়্যত (তাকীদপূর্ণ নির্দেশ)-স্বরূপ স্মরণ রেখো যে, পাশবিকতা ও কর্কশতার বশবর্তী হবে না। বরং নম্রতা, ধৈর্য ও সদাচরণের মাধ্যমে সবাইকে বুঝাবে।"

এই সর্বাঙ্গীণ ও সারগর্ভ হাদীস এবং এর সর্বাঙ্গীণ সারগর্ভ ব্যাখ্যার ওপরই আজ এ খুতবাটি সমাপ্ত করছি। এতে অনেক কিছু বর্ণিত হয়েছে- আপনাদের সমগ্র জীবনের ক্ষেত্রে চিন্তা-ভাবনা ও হৃদয়ঙ্গম করার সবক (পাঠ) তাতে এসে গেছে। আশা করি আল্লাহ্‌তাআলা আপনাদের হৃদয়কে উন্মোচিত করবেন এবং তাতে সূক্ষ্মদর্শিতা দান করবেন, যে সূক্ষ্মদর্শিতা এ বিষয়গুলোকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্যে আবশ্যকীয়, যে অন্তর্দৃষ্টির প্রতি মানুষ চোখ বন্ধ করে রাখে ফলে অনেক গাফিলতির মাঝে জীবন কেটে যায়। নিজের খেয়ালে মনে করে যে, সে (সত্যিকার) পুণ্য (পালন) করছে। কিন্তু যখন চোখ খুলে (-দৃষ্টি উন্মোচিত হয়), তখন আযাব ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকে না। ব্যাকুল হয়ে তখন আল্লাহ্‌তাআলার সমীপে ক্ষমার জন্য দোয়া চায়। তারপর আল্লাহ্‌র মর্জি--যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দিবেন। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি মাগফিরাত সুলভ ব্যবহার করুন।

(অডিও ক্যাসেট থেকে অনূদিত)

অনুবাদ ঃ **মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরব্বী

জুমুআর খুতবা

আহমদী শহীদগণের স্মরণে

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন মির্যা তাহের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ১৬ জুলাই, ১৯৯৯ইং মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত।

তাশাহ্‌হুদ তা'আওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা বাকারার ১৫৪ ও ১৫৫ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

অতঃপর হুযূর (আইঃ) বলেন, হে ঐ সকল ব্যক্তিগণ যারা ঈমান এনেছ ! আল্লাহ্-তাআলার কাছে ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সঙ্গে আছেন।

এবং যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদের মৃত বল না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ না।

এ খুত্‌বায় সকল শহীদের স্মৃতি চারণ সম্পূর্ণ করারই আমার চেষ্টা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এখন আরো যে সকল বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোকে শামিল করার পর এ বিষয়টি ব্যাপক হয়ে গিয়েছে। এজন্য সম্ভবতঃ এ খুতবায় বিষয়টি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে না, তবে ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী খুত্‌বায় যেখানে জলসায় আগত মেহমান এবং

তাদের আপ্যায়নকারী মেযবানদের দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে, তা সংক্ষিপ্ত করে বাকি অংশ শহীদদের এই বিষয়টিই চলবে আর ইনশাআল্লাহ্তাআলা তা জলসার পূর্বেই সমাপ্ত হয়ে যাবে।

সর্ব প্রথমে শেখুপুরার **কাযী বশীর আহমদ খোকার** সাহেবের শাহাদতের স্মৃতিচারণ করব, যা ১৭ জানুয়ারী, ১৯৯০ সনে সংঘটিত হয়। কাযী বশীর আহ্মদ সাহেব ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সনে শেখুপুরার কাযী করীম আহমদ সাহেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৬ সনে তিনি ওকালতি পাশ করে পাঞ্জাব 'বার এসোসিয়েশন' এর সদস্য হন। শহীদ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ত্যাগী আহ্মদী ছিলেন। দারিদ্রতা সত্ত্বেও ওসীয়তের চাঁদা ও জামাতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতেন। ১৯৭৪ সনে গুজরাঁওয়ালা মসজিদের খতীব আল্লাহ্ দিত্তা এবং অন্যান্য মৌলবীরা একজন আহমদী মহিলার দাফনের সময় অনেক হৈ চৈ করে আর এই বলে যে, একজন কাফের মহিলাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে দেব না। এই গন্ডগোলের সময় তিনি কোন কাজে ঘর থেকে বাইরে আসেন। মৌলভীরা তাঁকে ঘেরাও করে শাসায় এবং তন্দুরে ফেলে দেয়। মহিলাদের চিৎকারে কিছু লোক তাঁকে তন্দুর থেকে বের করেন। তিনি অলৌকিকভাবে বেঁচে যান। জুলাই, ১৯৮৮ সনে যুক্ত রাজ্যের সালানা জলসায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। একই সাথে মৌলভীদের দুষ্টামিও চলতে থাকে। ১৯৮৯ সনের ২০ অক্টোবর তারিখে একটি বিয়ারিং চিঠিতে আহমদীয়ত না ছাড়ার প্রেক্ষিতে চক সেকন্দরের উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। সেই পত্র পাওয়ার তিন মাস পরে একদিন আদালত থেকে নিজের সাইকেলে চড়ে বাড়ী ফেরার পথে শেখুপুরার কোম্পানী বাগে প্রবেশের সময় মোটর সাইকেলে দু'জন আরোহী তাঁকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যায়। তিনি কোন চিকিৎসার পূর্বেই তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে গিয়ে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ৬০ বৎসর ছিল। তিনি শেখুপুরা জামাতের 'সেক্রেটারী জায়েদাদ' এর দায়িত্ব পালন করছিলেন। উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা স্ত্রী ছাড়া এক ছেলে এবং চার মেয়ে স্মৃতিস্বরূপ রেখে গেছেন। বর্তমানে তারা সবাই জার্মানীতে বসবাস করছেন। ছেলে নঈম আহ্মদ খোকার সাহেব বিবাহিত এবং সন্তানের পিতা। কন্যা গাযালা বশীর জার্মানীতে অবস্থানরত এ্যাডঃ কাযী আব্দুল মতীন সাহেবের স্ত্রী। কন্যা মোবারকা ফরহাত হামিদ আব্বাসীর স্ত্রী। রেহেনা যোবায়ের আহমদ সাহেবের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। কন্যা ফরিদাও বিবাহিতা আর তিনি তাঁর স্বামী মমতাজ আহমদ সাহেবের সাথে জার্মানীতে বসবাস করছেন। শহীদের উত্তরসূরীগণ খোদাতাআলার ফযলে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক নেয়ামতসমূহে পরিপূর্ণ।

শাহীওয়ালের শহীদ মালেক মুহাম্মদ উদ্দীন সাহেব। মৃত্যু ১৯৯১ সনের নভেম্বর মাসে। মোহতরম মালেক মুহাম্মদ উদ্দীন সাহেব ফয়যুল্লাহ্ চকের পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ফকির আলী সাহেব। দেশ বিভাগের পরে তাঁর পরিবার শাহীওয়াল শহরে বসতি স্থাপন করেন। তিনি প্রায় ১৯৪০ সনের দিকে পুলিশে ভর্তি হন। আর ১৯৭৬ সনে পুলিশ ইন্সপেক্টর হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮৪ সনের অক্টোবর মাসে শাহীওয়ালের মসজিদের ঘটনায় যে ১১ জন নিষ্পাপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। রাতের বেলা পুলিশ তাকে ধোঁকা দিয়ে এমনভাবে গ্রেফতার করে যে, জুতা পরারও সুযোগ দেয় নি। এরপর তিনি ৭ বৎসর শাহীওয়াল এবং মুলতান জেলে খোদার রাস্তায় কারারুদ্ধ ছিলেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে বিভিন্ন রকমের কষ্ট অত্যন্ত প্রফুল্ল চিত্তে এবং ঈমানী জোশের সাথে সহ্য করেন। ১৯৮৫ সনে একটি সামরিক আদালতের পক্ষ থেকে তাঁকে ২৫ বছরের সাজা দেয়া হয়। তখন তিনি অসহায় অবস্থায় বলেন, আমার বয়স তো ৭৫ বৎসর হয়ে গেছে এখন আরও ২৫ বৎসর আমি কোথায় কারারুদ্ধ থাকব ? ১৯৯১সনের নভেম্বর মাসে ৭ বছর কারারুদ্ধতার কষ্ট সহ্য করে জেলেই নিজ আত্মা মালিকের কাছে সমর্পণ করে শাহাদতের মহান সৌভাগ্য লাভ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শহীদ মরহুম দুই ছেলে এবং চার মেয়ে স্মৃতিস্বরূপ রেখে গেছেন। তাঁর সকল সন্তান বিবাহিত, সন্তানাদিসম্পন্ন এবং বিত্তবান।

আযীযা ফাওযিয়া মেহদী সাহেবা। মৃত্যুর তারিখ ১৯৯৩ সনের ৩১ অক্টোবর। মোকাররমা আযীযা ফওযিয়া মেহদী সাহেবা চৌধুরী আব্দুল আযীয সাহেব ভাম্বরী এবং মোহ্তরমা হাজেরা বেগম সাহেবার কন্যা আর ওয়াকেফে জিন্দেগী নাসিম মেহদী সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তাঁর মৃত্যু মাতৃভূমি থেকে অনেক দূরে টরেন্টোতে হয়। তিনি তাঁর ওয়াকফে জিন্দেগী স্বামীর মত অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং ওয়াক্ফের আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে সব সময় নিয়োজিত থাকতেন। ১৯৯৩ সনে প্রথমবার ধরা পড়ে যে, তিনি তাঁর স্বামীকে কষ্ট থেকে বাঁচাতে নিজের মাথার একটি মারাত্মক ব্যথা সব সময় গোপন রাখতেন। কিন্তু পরিশেষে যখন কোনভাবেই গোপন রাখা সম্ভব হল না তখন চিকিৎসায় তার মাথায় ক্যান্সার ধরা পড়ে। যা ঐ সময় এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কোন চিকিৎসা কাজে আসল না। শেষে এই রোগে ২১ অক্টোবর, ১৯৯৩ সনে নিজের প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, আহমদীয়া খেলাফতের এবং যুগের খলীফার সঙ্গে গভীর ভালবাসা রাখতেন। যেহেতু শহীদ মরহুমা খোদার ভালোবাসার উদ্দেশ্যে মৃত্যুবরণ করেন সেহেতু তাঁর এ পুণ্য পরিসমাপ্তিকে নির্দ্বিধায় শাহাদত বলা যেতে পারে। তাঁর স্মৃতি এক মেয়ে ও দুই ছেলে। ছেলে আহমদ মেহদী টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে, মেয়ে সাদিয়া মেহদী ইয়ার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। ৩রা জুলাই রোজ শনিবার তাঁর পিতা কানাডার আমীর তাঁর বিবাহের এলান করেন। ছোট ছেলে ফরিদ মেহেদী ৭ম শ্রেণীতে পড়ছেন।

করাচীর **শহীদ আব্দুর রহমান সাহেব বাজওয়া**। শাহাদতের তারিখ ২৮ অক্টোবর, ১৯৯৪ সন। তিনি মোকাররম গোলাম জিলানী বাজওয়া সাহেব এবং আমাতুল হাফীয সাহেবার পুত্র। তাঁর পরিবার শাহিওয়ালের চক নম্বর ১১৬ এল আর এ ছিল। ১৯৭২ সনে পিতামাতার সাথে করাচীতে স্থানান্তরিত হন। অতঃপর সেখানেই ২৮ অক্টোবর, ১৯৯৪ তাঁকে শহীদ করা হয়।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ১৯৯৪ সনে করাচীর মঞ্জুর কলোনী এলাকায় জামাতের বিরোধিতার প্রচন্ড জোয়ার আসে। যাতে ফযলে ওমর ওয়েলফেয়ার ডিস্‌পেনসারী এবং আহমদী সদস্যদের ঘরে আক্রমণের এবং আগুন লাগানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়, যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খোদাতাআলার ফযলে ব্যর্থ হয়। সে সময় তিনি সেক্রেটারী উমুরে আমা হিসেবে কর্তব্যরত খোদ্দামদের পথ প্রদর্শনের সাথে সাথে দিন রাত নির্বিশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পরিপূর্ণ চেষ্টা করতে থাকেন। ২৮ অক্টোবর রোজ শুক্রবার মোটর সাইকেলে নিজের এক বোনের ঘর থেকে ফিরছিলেন। সন্ধ্যা ৫টায় দু'জন মোটর সাইকেল আরোহী গলিতে নিজেদের মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে শহীদের রাস্তা অবরোধ করে তৎক্ষণাৎ সামনে থেকে পিস্তল দিয়ে ৮ রাউন্ড গুলি করে। এ কারণে তিনি ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শহীদের কোন ছেলে-মেয়ে ছিল না। কেবল এক পালক মেয়ে তাঁর বিধবা স্ত্রী মোকাররমা সালমা রহমান সাহেবার ঘরে পালিত হচ্ছেন।

শহীদ গুলশাদ হোসেন খাচ্ছি। লারকানা সিন্ধু প্রদেশ। শাহাদতের তারিখ ৩১ অক্টোবর, ১৯৯৪ সন। তিনি মোকাররম যুওয়ার মুহাম্মদ যুম্‌মন খাচ্ছি সাহেবের পুত্র ছিলেন। ১৯৯৩ সনের জুলাই মাসে বয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেন। আহমদীয়ত গ্রহণের পূর্বে তিনি কট্টর শিয়া ছিলেন। তাঁর পিতা এবং চাচারা শহরের অনেক বড় একটি ইমাম বাড়ার মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি নামাযে অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন। ডিশ এন্টেনা নিজের ঘরে লাগিয়ে অ-আহমদী বন্ধুদের এনে জামাতের প্রোগ্রাম দেখাতেন। মসজিদ এবং ইমামবারার মৌলভীরা তাঁর কাছে আসত, তাঁকে আহমদীয়ত থেকে ফিরাবার চেষ্টা করত। কিন্তু তারা তাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। এ সময় মৌলভীরা ভিতরে ভিতরে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পরিশেষে ১৯৯৪ সনের ৩১ অক্টোবর তিনি যখন দোকান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তখন তাঁকে গুলি করে শহীদ করা হয়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। তিনি তাঁর পরিবারে একাই আহমদী ছিলেন। উত্তরসূরী হিসেবে বিধবা স্ত্রী ছাড়া এক মেয়ে রেখে গেছেন।

করাচীর **শহীদ সেলিম আহমদ সাহেব পাল**। তিনি মোকাররম খোদা বখ্‌শ সাহেব পাল এবং মোহতরমা সলিমা বেগম সাহেবার ঔরষে সিয়ালকোট জেলার ভাসকায় জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর রাব্‌ওয়া এবং পরিশেষে করাচীতে স্থানান্তরিত হন। শাহাদতের সময় করাচী জামাতের সদস্য ছিলেন। করাচীর মঞ্জুর কলোনীতে শহীদ আব্দুর রহমান বাজওয়া সাহেবের পর তিনি ২য় শহীদ ছিলেন। বাজওয়া সাহেবের শাহাদতের ১৪ দিন পরে ১০ নভেম্বর, ১৯৯৪ সনে মোহতরম সেলিম আহমদ সাহেব পাল যখন রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ী ফিরছিলেন তখন তিন গলি পরে দুই মোটর সাইকেল আরোহী তাঁকে এলোপাথারী গুলি করে ঘটনা স্থলেই শহীদ করে দেয় (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শহীদ মরহুম উত্তরসূরীদের মধ্যে তাঁর বিধবা স্ত্রী মোহতরমা রাফিয়া বেগম সাহেবা ছাড়া ৫ ছেলে এবং ৩ মেয়ে স্মৃতি হিসেবে রেখে গেছেন। বড় ছেলে ওয়াসিম আহমদ পাল ছাড়া বাকি সবাই অবিবাহিত। তার ছোট্ট ভাই-বোনদের যে নাম জানা গিয়েছে তা হলো তানভীর আহমদ পাল, নাদিম আহমদ পাল, কলীম আহমদ পাল, শোমায়েলা তাসলিম, সাদিয়া নওরীন, গুলশীম নওরীন।

লারকানার আনোয়ারাবাদের **শহীদ আনোয়ার হোসেন আবরো** ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ শহীদ হন। তিনি মৌলভী মোহাম্মদ আনোয়ার আবরো সাহেব এবং মোহতরমা জান্নাত খাতুন সাহেবার পুত্র ছিলেন। তাঁর সম্পর্ক এমন এক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিত পরিবারের সাথে ছিল যাদের সিন্ধু প্রদেশের এই এলাকায় শিক্ষার প্রসারে ব্যাপক খ্যাতি ছিল। এজন্য তাদের পরিবারকে ওস্তাদ (শিক্ষক) পরিবার বলে সম্মান দেয়া হত। তাঁর দাদা মোহতরম মৌলভী আব্দুর রউফ সাহেব আবরো ১৯৪৭ সনে নিজের সন্তানাদি আত্মীয়-স্বজন এবং শিষ্যদের নিয়ে বয়াত করে আহমদীয়া সিলসিলায় দাখিল হন। একজন শিক্ষক হওয়া ছাড়াও তিনি আবরো পরিবারের একজন বড় 'প্যাদার' ছিলেন। সিন্ধি পরিভাষায় 'প্যাদার' বলতে বড় সর্দার বা নেতা বা রঈসকে বুঝানো হয়। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৪৮ সনে। তাঁর মৃত্যুর পর মোকাররম মৌলভী মোহাম্মদ আনোয়ার সাহেব আবরো নিজের ভাই, আত্মীয়-স্বজন এবং শিষ্যদের নিয়ে সমস্ত বিরোধিতা পূর্ণ ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করেন। ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সনে সন্ধ্যা ৫.৩০ টায় একটি সাদা রংয়ের গাড়ীতে 'রেঞ্জার' ড্রেস পরিহিত সাতজন লোক আনোয়ারাবাদে আসে। তাদের মধ্যে একজনের কাছে লাইট মেশিন গান এবং বাকি ছয়জনের কাছে ক্লাশেনকোফ রাইফেল ছিল। তাদের মধ্যে তিনজন রাস্তার বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেয়। আর অবশিষ্ট চারজন মৌলভী মোহাম্মদ আনোয়ার আবরো সাহেবের বাড়ীতে ঢুকে সেখানে উপস্থিত মহিলাদের বলে, "আমরা কর্নেল সাহেবের নির্দেশে কুখ্যাত ডাকাতদের সন্ধানে এসেছি"। মহিলারা বলে, এখানে কোন ডাকাত লুকিয়ে নেই। আপনারা নির্দ্ধিধায় তল্লাশী চালাতে পারেন। তল্লাশীর সময় তারা মৌলভী মোহাম্মদ আনোয়ার আবরো সাহেব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তিনি কোথায় ? মহিলারা উত্তরে বলে, তিনি বাইরে গিয়েছেন। যখন তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন পুরষকে পায় নি তখন অস্ত্রধারীদের মধ্য থেকে দু'জন বাইরে মসজিদে সুন্নতের পর নফল নামাযের সেজদারত অবস্থা থেকে মোকাররম আনোয়ার হোসেন আবরো সাহেবকে উঠয়ে বলে, 'কর্নেল সাহেব তোমাকে ডেকেছেন'। ডাকতরা তাঁকে ছাড়াও মসজিদ থেকে মোকাররম জহুর আহমদ আবরো ও মোকাররম নাসের আহমদ সাহেবকেও ধরে এবং এই তিনজনকেই ধরে নিয়ে আসে। আতাউল মু'মিন আবরো পূর্বেই তাদের কাছে বন্দী ছিলেন। অতঃপর পুরুষদেরকে এক সাড়িতে দাঁড় করিয়ে বলে, কালেমা শোনাও। সবাই কলেমা পড়ে। মোল্লাদের প্রেরিত নোংরা বদমায়েশরা বলতে থাকে যে, 'তোমরা মুসলমান নও অন্য কিছু, এটি তোমাদের কলেমা নয়, তোমরা কেবল লোক দেখানোর জন্য এ কলেমা পড়ে থাক। মোকাররম আনোয়ার হোসেন আবরো সাহেব এবং তাঁর ছেলে জহুরের উপর অত্যাচার করতে থাকে আর বলতে থাকে তোমরা তোমাদের মুর্শিদ (আধ্যাত্মিক গুরু)-কে গালি দাও। এতে তাঁরা অস্বীকার করেন। শহীদের গর্দানে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলে যে, গালি দাও নইলে আমরা তোমাকে হত্যা করব। শহীদ মরহুম যদিও শারিরীকভাবে দুর্বল ছিলেন তবুও আধা ঘন্টা

পর্যন্ত এ অত্যাচারের সামনে অসাধারণ দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে থাকেন। এক মুহূর্তের জন্যও ঈমান থেকে বিচ্যুত হন নি। এ সময় তাদের মহিলারাও বড় বীরত্বের স্বাক্ষর রাখেন। কোন মহিলা তাদের কাছে মিনতি করেন নি, দোহাই দেন নি, সিন্ধুর প্রথানুযায়ী পায়ে ওড়না রাখেন নি। এরপর গুন্ডারা তাদের মারতে মারতে বাইরে নিয়ে আসে এবং গ্রামের লোকদের উদ্দেশ্যে বলে যে, আজ ইসলাম এবং কাদিয়ানীয়তের মোকাবিলা দেখ! আমরা তাদেরকে কীভাবে মারি! আর চারজনকে গ্রামের বাইরে কুয়োর পার্শ্বে নিয়ে এসে নাসের আহমদকে বলে, 'তুমি একদিকে সরে যাও' অতঃপর জহুর আহমদ আবরো ইব্নে আনোয়ার হোসেন আব্রোর উপর গুলি চালায়, তিনি নহরের কিনারায় দাঁড়িয়েছিলেন। গুলি পায়ে লাগতেই তিনি পিছনে নহরে পড়ে যান। একটি গুলি তাঁর ডান কাঁধে লেগে বাম দিকে ছিদ্র করে বেরিয়ে যায়। অতঃপর মোকার্‌রম আনোয়ার হোসেন আবরো সাহেবকে গুলি মারা হয়। একটি গুলি তার মাথায় লাগে। সন্ত্রাসীদের চলে যাওয়ার পর পরই পিতা ও পুত্রকে একটি টেক্সিতে করে (হাসপাতালের উদ্দেশ্যে) নিয়ে যাওয়া হয়। মোকার্‌রম আনোয়ার হোসেন আবরো সাহেব রাস্তায়ই মৃত্যু বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। তাঁর পুত্র জহুর আহমদ আবরো বেঁচে যান আর বর্তমানে স্ত্রী সন্তান সহ অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন। শহীদ মরহুম উত্তরসূরীদের মধ্যে ৪ মেয়ে এবং ৫ ছেলে রেখে গেছেন। জহুর আহমদ আবরো সাহেব ব্যতীত অন্যরা আল্লাহ্‌র ফযলে নিজের বাড়ীতেই বসবাস করছেন। বিরুদ্ধবাদীদের ভয়ানক চক্রান্ত সত্ত্বেও খোদার ফযলে দৃঢ়তার সঙ্গে কায়েম আছেন।

শব কদর, মরদানের **শহীদ চৌধুরী রিয়ায আহমদ** সাহেবের শাহাদত। শাহাদতের তারিখ ৯ এপ্রিল, ১৯৯৫ সন। মোকার্‌রম চৌধুরী রিয়ায আহমদ সাহেব ১৯৪৭ জুলাই মাসে লুধিয়ানা জেলার তহ্‌সিল যাগরাঁও এর মালহা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা চৌধুরী কামাল উদ্দিন সাহেব নিজেই আহমদী হয়েছিলেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মরদানে বসবাস আরম্ভ করেন। চৌধুরী রিয়ায আহমদ সাহেব মরদানে শিক্ষা গ্রহণের পর সেখানেই বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি রুজি-রোজগারের উদ্দেশ্যে ছয় বৎসর আবুধাবীতেও ছিলেন। আহমদী হওয়ার কারণে সেখান থেকে বের করে দেয়া হয়। তিনি প্রায়ঃশই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করতেন যে, হায় ! "আমি যদি সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবের ন্যায় শাহাদতের সৌভাগ্যে লাভ করতে পারতাম।" মরদানে বেশ কয়েকবার তাঁকে আহমদীয়তের কারণে ছুরিকাঘাত করা হয়। ১৯৭৪ সনে সারগোদা রেলওয়ে ষ্টেশনে যারা গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন তাদের মধ্যে তিনিও (চৌধুরী রিয়ায আহমদ) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন গুলিবিদ্ধ হন তখন বলেন, এটাতো কেবল শুরু। তখন থেকেই তাঁর শাহাদত লাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল। পরবর্তীতে যতদিন বেঁচে ছিলেন এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই বেঁচে ছিলেন। চৌধুরী রিয়ায আহমদ সাহেবের শ্বশুর মোহ্‌তরম ডাঃ রশীদ আহমদ খাঁন সাহেবের তবলীগে মরদানের শবকদরের মোকাররম দৌলত খাঁ সাহেব আহমদীয়ত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। দৌলত খাঁ সাহেব যেহেতু একটি শক্তিশালী পাঠান পরিবারের সদস্য ছিলেন সেজন্য তার আহমদী হওয়ার কারণে সেখানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সমস্ত এলাকাতে তাঁকে হত্যা করার ফতওয়া জারী করা হয়। দৌলত খাঁ সাহেবের ভাইদের মধ্যে এক ভাই কট্টর আহমদী বিরোধী এবং বিরোধিতায় সর্বাগ্রে ছিল। সে আফগানিস্তান থেকে আগত এক মোল্লার কাছ থেকে হত্যার ফতওয়া নেয়। এ সত্ত্বেও তিনি (দৌলত খা) সেখানে বসবাস করতে থাকেন। পরিশেষে শান্তি ভঙ্গের আশংকার বিধিতে স্থানীয় প্রশাসন তাকে জেলে নিয়ে যায়। ১৯৯৫ সনের নভেম্বর মাসের এক সকালে রশীদ আহমদ খান সাহেব এবং রিয়ায আহমদ সাহেব তার জামানতের জন্য 'শবকদরে' আসেন তখন সেখানে পাঁচ হাজার উত্তেজিত জনতাকে একত্রিত করা হয়েছিল। মোল্লা ফযলে রব্বি অত্যন্ত জোড়ালোভাবে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার শিক্ষা দিচ্ছিল। সেই মোতাবেক আদালত প্রাঙ্গণে পুলিশ এবং কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে সর্বপ্রথম শহীদ রিয়ায আহমদ সাহেবের কপালে সজোড়ে পাথর মারা হয়। তিনি প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে যান। এ অবস্থাতে তাঁকে আরোও ব্যাপক প্রস্তরাঘাত করা হয়। তথাপি তিনি অর্ধচেতন অবস্থায় লাগাতার কলেমা পড়তে থাকেন। তাঁর সর্বশেষ আওয়াজ এটিই ছিল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্' (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। অতঃপর তাঁর লাশ হেঁচরানো হয়। সেই লাশকে চরম অসম্মান করা হয়। আর এভাবে তারা তাদের হিংস্রতার সাক্ষ্য দেয়। পুলিশ তাঁর লাশ রক্ষা করার পরিবর্তে লাঠি দিয়ে আঘাত করে, আর বলে, আমরাও নেকীতে শামিল হয়ে গেলাম। পাকিস্তান পুলিশের ছওয়াবের এটাই সুযোগ। এ ছাড়া আর কোন সুযোগ লাভ হয় না।

তার শ্বশুড়ের উপরও নির্মম অত্যাচার করা হয়, এমনকি অত্যাচারীরা মনে করে যে, তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তিনি বেঁচে যান। তাঁর এখন পর্যন্ত জীবিত থাকা ও দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করা একটি চলমান মু'জেযা। এক্সরে ইত্যাদি যাবতীয় (ডাক্তারী) চেক-আপ-এর পর এটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তার হাত এবং পায়ের সবগুলো হাড় ভেঙ্গে গেছে। ডাক্তারদের বোধগম্যই হচ্ছে না যে, ঐ ব্যক্তি কীভাবে চলাফেরা করছেন। কিন্তু তিনি খোদাতাআলার ফযলে সকল প্রকার চিকিৎসা করাতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "আমি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত খোদাতাআলার ঐশী নিদর্শনে জীবিত থাকব"। এহেন মনোবলের সাথে তিনি দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্মে অংশ নিচ্ছেন। এভাবে শহীদ রিয়ায সাহেবের ভাবীর স্বপ্ন পূর্ণতা লাভ করে যে, একটি ছাগলকে যবাই করা হয়েছে আরেকটিকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কার্যতঃ ছাগল যবাই করা শহীদের মর্যাদা লাভ করা বুঝায়। তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা স্ত্রী ছাড়া ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন। তাঁরা সকলেই পৈতৃক ভূমিতে শিক্ষারত অবস্থায় আছেন।

শিকারপুরের **শহীদ মোবারক আহমদ শর্মা**। তিনি ১৯৪৬ সনে মোকার্‌রম আব্দুর রশিদ শর্মা সাহেবের ঘরে জন্মগ্রণ করেন। ১৯৫০ সনে পিতামাতার সাথে সিন্ধু প্রদেশের শিকারপুরে বসবাস শুরু করেন। ডবল এম, এ, সম্পন্ন করার পর বি, এড (পাশ) করে শিক্ষা বিভাগে চাকুরী নেন। ১৯৭৪ সনে জামাতের বিরোধিতা যখন চরমে ছিল তখন শিকারপুর সিভিল হাসপাতালের সামনে কতক বন্ধুর উপস্থিতিতে তাঁর উপর লাঠি এবং কুঠারের দ্বারা প্রচন্ড আক্রমণ চালানো হয়। আক্রমণকারীরা তাঁকে মৃত ভেবে পালিয়ে যায়। তার মাথা, পা এবং শরীরের অন্যান্য অংশে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। তৎক্ষণাৎ তাঁকে সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু আহমদী হওয়ার কারণে ডাক্তারেরা তাঁর প্রতি দৃষ্টি দেয় নি। অতঃপর তাঁকে শুক্কুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর বিভিন্ন শহরে তাঁর

চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু কানের ক্ষত এবং আঘাতে সৃষ্ট রোগের যথাযথ চিকিৎসা সম্ভব না হওয়ায় শেষে এই কষ্টে তিনি ৩রা মে, ১৯৯৫ সনে এ ধরাধাম ত্যাগ করে চলে যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা স্ত্রী ছাড়া ১ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন। ছেলে সোহেল মোবারক আহমদ এখন জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে ৩য় বর্ষে শিক্ষারত।

হাফেযাবাদ জেলার চাট্যাদাদের **শহীদ মোহাম্মদ সাদেক সাহেব**। শাহাদতের তারিখ ৮ নভেম্বর, ১৯৯৬ সন। তাঁর পরিবার কট্টর আহ্‌লে হাদীস ছিল। তাঁর পিতার পূর্বে বড় ভাই হেদায়েতুল্লাহ্ সাহেব আহমদী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তখনও মোহাম্মদ সাদেক সাহেব আহমদী না হওয়ায় তাঁর গভীর দুঃখ ছিল, কিন্তু পিতার সম্মানে নীরব ছিলেন। যখনই পিতার মৃত্যু হয় তখন মোহাম্মদ সাদেক এবং অন্য ভাই এনায়েতুল্লাহ্ আহমদী ভাই হেদায়েতুল্লাহ্‌র জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। ১৯৭৪ সনে আহমদী বিরোধী আন্দোলন যখন চরমে ছিল তখন মানুষ বলছিল যে, ভবিষ্যতে আর কেউ (তাদের ঘরে) এ প্রাচীরকে ডিঙ্গিয়ে আহমদী হতে পারবে না। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা এ নিদর্শন দেখে যে, মোহাম্মদ সাদেক সাহেব বিরোধিতার এ প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে আহমদী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। আর তিনি সব দিকে আহমদীয়তের পয়গাম পৌঁছাতে খোলা তরবারী হয়ে যান। তাঁরই তবলীগে শহীদ মোহাম্মদ আশরাফ সাহেব 'জলহন', গুজরাঁওয়ালা আহমদী হন। তাঁর আহমদীয়ত গ্রহণ বিরোধিতায় আরো ইন্ধন জোগায়। মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের বিরোধিতা আরও চরম আকার ধারণ করে। কিন্তু মোহাম্মদ সাদেক সাহেব জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তবলীগ জারী রাখেন। তিনি খোদাতাআলার ফযলে আরও ১৫ জন কট্টোর আহলে হাদীসকে আহমদী মুসলমান বানানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৯৬ সনের নভেম্বর মাসে তিনি যখন জুমুআয় যাচ্ছিলেন তখন শত্রু রাস্তায় একটি পুলের পার্শ্বে ওঁত পেতে ছিল। যখনই তিনি পুলের কাছে পৌঁছেন তখন তরা তাঁকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা স্ত্রী ছাড়া ১ মেয়ে ও ৩ ছেলে রেখে গেছেন। বড় ছেলে ইসমতুল্লাহ্ বিবাহিত এবং আর্মিতে চাকুরী করছেন। ২য় ছেলে নেয়ামতুল্লাহ্ সাহেবও বিবাহিত। ৩য় ছেলে রেযওয়ান আহমদ সাহেব মিডেল পাশ করে বসে আছেন। মেয়ে নুসরৎ সাহেবা শিক্ষারত আছেন।

বেহাড়ীর **শহীদ চৌধুরী আতিক আহমদ বাজওয়া সাহেব**। মোকাররম চৌধুরী আতিক আহমদ বাজওয়া সাহেব ১৯৩৯ সনে ফয়সালাবাদের একটি গ্রাম বেহলুলপুরে মোকাররম চৌধুরী বশীর আহমদ সাহেব বাজওয়ার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যখন ৮ বৎসর বয়সী ছিলেন তখন তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। তাঁর মা শরীফা বেগম সাহেবা অত্যন্ত পরিশ্রম ও দোয়ার দ্বারা তাঁকে লালন-পালন করেন। শরীফা বেগম সাহেবা অত্যন্ত পুণ্যবতী এবং দোয়াকারী মহিলা ছিলেন। খোদাতাআলার ফযলে এখনও জীবিত আছেন। চৌধুরী আতিক আহমদ সাহেব বেহাড়ীতে প্রারম্ভিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল, এল, বি পাশ করে বেহাড়ীতে ওকালতি শুরু করেন। তিনি সব সময় কেবল সত্য মামলাই করতেন। যৌবনের শুরু থেকেই তিনি জামাতে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। প্রথমে জেলা কায়েদ, সেক্রেটারী ইসলাহ্ ও ইরশাদ, অতঃপর প্রায় ৯ বছর বেহাড়ীর জেলা আমীর ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান আহমদী এবং নির্ভীক দাঈইলাল্লাহ্ ছিলেন। চাঁদা এবং সমস্ত আর্থিক কুরবানীর তাহরীকে দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি খোদার রাস্তায় ১৮ দিন মুলতান জেলে কারারুদ্ধ ছিলেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ তিনি ১৯৯৭ সনের, ১৯ জুন নিজের গাড়ীতে করে সন্ধ্যা ৫ টায় নিজের জমিতে যাচ্ছিলেন, বেহাড়ীর অদূরে দুই মোটর সাইকেল আরোহী তাঁকে গুলি করে; ফলে তিনি ও তাঁর ড্রাইভার ঘটনাস্থলেই মারা যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শাহাদতের সময় তার বয়স ৫৮ বছর ছিল। উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা স্ত্রী ডঃ নাসরীন আতিক বাজওয়া সাহেবা ১ মেয়ে ও ৩ ছেলে রেখে গেছেন। মেয়ে ফওলা আতিক বিবাহিতা এবং রাওয়ালপিন্ডিতে বসবাস করছেন। বড় ছেলে ফরিদ আহমদ বাজওয়া অষ্ট্রেলিয়াতে শিক্ষারত আছেন। দুই জময ছেলে খলীল আহমদ ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এ উচ্চ শিক্ষা লাভ করছেন।

গুজরাঁওয়ালার ঢনেকের অধিবাসী **শহীদ ডাঃ নযীর আহমদ সাহেব**। শাহাদতের তারিখ ২৬ ও ২৭ অক্টোবর, ১৯৯৭ সন মধ্যরাত্রি (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মোকাররম ডাঃ নযীর আহমদ সাহেব রাজোরী ভারত অধ্যুষিত কাশ্মীরের ওদান্তিতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সনে হিজরত করে পিতা-মাতার সাথে ওয়া কান্টে চলে আসেন। প্রারম্ভিক শিক্ষা প্রথমে ওয়া কান্টে তারপর ওযীরাবাদে লাভ করেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর হাতে বিশেষ শেফা (আরোগ্য) রেখে ছিলেন। সমস্ত এলাকা তাঁর মানব সেবা, সহানুভূতি এবং চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে পরিচিত ছিল। অল্প শিক্ষিত ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য আসত। সৃষ্টির সেবা ছাড়াও তিনি জামাতের বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি তাঁর ক্লিনিক সংলগ্ন জায়গা জামাতকে মসজিদের জন্য দিয়ে রেখে ছিলেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ১৯৯৭ সনের ২৬ ও ২৭, অক্টোবরের মধ্যবর্তী রাত্রে মোকাররম ডাক্তার সাহেবকে ঘর থেকে অপহরণ করা হয়। অতঃপর অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে গ্রামের পার্শ্বে বর্ষায় প্রবাহমান প্রসিদ্ধ খাল-বিল অথবা পালাট্‌ঠুতে ফেলে দেয়া হয়। জামান শাহ্ নামক অপরাধীর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে পুলিশ এলাকার তিনজন গণ্যমান্য ব্যক্তির সাহায্যে লাশ খুঁজে পান। উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা স্ত্রী মোহতরমা নাসিমা বেগম ছাড়াও মেয়ে এবং ৪ ছেলে স্মৃতিস্বরূপ রেখে গেছেন। মেয়েদের মধ্যে ১ জন মোকাররমা আমাতুন নাসীর সাহেবা মোকাররম কামাল উদ্দিন সাহেব কর্ণী নাযারতে তালীম, রাবওয়া এর স্ত্রী। ২য় আমাতুল হাফীয সাহেবা চুবেন্ডার অধিবাসী তারেক মাহমুদ সাহেবের স্ত্রী, ৩ আমাতুল মাহমুদ সাহেবা সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছেন। আর বড় বোন আমাতুন নাসীর সাহেবার সঙ্গে রাবওয়াতে অবস্থান করছেন। ছেলেদের মধ্যে মোকররম নাসীর আহমদ সাহেব ওযীরাবাদে বাস করেন আর পিতার ক্লিনিক চালাচ্ছেন। মোকাররম হাফীয আহমদ সাহেব করাচীতে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার। আর মোকাররম মাহ্‌মুদ আহমদ সাহেব আমেরিকাতে বসবাস করছেন।

শিকারপুরের **শহীদ মোযাফ্‌ফর আহমদ শরমা সাহেব**। শাহাদতের তারিখ ১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং সন। শিকারপুর, যেকোবাবাদ, সাখখার এবং ঘোট্‌কী এর জেলাসমূহের আমীর মোকাররম আব্দুর রশীদ শরমা সাহেবের পুত্র ছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, ধর্মের জন্য আত্ম-সম্ভ্রম বোধ-সম্পন্ন এবং ত্যাগী আহমদী ছিলেন। দাওয়াত

ইলাল্লাহ্‌র জন্য অনেক উদ্দীপনা ছিল। পেশায় উকিল ছিলেন কিন্তু কার্যতঃ ওকালতি করেন নি বরং নিজের পিতার ব্যবসায় সাহায্য করতেন। শাহাদতের সময় জেলা সেক্রেটারী উমুরে আমা এবং কাযীর দায়িত্বে ছিলেন। এর পূর্বে তিনি খোদ্দামুল আহমদীয়ার জেলা কায়েদ ছিলেন। শিকারপুর প্রেস ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী এবং বার এসোসিয়েশনের সদস্য ছিলেন। নিজের ব্যক্তিত্বের এবং সৃষ্টির সেবার আকাঙ্ক্ষার কারণে তিনি জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সিন্ধু প্রদেশে জন্মগ্রহণের কারণে সিন্ধু ভাষায় দক্ষতা ছিল। শিকারপুরে তারা একমাত্র আহমদী পরিবার ছিল। এই পরিবার জামাতের কারণে সৃষ্ট বিরোধিতাসমূহ পূর্ণ ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করে। এক নিষ্ঠুর আক্রমণে তাদের কারখানা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। (তাদের নামে) ভীতি প্রদর্শনপূর্বক পত্র লেখা সত্ত্বেও তাঁদের ধৈর্যে কোন বিচ্যুতি ঘটে নি। পত্রিকাসমূহে তাদের সম্পর্কে অত্যন্ত জঘন্য বিবৃতি প্রকাশিত হতে থাকে। বিবৃতিতে বিবৃতি দানকারীদের নাম ও উল্লেখ থাকতো। তারা প্রশাসনের কাছে বারংবার দাবী উত্থাপন করত যে, আহমদীরা কেন্দ্র থেকে পুরুষ এবং মহিলা ডেকে এনে মুসলমানদের পথভ্রষ্ট করছে। এজন্য তাদেরকে সত্বর এখান থেকে উচ্ছেদ করা হোক। যদি এমন না করা হয় তাহলে আমরা নিজেরা এ কাজ সম্পাদন করব। সরকার বিরুদ্ধবাদীদের এই হুমকি সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও কখনোও কোন পদক্ষেপ নেয় নি।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ১৯৯৭ সনের ১২, ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭.৪৫ মিঃ তিনি তাঁর ভাবী শহীদ মোবারক আহমদ সাহেবের বিধবা স্ত্রী মোহতরমা গাযালা বেগম সাহেবা এবং তার মেয়েদের গাড়ীতে উঠিয়ে দিতে রেলওয়ে ষ্টেশনে যাচ্ছিলেন। ভাবি এবং বাচ্চারা টমটমে আরোহী ছিলেন, আর তিনি টমটমের পিছনে মোটর সাইকেলে করে আসছিলেন। সিভিল হাসপাতালের কাছে পৌছতেই পিছন থেকে অকস্মাৎ একজন মোটর সাইকেল আরোহী তাঁর উপর গুলি চালায়। তিনি গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ভাবী টম টম থেকে নেমে তাঁকে উঠান, তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। তাৎক্ষণাৎ তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। আর কোন প্রচেষ্টা কোন কাজে আসে নি। তিনি তাঁর আত্মা মালিককে সমর্পণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ৪২ বৎসর ছিল। উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা স্ত্রী মোকার্‌রমা ফওযিয়া বেগম সাহেবা ছাড়া ২ মেয়ে এবং ১ ছেয়ে স্মৃতিস্বরূপ রেখে গেছেন। তিন সন্তান গাযালা নুসরৎ, রেহানা আহমদ এবং ইজ্জত আহমদ ৯ থেকে ১৩ বৎসর বয়স্ক, শিক্ষারত অবস্থায় মায়ের সাথে সুইডেনে বসবাস করছেন।

শহীদ মিয়া মোহাম্মদ আকবর ইকবাল সাহেবের শাহাদত। শাহাদতের তারিখ ১৯৯৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের ১৪ ও ১৫ তারিখের মধ্যবর্তী রাত। তিনি লাহোরের মিয়া পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত। তিনি হযরত মিয়া তাজুদ্দিন সাহেবের নাতী। তিনি লাহোরের নিষ্ঠাবান, নেক এবং দোয়াকারী বুযর্গ ছিলেন। তিনি মিয়া মিরাজ উদ্দীন সাহেব এবং মিয়া সিরাজ উদ্দীন সাহেবের ছোট ভাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) লাহোরে অবস্থানের সময় কখনো কখনো তাদের বাড়ীতে অবস্থান করতেন। তাদের বাড়ীর নাম ছিল 'মোবারক মঞ্জিল' দিল্লী দরজা লাহোর। মিয়া মোহাম্মদ আকবর ইকবাল ১৯২৫ সনের, ১৫ জানুয়ারী মিয়া কামাল উদ্দীন সাহেবের ঘরে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৫ সনে জিন্দেগী ওয়াক্‌ফ করেন। ১৯৪৬ সনে কুন্ডির 'জিনঙ্গি এন্ড প্রসেসিঙ্গ' ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে পাঠানো হয়। সেখানে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৯৩ সনে তাঁকে উগান্ডার জিনজা (Jinja) শহরে জামাতের একটি ফ্যাক্টরীতে কাজ করার জন্য পাঠানো হয়। সেখানে তিনি শাহাদতের পূর্ব পর্যন্ত সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এত ধৈর্যশীল এবং শ্রমিকদের সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করতেন যে, তাতে অন্য ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা চাইত যে, যেভাবে তাদের ফ্যাক্টরীতে ধর্মঘট হয় সেভাবে এই ফ্যাক্টরীতেও ধর্মঘট হোক। কিন্তু শ্রমিকরা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করে। কেননা, শ্রমিকদের উপর তাঁর নেক প্রভাব ছিল। ১৯৯৮ সনের ৮ ফেব্রুয়ারী তাঁকে শহীদ করা হয়।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ১৯৯৮ সনের ৮ ফেব্রুয়ারী রাতে খুনী মুখোশ পরে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে। তাঁকে আক্রমণ করে এবং লোহা জাতীয় কিছু দ্বারা তাঁর মাথায় আঘাত করে যার ফলে তিনি মারাত্মক আহত হন। পার্শ্বে অবস্থানকারী এক বন্ধু নাসির আহমদ সাহেব ফজরের সময় যখন তাঁকে জাগাতে আসেন তখন দেখেন যে, তিনি মারাত্মক আহত অবস্থায় মেঝেতে পড়ে আছেন। তিনি জামাত এবং পুলিশকে এ সংবাদ পৌছান। আইনের আনুষ্ঠানিকতা সেরে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। কিন্তু অতিরিক্ত রক্ত ক্ষরণের কারণে তিনি একটানা সংগাহীন ছিলেন। সর্বপ্রকার চিকিৎসা সত্ত্বেও সুস্থ হন নি। পরিশেষে ১৪ ও ১৫ তারিখের মধ্যবর্তী রাতে নিজ প্রভুর সান্নিধ্যে উপস্থিত হন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। শহীদ মরহুমের কফিন রাবওয়ায় আনা হয় এবং বেহেশতী মকবেরায় দাফন করা হয়। উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা স্ত্রী মোকার্‌রমা মমতাজ সাহেবা ছাড়া ৪ ছেলে ও ২ মেয়ে স্মৃতিস্বরূপ রেখে গেছেন। মোকার্‌রম মোহাম্মদ এরশাদ ইকবাল সাহেব করাচীর আযিযাবাদে আনসারুল্লাহ্‌র যযীমের দায়িত্বে আছেন। তিনি বিবাহিত এবং সন্তানসম্পন্ন। লাহোর ক্যান্টের মোকার্‌রম মির্যা নাসির মাহমুদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলা, বিবাহিত ও সন্তানসম্পন্ন। মোকার্‌রম ইকবাল মাহমুদ সাহেব সিন্ধুতে সরকারী টেকনিক্যাল ইন্‌সটিটিউশনে চাকুরী করছেন। এবং মাড়িপুর মজলিসে নাযেমে আতফাল। মোযাফ্‌ফর মাহমুদ সাহেব লাহোরে ব্যক্তিগত ব্যবসায় করেন। আর স্থানীয় মজলিসের নাযেম উমুমীর দায়িত্বে রয়েছেন। মোকার্‌রমা ফাখতা বেগম সাহেবা রাওয়াল পিন্ডির অধিবাসী মোকাররম খলীলুর রহমান সাহেবের স্ত্রী। মোকাররমা ইফতেখার বেগম সাহেবা করাচীর আযিযাবাদে বসবাসরত ভাইয়ের সাথে আছেন এবং স্থানীয় লাজনার সেক্রেটারী। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে শহীদের সমস্ত সন্তান-সন্ততি দীন এবং দুনিয়া উভয়েরই প্রথম সারিতে রয়েছেন। আর খোদাতাআলার অগণিত নেয়ামতের সাক্ষী।

কেনিয়ার **শহীদ স্নেহের মুহাম্মদ জরীউল্লাহ্ মোযাফ্‌ফর**। শাহাদতের তারিখ ১৯৯৮ সনের ২১ মে। স্নেহের জরীউল্লাহ্ ১৯৯৪ সনের ১৮ মে মোকার্‌রম মোযাফ্‌ফর আহমদ দৌরানী সাহেব আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ তানজানিয়ার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। স্নেহভাজন শহীদের পিতা কেনিয়ায় অবস্থানকালীন সময়ে একটি পাহাড়ে নিজের মেয়ের 'আমীনের' প্রোগ্রাম হাতে নেন। কাছেই বর্ষা প্লাবিত একটি খাল ছিল। বাচ্চারা সেখানে খেলায় ব্যস্ত ছিল। পা পিছলে যাওয়ায় স্নেহের মুহাম্মদ জরিউল্লাহ্ পড়ে যান। প্রবল স্রোতে ভেসে যাওয়ায় দৃষ্টির বাইরে চলে যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। একজন ওয়াক্‌ফে জিন্দেগীর ছেলে ওয়াকফরত অবস্থায় মাতৃভূমি থেকে দূরে পানিতে ডুবে মারা যান। এমনিতেই আঁ হযরত (সঃ) পানিতে ডুবে মারা যাওয়াকে শহীদ আখ্যা দিয়েছেন। সেহেতু এ শাহাদতের মর্তবা

দ্বিগুণ ছিল। এক সপ্তাহ খোঁজার পর অষ্টম দিনে তাঁর লাশ পাওয়া যায়। ১৯৯৮ সনের ২৯ জুন কেনিয়ার আহমদীয়া মসজিদ কাসুনিয়াতে নামাযে জানাযা আদায় করার পর আহমদীয়া কবরস্থান নাইরোবীতে দাফন সম্পন্ন করা হয়।

ওয়া কেন্টের **শহীদ মোহাম্মদ আইয়ুব আযম সাহেব**। শাহাদতের তারিখ ১৯৯৮ সনের ৭ জুলাই। তিনি মোহতরম মরহুম শেখ নিয়াজ উদ্দিন সাহেব আর মোহতরমা রশিদা বেগম সাহেবার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নানা হযরত শেখ ওমর উদ্দীন সাহেব (রাঃ) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। পিতা পরবর্তীতে দ্বিতীয় খেলাফতের সময় আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। শহীদের বিবাহ রাওয়ালপিন্ডির মরহুম এডঃ মোহতরম মোহাম্মদ আফযাল মিনহাজ সাহেবের মেয়ে মোহতরমা বুশরা মিনহাজ সাহেবার সাথে সম্পন্ন হয়। শহীদ একজন নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। বি, এস, সি পাশ করার পর ওয়া কেন্টের সমরাস্ত্র কারখানায় চার্জম্যান হিসেবে চাকুরী নেন। পদোন্নতি লাভ করে ষ্টোর ম্যানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। অতঃপর এসিষ্ট্যান্ট ওয়াচ ম্যানেজার নির্বাচিত হন। তারপর অজ্ঞাত কারণে ১৯৯১ সনে তাঁকে অবসর দেয়া হয়। অজ্ঞাত কারণের অর্থ হচ্ছে জামাতের ইস্যু; কিন্তু সরকারী রেকর্ড অনুযায়ী কারণ অজ্ঞাত। এরপর তিনি চাকুরীর উদ্দেশ্যে সৌদি আরব চলে যান। ১৯৯৫ সনে ফিরে এসে শাহাদতের পূর্ব পর্যন্ত ওয়া কেন্টেই ছিলেন।

শাহাদতের ঘটনা ঃ ১৯৯৮ সনের ৭ জুলাই রাত প্রায় ৮.৩০ মিঃ তিনি ঘর থেকে বের হন। আর মহল্লার কাছেই একটি দোকানে যান। সেখান থেকে ঘরে ফেরার পথে অকস্মাৎ খুনি অন্ধকার থেকে সামনে এসে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করে। আর এ-ও জিজ্ঞাসা করে যে, আপনি কি আহমদী ? অতঃপর বলে, আপনি কি নাজির আহমদ নামে কাউকে চিনেন। শহীদ উল্লেখিত ব্যক্তিকে না চেনার কথা জানান। এর পর খুনীদের মধ্যে একজন তাকে দু'টি গুলি করে পালিয়ে যায়। যেহেতু তাঁর ঘর নিকটেই ছিল এজন্য আহত হওয়া অবস্থায় ঘরের লোকদেরকে ডাকেন। শহীদের আওয়াজ শুনে ঘরের লোকেরা বেরিয়ে আসেন। আর রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু রাস্তায় তিনি মৃত্যু বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। মরহুম শহীদ উত্তরসূরীদের মধ্যে ১ ছেলে এবং ৩ মেয়ে রেখে গেছেন।

বেহাড়ীর **শহীদ মোকাররম মালেক নাসির আহমদ সাহেব**। শাহাদতের তারিখ ৪ আগষ্ট, ১৯৯৮ সন। তাঁর পিতা মোকাররম গোলাম আলী সাহেব ১৯৯১ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল এর হাতে বয়াত হয়ে আহমদীয়া সিলসিলাভুক্ত হন। মালেক নাসির আহমদ সাহেব ১৯১৩ সনে চক ফাইযুল্লাহ্তে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকুরীর মাধ্যমে কর্ম জীবন শুরু করেন। সাব ইন্সপেক্টরের পদ থেকে ১৯৬৭ সনে অবসর গ্রহণ করার পর বেহাড়ীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। জিন্জিঙ্গি ফ্যাক্টরীর মালিক হওয়ার সাথে সাথে ফিলিপ্স কোম্পানীর এজেন্সীও তাঁর হাতে ছিল। বেহাড়ীর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শান্তি প্রিয়, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং অতিথিপরায়ণ ছিলেন। তিনি বছরের পর বছর বেহাড়ীর সেক্রেটারী উমুরে আমা ছিলেন এবং কয়েকবার যয়ীমে আলা আনসারুল্লাহ্ ছিলেন। ১৯৯৮ সনের জুলাই মাসে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বে ছিলেন। নির্ভীক দাঈইলাল্লাহ্ ছিলেন। খেলাফতের সঙ্গে অত্যধিক ভালোবাসা ছিল। বাজামাত নামাযের পাবন্দ ছিলেন। এমনকি ৮৫ বৎসর বয়সেও প্রত্যেক নামায বাইতুয্ যিকরে আদায় করার আকাঙ্ক্ষা ছিল। ১৯৯৮ সনের ৪ঠা আগষ্ট বাইতুয্যিকরে ফযরের নামায আদায় করার জন্য অর্থাৎ এটি তাঁর এ বয়সে বা-জামাত নামায আদায়ে আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ। তিনি ভোর পৌণে ৪টায় গাড়িতে করে রওনা হন। তিনি গাড়ি থেকে কেবল নামছিলেন, আক্রমণকারী, যারা পূর্বে থেকেই ওঁত পেতে বসেছিল তার উপর গুলি করে। একটি গুলি তাঁর বুকে আঘাত হানে যার কারণে তিনি সেই জায়গায়ই শাহাদতের পেয়ালা পান করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। আক্রমণকারীরা তার গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। সেই সময় বাইতুয্যিকরে কোন নামাযী আসেন নি। যখন নামাযীরা আসলেন তখন তাঁরা তাকে বাইতুয্যিকরের নিকট শহীদ অবস্থায় পান। সে দিনই তাঁর লাশকে রাবওয়া নিয়ে যাওয়া হয়। জানাযার নামায আদায়ের পর সেখানে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। শহীদের উত্তরসূরীদের মধ্যে ২ ছেলে ৪ মেয়ে রয়েছে।

নওয়াব শাহ্, ভাগিও এর **শহীদ মাষ্টার নাযির আহমদ সাহেব**। শাহাদতের তারিখ ১৯৯৮ সনের ১০ অক্টোবর। তাঁর প্রমাতামহ মোকাররম হযরত অকদ রমযান সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর প্রবীন সাহাবীদের একজন ছিলেন। তিনি ১৮৯৮ সনে বয়াতের সৌভাগ্য লাভ করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে সিন্ধু পরিবারগুলোর মধ্যে তিনি প্রবীন সাহাবাদের সন্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মাষ্টার সাহেব নওয়াব শাহ্র নিকটতম একটি গ্রামে ২৪ বছর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। অত্যন্ত নেক, তাকওয়াশীল, তাহাজ্জুদ গোজার, স্বল্প-ভাষী, বুযর্গ ছিলেন। তিনি আহমদী এবং অ-আহমদী উভয়ের অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিছু কাল যাবৎ ২/৩ জন মৌলভী মাষ্টার সাহেবকে ভয় দেখাচ্ছিল যে, এখান থেকে চলে যাও তা না হলে আমরা তোমাকে ছাড়ব না। মৌলভীরা কখনো কখনো রাতের বেলা তার ঘরে পাথরও মারত। ১৯৯৮ সনের ১০ অক্টোবর ফজর নামায আদায়ের পর যখন তিনি ঘরেই ছিলেন তখন তার দরজায় বেল বেজে উঠে, যখনই তিনি ঘর থেকে বের হন তখন এক ব্যক্তি তাঁকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে। এতে তিনি দরজাতেই লুটিয়ে পড়েন আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে যান (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে বিধবা স্ত্রী ছাড়া ৪ ছেলে এবং ৩ মেয়ে রেখে গেছেন। বড় ছেলে গোলাম হায়দার ভাগিও ন্যাশনাল হাইওয়ে অথারিটির উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। ২য় ছেলে হামিদ আহমদ ভাগিও করাচীর সিন্ধু প্রাদেশিক সচিবালয়ে চাকুরি করছেন। ৩য় ছেলে সেলিম আহমদ ভাগিও লিয়াকত মেডিকেল কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্র। ৪র্থ ছেলে খালেদ আহমদ ওদিও সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ে কমার্সে শিক্ষারত। মেয়েদের মধ্যে বড় মেয়ে বিবাহিত আর অন্য ২জন অবিবাহিত।

এখন যেহেতু সময় শেষ হয়ে গিয়েছে এ জন্য কয়েকজন শহীদের বর্ণনা অবশিষ্ট আছে তা ইন্শাআল্লাহ্তাআলা আগামী খুতবায় বর্ণনা করা হবে। অতঃপর সেই খুতবাতেই জলসা সম্পর্কে হেদায়াত দিয়ে দেয়া হবে। [হুযূর (আইঃ) প্রাইভেট সেক্রেটারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন]

হতে পারে এ সময়ের মধ্যে আরো শহীদের বর্ণনা পাওয়া যাবে। যদি পাওয়া যা তবে খুতবাতে শামিল করে নিবেন নতুবা এ বর্ণনাগুলো ছাড়া অন্যগুলো আহমদীয়তের ইতিহাসে প্রকাশ হতে থাকবে ইন্শাআল্লাহ্)।

অনুবাদ - **মাওলানা বশীরুর রহমান, সদর মুরব্বী**

ধর্মমতের উপর আঘাত হানবে এবং একে অপরকে ধ্বংস করতে চাইবে, তখন আকাশ ও পৃথিবীর খোদা এই ঝড়-ঝঞ্ঝার যুগে পার্থিব উপকরণ ছাড়াই নিজ হাতে একটি নতুন জামাত সৃষ্টি করবেন এবং এতে এমন সব লোকদের সমবেত করবেন যারা যোগ্যতা এবং আত্মিক সামঞ্জস্য রাখেন। তখন তারা ধর্মের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করবেন। তাদের মাঝে জীবন এবং প্রকৃত পুণ্যের রূহ ফুৎকার করা হবে, খোদাতাআলার মা'রেফতের পাণীয় তাদেরকে পান করানো হবে। আর জগতের কার্যক্রম সমাপ্ত হতেই পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তেরশ' বছর পূর্বে কুরআন শরীফ পরিবেশিত এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ না করে। খোদাতাআলা বিভিন্ন জাতিকে একই ধর্মে একত্রিত করার এই 'শেষ যুগ' সম্বন্ধে কেবল একটি নিদর্শন বর্ণনা করেন নি বরং কুরআন শরীফে আরও কয়েকটি নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে। এদের একটি হলো সেই যুগে নদী থেকে অনেক খাল কাটা হবে। আরেকটি হলো, ভূপৃষ্ঠের আড়ালে লুক্কায়িত নানা প্রকারের খনি অর্থাৎ অনেক খনিজ সম্পদ আবিষ্কৃত হবে এবং নানা প্রকার পার্থিব জ্ঞান উদ্ভাসিত হবে। অপর একটি নিদর্শন হলো এমন সব উপায়-উপকরণ সৃষ্টি হবে যেগুলোর মাধ্যমে ব্যাপক হারে বই-পুস্তক প্রকাশিত হবে। এখানে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরেকটি হলো সেই যুগে এমন একটি বাহন আবিষ্কৃত হবে যা উটকে পরিত্যক্ত করে দিবে এবং এর মাধ্যমে পরস্পর সাক্ষাতের পথ সহজ হয়ে যাবে। অপর একটি নিদর্শন হলো পৃথিবীতে পারস্পরিক যোগাযোগ সহজ হয়ে যাবে এবং মানুষ একে অপরকে সহজেই সংবাদ প্রেরণ করতে পারবে। আরেকটি নিদর্শন হলো সেই সময়ে আকাশে একই (রমযান) মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হবে। অপর একটি নিদর্শন হলো এরপর দেশে প্রচন্ড প্লেগের মহামারী বিস্তার লাভ করবে। এত প্রচন্ড প্লেগের মহামারী বিস্তার লাভ করবে যে, কোন শহর বা গ্রাম প্লেগের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে না, পৃথিবীতে অনেক মৃত্যু সংঘটিত হবে আর পৃথিবী নির্জন হয়ে যাবে। কিছু কিছু জনপদ একেবারেই ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের নাম গন্ধও থাকবে না। কতিপয় লোকালয়কে কিছুটা আযাব প্রদান করে পুনরায় রক্ষা করা হবে। এই দিনগুলো হবে খোদার ভয়াবহ ক্রোধের দিন। কেননা, মানুষ খোদাতাআলার প্রেরিত পুরুষের জন্য এযুগে প্রদর্শিত নিদর্শনাবলীকে গ্রহণ করে এবং তারা মানুষের সংশোধনকল্পে প্রেরিত খোদার নবীকে অস্বীকার করেছে আর তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করেছে। উল্লেখিত লক্ষণাবলী এ যুগে প্রকাশিত হয়েছে বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য। বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ। আল্লাহ্তাআলা আমাকে এমন যুগে আবির্ভূত করেছেন যখন কুরআন শরীফে লিখিত সমস্ত লক্ষণ আমার আগমনে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিশ্রুত মসীহ্র যুগ সংক্রান্ত এইসব লক্ষণ যদিও হাদীস শরীফেও বিদ্যমান কিন্তু এস্থলে আমি কেবল কুরআন শরীফ থেকেই উপস্থাপন করেছি। কুরআন শরীফ প্রতিশ্রুত মসীহের যুগের আরেকটি লক্ষণ বর্ণনা করেছে। একস্থলে কুরআন বলে, ইন্না ইয়াওমান ইন্দা রব্বিকা কাআলাফি সানাতিম্মিম্মা তাউদ্দুন (সূরা হাজ্জ ঃ ৪৮) অর্থাৎ-আল্লাহ্র একদিন তোমাদের এক হাজার বছরের মত যেহেতু দিন ৭টি তাই এই আয়াতে পৃথিবীর আয়ু ৭ হাজার বছর ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এই আয় সেই আদমের যুগ থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে আমরা যার বংশধর। আল্লাহ্র পবিত্র বাণী থেকে জানা যায় যে, এর পূর্বেও দুনিয়া বিদ্যমান ছিল। তারা কারা ছিল, কেমন মানুষ ছিল একথা আমরা বলতে পারি না। হাজার বছরে পৃথিবীর একটি চক্র পূর্ণ হয় বলে প্রতীয়মান। এ কারণেই এবং এই বিষয়ে প্রমাণ সাব্যস্ত করার জন্য পৃথিবীতে ৭টি দিন ধার্য করা হয়েছে যেন প্রতিটি দিন এক হাজার বছরে প্রতীক হিসেবে সাব্যস্ত হয়। পৃথিবীতে এ ধরনের কতগুলো চক্র অতিবাহিত হয়েছে আর কত জন "আদম" নিজ নিজ যুগে আবির্ভূত হয়েছেন আমরা তা জানি না। যেহেতু খোদা আদি স্রষ্টা তাই আমরা স্বীকার করি এবং বিশ্বাস রাখি যে, অনন্তকাল থেকে পৃথিবীর অস্তিত্ব রয়েছে কিন্তু প্রত্যেক সৃষ্টি নিজ নিজ সত্তায় আদিম নয়। বড়ই পরিতাপের বিষয় খৃষ্টানরা বিশ্বাস করে খোদা কেবল ছয় হাজার বছর আগে জগৎ সৃষ্টি করছেন, আকাশ এবং পৃথিবী বানিয়েছেন। এর পূর্বে খোদা চিরকাল নিষ্কর্মা, বেকার স্থায়ীভাবে কর্মহীন ছিলেন। এটা এমন এক বিশ্বাস যাকে কোন বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু কুরআন শরীফের শিক্ষানুযায়ী আমাদের বিশ্বাস হলো আদি থেকেই খোদা স্রষ্টা। তিনি চাইলে কোটি কোটি বার আকাশ ও পৃথিবীকে ধ্বংস করে পুনরায় বানাতে পারেন এবং তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, আদম পূর্ববর্তী সকল সভ্যতার পর আগমন করেন যিনি আমাদের সবার আদি পিতা। পৃথিবীতে তাঁর আগমনের যুগ থেকে বর্তমান মানব সভ্যতা সূচিত হয়েছে। আর এই সভ্যতার পূর্ণ আয়ু-চক্র ৭ হাজার পর্যন্ত প্রসারিত। এই ৭ হাজার বছর আল্লাহ্র কাছে মানুষের ৭ দিনের মত। স্মরণ রাখতে হবে যে, ঐশী নিয়ম প্রত্যেক সভ্যতার জন্য ৭ হাজার বছরের চক্র ধার্য করেছে। এই চক্রের প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে মানুষের মাঝে ৭ দিন ধার্য করা হয়েছে। মোদ্দাকথা হলো আদম সন্তানদের সভ্যতার আয়ু ৭ হাজার বছর ধার্যকৃত রয়েছে। আর নির্ধারিত এই সময়ের মধ্য থেকে আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-এর যুগে প্রায় পাঁচ হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছিল। অন্য কথায় বলা যেতে পারে খোদার দিনগুলোর মধ্য থেকে [তাঁর (সঃ) যুগ পর্যন্ত] প্রায় ৫ দিন অতিবাহিত হয়েছিল। সূরাতুল আসর এ অর্থাৎ এর বর্ণমালায় আবজাদের গণনানুযায়ী কুরআন শরীফে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহানবী (সঃ)-এর যুগে যখন উক্ত সূরা অবতীর্ণ হয় তখন আদমের যুগ থেকে তত সময় অতিবাহিত হয়েছিল যা উল্লেখিত সূরার আবাজাদের সংখ্যা দ্বারা প্রতীয়মান হয়। এই হিসাব অনুযায়ী মানবজাতির আয়ুর মধ্যে এখন এ যুগে ছয় হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং এক হাজার বছর অবশিষ্ট আছে। কুরআন শরীফেই নয় বরং তার পূর্বে অবতীর্ণ বেশীর ভাগ গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, সেই সর্বশেষ প্রেরিত পুরুষ যে আদমের রূপে আবির্ভূত হবে আর তাঁকে মসীহ্ নামে সম্বোধন করা হবে। তাঁর জন্য "ষষ্ঠ হাজার"-এর শেষাংশে জন্ম নেয়া আবশ্যক যেমন আদম ষষ্ঠ দিনের শেষাংশে জন্ম নিয়েছিলেন। এই সমস্ত নিদর্শন চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য যথেষ্ট। কুরআন শরীফ এবং অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের আলোকে উক্ত ৭ হাজার বছরের বন্টন হলো ঃ "প্রথম সহস্র" পুণ্য ও হেদায়াত বিস্তার লাভের যুগ আর দ্বিতীয় সহস্র শয়তানের আধিপত্যের যুগ। অতঃপর তৃতীয় সহস্র নেকী ও হেদায়াত প্রসারের। পুনরায় চতুর্থ সহস্র শয়তানের আধিপত্যের এরপর পঞ্চম সহস্র পুণ্য এবং হেদায়াত বিস্তৃতি লাভের [এটাই সেই সহস্র যার মধ্যে আমাদের নেতা ও অভিভাবক - সর্বোৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থল হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পৃথিবীর সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হন এবং শয়তানকে বন্দী করা হয়] এবং পুনরায় ষষ্ঠ সহস্র শয়তানের মুক্তি এবং আধিপত্যের যুগ যা তিন (হাজার) শতাব্দির পর থেকে আরম্ভ হয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে এসে শেষ হয়। এরপর ৭ম সহস্র যা খোদা এবং তাঁর মসীহ্র জন্য নির্ধারিত। এটা সব ধরনের কল্যাণ, প্রাচুর্য, ঈমান, শান্তি, তাকওয়া, তওহীদ, খোদা-ভক্তি এবং সব ধরনের পুণ্য ও হেদায়াতের যুগ। বর্তমানে আমাদের অবস্থান সহস্রের শিরোভাগে। এরপর দ্বিতীয় কোন মসীহের আগমনের সুযোগ নেই। কেননা, যুগ ৭টি পাপ আর পুণ্যে বিভক্ত আর সব নবী যুগের এই বিভক্তির উল্লেখ করেছেন কেউবা রূপকভাবে আর কেউবা বিস্তারিতভাবে। আর এই বিবরণ কুরআন শরীফে বিদ্যমান, যদ্বারা কুরআন শরীফ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় এবং এটা অদ্ভুত ব্যাপার যে, সমস্ত গ্রন্থে কোন না কোনভাবে মসীহের যুগের সংবাদ দিয়েছেন এবং দাজ্জালের ফেতনা সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। পৃথিবীতে কোন ভবিষ্যদ্বাণী এই ভবিষ্যদ্বাণীর মত এমন গুরুত্ব ও ধারাবাহিকতার সাথে পাওয়া যায় না যেভাবে সব নবী শেষ মসীহ সম্বন্ধে করে গেছেন। তা সত্ত্বেও এযুগে এমন মানুষও আছে যারা এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতাকেও অস্বীকার করে। কেউ কেউ বলে, কুরআন শরীফ থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণ করে দেখাও। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তারা কুরআন শরীফকে নিয়ে যদি চিন্তা করত কিংবা এ বিষয়ে মনোযোগ সহকারে ভেবে দেখত তবে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হতো যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী কুরআন শরীফে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিদ্যমান (চলবে)।

(লেকচার লাহোর-এর বঙ্গানুবাদ)

অনুবাদ - **মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী**

মসজিদে বোমা

আহমদী কাঁদো, ধৈর্য ধরো আর দোয়া করো

খুলনা আহমদীয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে ৬ জনের শাহাদত বরণ এবং ২৫ জন আহত

৮ অক্টোবর '৯৯ইং রোজ শুক্রবার দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে খুলনা শহরের নিরালা আবাসিক এলাকাস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদে জুমুআর নামায চলাকালীন সময়ে এক শক্তিশালী বোমা হামলায় ৬ (ছয়) জন মুসল্লি শাহাদৎ বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন) এবং ইমাম সাহেবসহ ২০ জন মারাত্মকভাবে আহত হন। শাহাদৎ বরণকারীরা হলেন ঃ ১। নূরুদ্দীন (৩০), ২। জাহাঙ্গীর(২৭), ৩। ডাঃ আব্দুল মাজেদ (৪৫), ৪। সোবহান মোড়ল (৫৮) এবং ৫। জি, এম, মুহিবুল্লাহ্ (৩০)। আহতদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। [ফ্যাক্স করা কালে আরেকজনের মৃত্যু সংবাদ জানা গেল। তাঁর নাম আলী আকবর (৪০)]।

> বিশ্বে আহমদীয়তের উন্নতির যে সৌভাগ্য লাভ হচ্ছে তা খোদার পথে উৎসর্গকারী ব্যক্তিবর্গের রক্তের প্রতি ফোঁটার ফলশ্রুতি ঃ
> – হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, দীর্ঘদিন যাবৎ একদল উগ্র মৌলবাদী চক্র খুলনা শহরে অবস্থিত উক্ত আহমদীয়া মসজিদের উপর ইট পাটকেল ছোড়াসহ নানাভাবে হামলা চালিয়ে আসছিল এবং মসজিদে যাতায়াতকারী মুসল্লি-দেরকে নানাভাবে উত্যক্ত করে আসছিল। ১৯৯৪ সালে একবার উগ্র মৌলবাদী চক্র উক্ত মসজিদে এবং ১৯৯২ সালে ঢাকার বকশী বাজারস্থ আমাদের কেন্দ্রীয় মসজিদেও অকস্মাৎ হামলা চালায় এবং জান-মালের ব্যাপক ক্ষয় - ক্ষতি সাধন করে। আরও উল্লেখ্য যে, বিগত ২৪/০৯/৯৯ইং তারিখে পল্টন ময়দানে পাকিস্তান-ভিত্তিক তাহফ্ফুজে খতমে নবুওয়ত নামক একটি সংগঠনের সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা আহমদীয়া জামাতকে সম্বোধন করে বিভিন্ন হুমকী ও উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান করেন (২৫/০৯/৯৯ইং তারিখের ইনকিলাব, সংগ্রাম, ইত্তেফাক এবং বাংলার বাণী দ্রষ্টব্য)। এ বিষয়টি আমরা যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনয়ন করি। অতএব আজকের এই বোমা হামলাকে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা বলে আমরা মনে করি না বরং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

খুলনা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে শাহাদত বরণকারীদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

১। ডাঃ এম. এ. মাজেদ (৪৫) এম.বি.বি.এস (বয়াতকারী আহমদী) সেক্রেটারী তবলীগ, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা, যয়ীমে আলা, মজলিসে আনসারুল্লাহ্, খুলনা; পিতা-মেছের আলী, গ্রাম-মুন্সীগঞ্জ, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা, খুলনা শহরে ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করে সুনাম অর্জন করেছেন, বহু গরীবের বিনামূল্যে চিকিৎসা করতেন। তিনি স্ত্রী, ২ মেয়ে রেখে যান. বড় মেয়ে এম, এ, পড়ছে।

২। জি, এম, মুহিবুল্লাহ (৩০) (জন্মগত আহমদী) সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা; রিজিওনাল কায়েদ, খুলনা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া। পিতা-জি,এম, মতিউর রহমান, গ্রাম-যতীন্দ্র নগর, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা। তিনি স্ত্রী এবং এক মেয়ে (বয়স ৩ বছর) রেখে যান।

৩। জনাব নূরুদ্দীন,(৩০) (জন্মগত আহমদী) সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা, পিতা-সেকান্দর হায়াত, গ্রাম-ভেটখালী, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা। মাত্র ২ বছর হলো বিয়ে করেছেন। কোন সন্তানাদি হয় নি।

৪। জনাব সোবহান মোড়ল (৫৮) (বয়াতকারী আহমদী) পিতা-বাছের আলী মোড়ল, গ্রাম-যতীন্দ্র নগর, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা। তিনি স্ত্রী এবং ৬/৭ জন ছেলে মেয়ে রেখে গেছেন।

৫। জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন (২৭) (জন্মগত আহমদী) পিতা-আকবর আলী গাজী, গ্রাম-যতীন্দ্র নগর, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা। সে ডিগ্রীর ছাত্র ছিল।

৬। জনাব আলী আকবর (৪০) (বয়াতকারী আহমদী) গ্রাম- পাইকগাছা, থানা-কালীগঞ্জ, জেলা-সাতক্ষীরা। তিনি স্ত্রী এবং ২ ছেলে রেখে গেছেন।

সংগ্রহ ঃ মোহাম্মদ আবদুল জলিল
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত

ছবি ২য় প্রচ্ছদে দেখুন

আরো উল্লেখ্য যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন ঃ তেবাড়িয়া (নাটোর), কোলদিয়ার-মাঝদিয়ার (দৌলতপুর, কুষ্টিয়া), বকশীগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, দিগপাইত (জামালপুর), চড়াইখোলা, সৈয়দপুর (নীলফামারী), সোহাগী, ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ), গালিমগাজি (কিশোরগঞ্জ) সহ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় আহমদীয়া জামাতের উপর এহেন নির্যাতন এবং হুমকী অব্যাহত রয়েছে। এক সপ্তাহ পূর্বে জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ থানার মাঝপাড়ায় জনৈক আহমদীর বাড়ীতে ভাংচুর এবং লুটপাট সংগঠিত হয়। জেলা প্রশাসন থেকে হস্তক্ষেপের পর সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও থানা নির্বাহী অফিসার সরাসরি মৌলবাদীদের সহায়তা করছেন এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে উল্টো হুমকী প্রদান করছেন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি নিরীহ, অরাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ধর্মীয় সংগঠন। এ জামাত বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রিয় জামাত হিসাবে সুপরিচিত। এরূপ একটি শান্তি প্রিয় অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠনের উপর এহেন বর্বরোচিত হামলার সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি। সেই সাথে দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে এহেন ধর্মান্ধ উগ্র মৌলবাদী চক্রকে রুখে দাঁড়ানোর জন্য সরকার ও সচেতন দেশবাসীর প্রতি পুনরায় আহবান জানাচ্ছি (প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ৮-১০-৯৯)।

আহমদীয়া মসজিদে বোমা স্থাপন বিষয়ে মহল বিশেষের অপপ্রচার প্রসঙ্গে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বক্তব্য ঃ

খুলনাস্থ আহমদীয়া মসজিদের ভিতরে বিগত ০৮/১০/৯৯ইং তারিখ শুক্রবার জুময়ার নামাযের সময় বিস্ফোরিত বোমার ব্যাপারে কোন কোন পত্রিকায় বিভ্রান্তিকর কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এইসব

বিভ্রান্তিকর সংবাদের সংশোধন করে দেশবাসীর কাছে প্রকৃত তথ্য উপস্থাপন করা প্রয়োজন।

আহমদীয়া মসজিদে বোমা হামলা কোন আকস্মিক বিষয় নয়। অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে এহেন ঘটনা ঘটানো হয়েছে। তা আরও স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যখন দেখা যায় দুষ্কৃতকারীরা ৪ নং বকশী বাজার রোড আহমদীয়া মসজিদে ১০/১০/৯৯ইং রবিবার ফজরের নামাযের পর দু'টি ব্যাগে বোমা রেখে যায়। আল্লাহ্‌র অশেষ করুণায় বিস্ফোরণ ঘটে নি। লালবাগ থানার পুলিশ এসে যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গে এই বোমা বাইরে খোলা জায়গায় নিয়ে যান। পাকিস্তানে আহমদীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে গঠিত সংগঠন তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়তের শাখা বাংলাদেশেও তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা মানিক মিয়া এভিন্যুতে মহা সম্মেলন ডেকে বাংলাদেশে আহমদীদের 'আস্তানা' অর্থাৎ মসজিদ-মিশনকে ধ্বংস করার আহ্বান জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করেছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে তারা ও বিভিন্ন মৌলবাদী গোষ্ঠি প্রকাশ্য সভায় আহমদীয়া মসজিদগুলোকে জ্বালিয়ে দেয়ার, ধ্বংস করার অথবা দখল করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে। অতএব খুলনা আহমদীয়া মসজিদ অথবা ঢাকা আহমদীয়া মসজিদে বোমা হামলা বা বোমা স্থাপন সম্বন্ধে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। এটি অতি স্পষ্ট এবং পরিকল্পিত ব্যাপার। যারা আহমদীয়া মসজিদ ধ্বংস করার ঘোষণা দিয়েছে এবং যারা আহমদীদেরকে হত্যা করার জন্যে প্রকাশ্য হুমকী দিয়েছে তারাই এই অপকর্মের জন্য দায়ী। এরা স্বঘোষিত হামলাকারী। আইনের দৃষ্টিতে এরাই অপরাধী।

অতএব দেশবাসীর কাছে আমাদের আবেদন তারা যেন কোন প্রকার অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে স্বঘোষিত, চিহ্নিত মহলকে এ জন্যে দায়ী করেন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছেও আমরা ন্যায়-বিচার ও নিরাপত্তার দাবী জানাই।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি ঃ ১০-১০-৯৯)

৮ অক্টোবর, ১৯৯৯ইং খুলনা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে আহতদের তালিকা

১। মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী, ডান পা কেটে ফেলতে হয়েছে।

২। জনাব মোমতাজ গাজী, দুই পা ও দুই হাত প্রায়ই অকেজো হয়ে গেছে, একটি পা কেটে ফেলতে হয়েছে।

৩। জনাব ওমর ফারুক, শ্বাসনালী ছিদ্র হয়ে গেছে।

৪। জনাব শেখ আবদুল ওয়াদুদ, মোয়াল্লেম, দুই পা ও দুই হাত প্রায়ই অকেজো হয়ে গেছে।

৫। জনাব আবদুর রাজ্জাক, ডান চোখ এবং দুই পা ও দুই হাত প্রায়ই অকেজো হয়ে গেছে।

৬। জনাব আলী আকবর, ডান পা ও হাত আহত।

৭। হাফেয মনসুর আহমদ, মোয়াল্লেম, দুই পা মারাত্মকভাবে আহত।

৮। জনাব এনামুল হক রনী, মোয়াল্লেম, বাম পায়ের মাংস ছিঁড়ে গেছে।

৯। চঞ্চল, দুই পায়ের নলার হাঁড় ভেঙ্গে গেছে।

১০। জনাব মোহাম্মদ আলী মৃধা, ডান পায়ে আঘাত।

১১। জনাব আহসান জামিল, ডান হাতের কব্জিতে আঘাত।

১২। জনাব মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্‌, পায়ে, পিঠে, বুকে মারাত্মকভাবে আহত হন।

আরো ১৮/১৯ জন শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত প্রাপ্ত হন। এদের কাউকে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে, কাউকে আত্মীয়-স্বজন চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেছেন। এদের মধ্যে জনাব নওয়াজিস আছেন। প্রথমে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না।

৯/১০/৯৯ইং তারিখে ৭ জনকে জামাতের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ঢাকায় স্থানান্তরিত করে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংগ্রহ ঃ মোহাম্মদ আবদুল জলিল
ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবীয়ত

ছবি ৩য় প্রচ্ছদে দেখুন

খুলনা আহমদীয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ ও ঢাকার বকশী বাজারস্থ আহমদীয়া মসজিদে বোমা স্থাপনের বিষয়ে মহল বিশেষের অপপ্রচার প্রসঙ্গে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বক্তব্য ঃ

সম্মানিত সাংবাদিক ভাইয়েরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আজ এই অপরাহ্নে এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে আপনাদের সাথে মিলিত হয়েছি। খুলনায় আহমদীয়া মসজিদে বোমা হামলা ও ঢাকার আহমদীয়া মসজিদে বোমা প্রাপ্তিতে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে নানাভাবে লেখালেখি চলছে। আমরা আমাদের বক্তব্য উপস্থাপন করছি।

প্রথমেই আমরা আমাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই। আহমদীয়া মুসলিম জামাত আল্লাহ্‌ এবং রসূলের (সঃ) ধর্মে বিশ্বাসী। ইসলাম ধর্মের যতগুলো ভিত্তি ও শর্ত রয়েছে এর সবগুলো আমরা মানি ও পালন করার আপ্রাণ চেষ্টা করি। আমরা মহান আল্লাহ্‌ ও মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর শিক্ষানুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-কে যাচাই করে মেনেছি যার সম্বন্ধে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর মাধ্যমে ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হবে ও বিশ্বব্যাপী বিজয় লাভ করবে। মহানবী (সঃ)-এর শিক্ষানুযায়ী আমরা পৃথিবীর ১৬০টি দেশে ইসলাম প্রচারে রত। আমাদের জামাতের পরিচিতি বিষয়ে আমরা আপনাদেরকে পৃথক বুকলেটও দিচ্ছি।

খুলনায় নিরালা আবাসিক এলাকায় আমাদের একটি মসজিদ কমপ্লেক্স বিদ্যমান। দীর্ঘদিন যাবৎ এই মসজিদের উপর বিরোধীরা নানারূপ অত্যাচার ও আক্রমণ করে আসছিল। ১৯৯২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী এই একই মসজিদ সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয় (প্রকাশিত সংবাদ সংযুক্ত)। এরপর একাধারে বার বার আক্রমণ হয়েছে। প্রায় প্রতি শুক্রবারেই জুমুআর নামাযের সময়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হতো মসজিদে। আহমদীয়া জামাতের পক্ষ থেকে একাধিকবার এ প্রসঙ্গে স্থানীয় গল্লামারী থানায় জিডিও করা হয়েছে।

গত ৮ই অক্টোবর জুমুআর নামায আদায়কালে উক্ত মসজিদে এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। উক্ত বিস্ফোরণে সর্বজনাব ১। নুরুদ্দীন আহমদ (৩০) ২। জাহাঙ্গীর হোসেন (২৭) ৩। ডাঃ এম, এ, মাজেদ (৪৫)। ৪। জি, এম, মুহিবুল্লাহ্ (৩০) ৫। সোবহান মোড়ল (৫৮) এবং ৬। আলী আকবর (৪০) শাহাদাৎ বরণ করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)। উক্ত ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত কয়েকজন হলেন ঃ সর্বজনাব ১। মৌলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ২। শেখ আব্দুল ওয়াদুদ ৩। মোমতাজ উদ্দীন আহমদ ৪। এনামুল হক রনি ৫। উমর ফারুক ৬। আব্দুর রাজ্জাক ও ৭। সাইফুর রহমান চঞ্চল। দুর্ঘটনার বিবরণ আপনারা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইতোমধ্যে জানতে পেরেছেন।

উক্ত ঘটনায় বাংলাদেশের আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সকল সদস্য শোকে মুহ্যমান আর আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়ায় রত। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় আহতদের সুচিকিৎসার জন্য ঢাকায় আনতে না আনতেই ঢাকায় কেন্দ্রীয় আহমদীয়া জামে মসজিদে দু'টি শক্তিশালী বোমা পাওয়া যায়। গত রোববার ১০/১০/৯৯ইং তারিখ ভোরে ফজর নামায ও কুরআনের দরস শেষে খুলনার আহতদের রক্তদান এবং সার্বিক নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা কালে উপস্থিত সদস্যরা মসজিদের দু'টি পীলারের আড়ালে দু'টি ব্যাগ পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাগের মালিক খুঁজে না পাওয়াতে সকলের সন্দেহ হয় এবং তল্লাশী করলে ব্যাগ দু'টির ভেতর থেকে তাজা দু'টি বোমা আবিষ্কৃত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কমপ্লেক্সে কর্তব্যরত পুলিশকে জানানো হয়। পুলিশ তা নিজ দায়িত্বে নেন। পরবর্তীতে বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা তা নিরাপদ দুরত্বে নিয়ে যান।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী এই একই ধরনের বোমা অন্যান্য স্থানেও পাওয়া গেছে। সুতরাং সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট বিভাগই এ বিষয়ে সঠিক তথ্য ও বোমার উৎস উদ্‌ঘাটিত করতে পারবেন।

গভীর উদ্বেগের সাথে আমরা লক্ষ্য করছি, কোন কোন মহল এ বিষয়ে বিভ্রান্তিমূলক মন্তব্য পরিবেশন করছেন। নির্যাতিত একটি নিরীহ ধর্ম গোষ্ঠির এত বড় বিপদে কেবল ইনসাফ নয়, আমরা মানবিক সৌজন্যবোধও আশা করি। আহমদীয়া মুসলিম জামাত হঠাৎ করে গজিয়ে উঠা কোন প্রতিষ্ঠান নয়। ১১০ (একশ' দশ) বছর পূর্বে এই জামাত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সারা জগতে এর একটা পরিচয় আছে। আছে একটা ঐতিহ্য। আমরা নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা চর্চায় বিশ্বাসী। আমরা মহান স্রষ্টার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক গড়তে সচেষ্ট। সমাজে আহমদীরা নৈতিকতা ও সততার প্রতীক। ইসলামের স্বপক্ষে গোটা পৃথিবীতে একটি কার্যকর শক্তি এই আহমদীয়া মুসলিম জামাত। মানুষের মুখের ফুৎকারে এ ঐশী জামাত মিটে যাবার নয়। তবুও বাস্তবতার নিরিখে কিছু কথা বলতে হচ্ছে।

সম্মানিত সাংবাদিকবৃন্দ,

সমাগত সত্যকে গ্রহণকারী ঐশী জামাতের বিরোধিতা সবসময় হয়ে থাকে। আহমদীয়া জামাতের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। কেবল মাত্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিকট অতীতের কথা বলছি। ১৯৮৭ সালে উগ্র মৌলবাদী চক্র ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এলাকায় আমাদের পাঁচ / ছয়টি মসজিদ আক্রমণ করে ও জোরপূর্বক দখল করে (প্রকাশিত সংবাদ সংযুক্ত)। আজ পর্যন্ত এদের কাছ থেকে আমরা সেসব মসজিদ ফেরত পাই নি। ১৯৯২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী, ২৯ অক্টোবর ও ২৭ নভেম্বর যথাক্রমে খুলনা, ঢাকা ও রাজশাহীর আহমদীয়া মসজিদ আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হয়। ফলে আহমদীয়া মসজিদের ইমামসহ প্রায় ৩৫ জন আহত হন সেই বছর (কাগজ সংযুক্ত)। পরবর্তী বছরগুলোতেও বিভিন্ন সময়ে দেশের অনেক স্থানে আহমদীয়া জামাতের উপর আক্রমণ চলতে থাকে।

১৯৯৯ সালে এই বিরোধিতায় যুক্ত হয় এক নতুন মাত্রা। বছরের শুরুতেই প্রকাশ্য হুমকী ও আন্দোলনের পর ধ্বংস করা হয় কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানাধীন কোলদিয়ার গ্রামের আহমদীয়া মসজিদটি। মসজিদের হেফাযত করতে গিয়ে আহত হন বেশ কয়েকজন নিরীহ আহমদী। আজ প্রায় দশমাস হলো সেখানকার আহমদীরা নিজের মসজিদে বা-জামাত নামায আদায় করা থেকে বঞ্চিত। কেবল তা-ই নয় নিজেদের ভিটে-মাটিতে শান্তিপূর্ণভাবে তারা থাকতে পারছেন না (নথি সংযুক্ত)। একইভাবে একাধিকবার আক্রান্ত হয় আমাদের নাটোর সদরের তেবাড়িয়ার জামাত। গতকালও (১১/১০/৯৯ইং) সেখানে আমাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। চলতি বছরের সেপ্টেম্বরের ২৪ ও ২৬ তারিখে দু'টি আহমদীয়া বিরোধী সম্মেলন ও ঘেরাও অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উভয় আয়োজনে উগ্র মৌলবাদী চক্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মসজিদগুলোকে আগুন দিয়ে পোড়ানো কিংবা দখল করার প্রকাশ্য হুমকী দেয় (ইনকিলাব, সংগ্রাম ও অন্যান্য)। এর কয়েক দিনের মধ্যেই ঘটে গেল এতগুলো অঘটন। পর পর সাজানো এসব ঘটনা এক নজরে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় এগুলো একই ধারাবাহিকতার অংশ। তফাৎ কেবল এটুকু যে, আগে মারধর ও অগি সংযোগ পর্যন্ত বিষয়টি সীমাবদ্ধ ছিল, এখন এই মৌলবাদী চক্রটি হত্যাযজ্ঞের আয়োজন করতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না।

গভীর পরিতাপ ও উদ্বেগের সাথে আমরা খুলনার ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা লক্ষ্য করছি। অত্যাচারী গোষ্ঠির পরিবর্তে নির্যাতিত খুলনা জামাতের সদস্য জনাব মনসুর আহমদকে গ্রেফতার করা আমাদের মোটেও বোধগম্য নয়। দুষ্টের দমন না করে উল্টো শিষ্টের দমন নীতি কখনো কাম্য হতে পারে না। আমরা তাঁর আশু মুক্তি দাবী করি। সুতরাং আমরা পুনরায় জোর দিয়ে বলতে চাই যে, যারা বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রকাশ্যে আহমদীদের নির্মূল করার ও মসজিদ ধ্বংস করার হুমকী দিয়েছে, নিঃসন্দেহে তারাই এই ঘটনা-সমূহের জন্যে দায়ী।

আমরা সরকার প্রধান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহমর্মিতা ও নিরপেক্ষতাকে গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করছি। তিনি এই ঘৃণ্য অপকর্মের যে ভাষায় নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন আর যেভাবে নিরীহ জনগণের নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা আশা করি তাঁর এই অঙ্গীকার সকল স্তরে যথাযথভাবে পালিত ও বাস্তবায়িত হবে। সেই সাথে যেসব ব্যক্তি, সংগঠন ও প্রচার মাধ্যম এই নৃশংস হামলার নিন্দা করেছেন ও সমবেদনা জানিয়েছেন আমরা তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা ঘোষণা করছি, আমরা একটি অরাজনৈতিক ধর্মীয় গোষ্ঠি। আমরা সকল প্রকার সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের উর্ধ্বে। দয়া করে, নিরীহ ধর্মভীরু একটি গোষ্ঠিকে কেউ যেন নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার না করে। আমরা জীবন্ত আল্লাহ্‌র সত্তায় বিশ্বাসী। তিনি সর্বস্রষ্টা ও সর্বশক্তিমান। এই নৃশংস হত্যাকান্ড, এই হীন ষড়যন্ত্র কখনই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে নয়। দোষী ব্যক্তিরা কখনই মহান আল্লাহ্‌র কাছে তাদের দায়-দায়িত্ব এড়াতে পারবে না। দেশের সচেতন নাগরিক ও সংশ্লিষ্ট সবার কাছে এই বিষয়ে যথাযথ দৃষ্টি-দানের আবেদন জানাচ্ছি।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

তারিখ ঃ ১২/১০/৯৯ইং

বিঃ দ্রঃ প্রেস কনফারেন্সের প্রারম্ভে শহীদানের রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং আহতদের পূর্ণ ও শীঘ্র আরোগ্যের জন্যে দোয়া করা হয়। শহীদদের পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যে গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

বোমা বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা আহমদীয়া মসজিদের একাংশ

আহমদীয়া মসজিদে বোমা হামলায় জড়িত কারা ?

সম্প্রতি খুলনা এবং ঢাকায় আহমদীয়া মসজিদে কারা বোমা রেখেছিল এ নিয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় নানারূপ বক্তব্য আসছে। এ ব্যাপারে দলিল-প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আমরা কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করছি।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে নির্মূল করার জন্যে তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়ত নামে একটি সংগঠন পাকিস্তানে জন্ম লাভ করে। এদের কাজই হল আহমদীদের হত্যা করা, আহমদীয়া মসজিদ ধ্বংস করা, কমপক্ষে আহমদীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করা। এরা পাকিস্তানে বহু আহমদীকে হত্যা করেছে এবং আহমদীয়া মসজিদ ধ্বংস করেছে। দু'টি মসজিদ ধ্বংসের খবর দৈনিক সংবাদ ১১ বৈশাখ '৯১ বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংগঠনটির শাখা বাংলাদেশেও স্থাপিত হয়েছে। ওরা মহাসম্মেলন করে আহমদীদেরকে জবাই করার ঘোষণা দিয়েছে। মানিক মিয়া এভিনিউতে প্রথম মহাসম্মেলনের ঘোষণা আজকের কাগজ ২৫ ডিসেম্বর '৯৩ সংখ্যায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় সম্মেলনেও অনুরূপ জবাই করার ঘোষণা প্রকাশিত হয় (ভোরের কাগজ, ৩১ মার্চ '৯৪)।

এইসব মৌলবাদীদের প্ররোচনাতে ঢাকাস্থ আহমদীয়া মসজিদ কমপ্লেক্সে মাদ্রাসা ছাত্ররা হামলা চালিয়ে মুসল্লিদের মারাত্মক আহত করে এবং আগুন লাগিয়ে বহু কুরআন শরীফ সহ মূল্যবান পাঠাগারটি ধ্বংস করে দেয়। এই পাঠাগারে পঞ্চাশটি ভাষায় বিভিন্ন প্রকার গবেষণামূলক পুস্তকাদি ছিল (দৈনিক রূপালী, ৩০ অক্টোবর '৯২)।

সম্প্রতি ২৪ সেপ্টেম্বর '৯৯ পল্টন ময়দানে তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়ত ওয়ালারা সমমনাদেরকে নিয়ে এক সভা করে এবং ঘোষণা দেয় যে, বাংলাদেশে আহমদীরা তথা কাদিয়ানীদের কোন আস্তানা অর্থাৎ মসজিদ-মিশন থাকতে দেয়া হবে না (ইনকিলাব ২৫ সেপ্টেম্বর '৯৯ ও মানবজমিন ৯ অক্টোবর '৯৯ দ্রষ্টব্য)। এই ঘোষণার পরই ওদের অনুসারীরা বিগত ৮ অক্টোবর '৯৯ খুলনা আহমদীয়া মসজিদে বোমা ফাটিয়ে ৬টি উজ্জ্বল তাজা প্রাণ বিনষ্ট করে এবং বহু সংখ্যক মুসল্লিকে মারাত্মকভাবে আহত করে। এই বেদনাদায়ক ঘটনার নিন্দা আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীগণ করেছেন। কিন্তু কতিপয় পত্র-পত্রিকা এবং চিহ্নিত সংগঠন এই ঘটনাটিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ১০ অক্টোবর '৯৯ ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় আহমদীয়া মসজিদে দু'টি বোমা পাওয়া গিয়েছে। এই দু'টি বোমা বিস্ফোরিত হলে প্রাণ এবং সম্পদের হানি ঘটতো। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে যথা সময়ে বোমাগুলি চিহ্নিত করায় এক মহা বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে।

কারা এর সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পারে এবং উক্ত বিস্ফোরকের ভয়াবহতা সম্পর্কিত বিষয়ে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত তথ্যের অংশ বিশেষের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হতে পারে –

"গত শুক্রবার খুলনায় আহমদীয়া মসজিদে গ্রেনেড বিস্ফোরণে ৬ জন মুসল্লি মারা যাওয়ার পর ঐ দিনই ঢাকার মিরপুরে একটি মসজিদ থেকে উন্নতমানের গ্রেনেড উদ্ধার করা হয়। সেনা সদস্যরা গত শনিবার ঐ গ্রেনেডটির বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এদিকে ঢাকায় গতকাল রোববার বকশী বাজার আহমদীয়া জামাত বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয়

কার্যালয়ের মসজিদে দু'টি পৃথক ব্যাগে একই ধরনের গ্রেনেড পাওয়ায় গ্রেনেডগুলো একই চালানের এবং একই চক্র কাজটি করছে বলে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা নিশ্চিত হয়েছে। সূত্রের ধারণা, এই চক্রটি দক্ষিণাঞ্চলের কোনো একটি জেলা থেকে বিভিন্ন স্থানে বোমা সরবরাহ ও স্থাপনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করছে। ঢাকাসহ অন্তত ২০টি আহমদীয়া মসজিদকে তারা টার্গেট করেছে। তবে মিরপুরে যে মসজিদ থেকে গ্রেনেডটি উদ্ধার করা হয় সেটি আহমদীয়া মসজিদ না হলেও তার পাশেই আহমদীয়া মসজিদ রয়েছে। ভুলক্রমে এটি আহমদীয়া মসজিদে না রেখে অন্য মসজিদে রাখা হয়েছে বলে গোয়েন্দা সংস্থা সন্দেহ করছে। . . . . .

. . . . . খুলনার আহমদীয়া মসজিদে গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলেও ঢাকার দু'টি মসজিদে বিস্ফোরণ না ঘটার পেছনে দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া গেছে। সেনাবাহিনীর একজন বোমা বিশেষজ্ঞ বলেছেন, গ্রেনেডগুলো উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এবং তাজা এগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে যেভাবে ব্যবহৃত হয় মসজিদে পাওয়া গ্রেনেডগুলো সেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না। এসব গ্রেনেড বিশেষ পদ্ধতিতে ঘড়ির সঙ্গে সংযুক্ত করে টাইম বোমায় রূপান্তরিত করা হচ্ছে। পদ্ধতিগত ত্রুটি অথবা নির্ধারিত সময়ের আগে উদ্ধার করে পানির ভিতর রেখে দেওয়ার কারণে ঢাকার দুই মসজিদে গ্রেনেডগুলো বিস্ফোরিত হয় নি। তবে বোমাগুলো তাজা হলেও ইচ্ছাকৃতভাবে সুইচ বন্ধ করে রাখা ছিল বলে অপর একটি গোয়েন্দা সূত্র দাবী করেছে। সেনাবাহিনীর ঐ কর্মকর্তা বলেন, ঢাকার দু'টি মসজিদ থেকে উদ্ধার করা গ্রেনেডগুলো পুরোনো। এগুলো ষাট দশকের তৈরি বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এগুলো কোন্ দেশের এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও বাংলাদেশে যে তৈরি নয়, তা নিশ্চিত। ঐ কর্মকর্তা বলেন, এই গ্রেনেডগুলো বিস্ফোরণের ৫০ গজের মধ্যে যারা থাকবেন তাদের সকলেই মারা যেতে পারেন। প্রতিটি গ্রেনেডের ওজন আড়াই কেজি। . . . . .

এদিকে বেসরকারী গবেষণামূলক সংস্থা সেন্টার ফর স্ট্রাটেজিক এন্ড পিস স্টাডিজের মেজর জেনারেল (অবঃ) মোঃ ইব্রাহিম গতকাল বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, অন্যান্য দেশের সন্ত্রাসীদের সঙ্গে আমাদের দেশের সন্ত্রাসী মনোভাবাপন্নদের যোগসাজশ রয়েছে। তাদের মাধ্যমেই এই বোমাগুলো এদেশের সন্ত্রাসীরা পেয়েছে। তিনি বলেন, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও কখনো এগুলো ব্যবহার করে নি (দৈনিক ভোরের কাগজ ১১-১০-৯৯)।

কাজেই বড়ই পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, যারা ঘোষণা দিয়ে সভা-সমিতি করে, বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়ে আহমদীয়া মসজিদে হামলা করছে তাদেরকে দায়ী না করে দায়ী করার চেষ্টা চলছে নির্যাতিত আহমদীদেরকেই। খুলনা পুলিশ মনসুর আহমদ নামে এক আহমদী যুবককে গ্রেফতার করে চালান দিয়েছে। এই যুবকটির অপরাধ হলো মৌলবাদীদেরকে দায়ী করে বি,বি,সির সংবাদ দাতার কাছে বিবৃতি দিয়েছিলো। এই যুবকের পিতা এবং পিতামহও আহমদী জামাতের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। এই পরিবারের প্রতিটি সদস্য আহমদীয়া জামাতের নিবেদিত প্রাণ কর্মী। খুলনার পুলিশ সুপার আতউল গনি বাদশাহ্ বাংলাদেশ বেতারকে জানিয়েছেন, "কাদিয়ানীদের এই প্রতিষ্ঠানটি মেট্রোপলিটন এলাকার ভিতরে তাই এটা মেট্রোপলিটন পুলিশই দেখছেন। তবে আমি জেলার পুলিশ সুপার হিসাবে পরিদর্শন করেছি কিন্তু কাদিয়ানী বলতে যা বুঝা যায় সে ধরনের স্থাপনা এখানে নেই। যদি কোথাও তাদের স্থাপনা থাকে তা আমরা খুঁজে বের করবো"। তিনি বলেন, "আমি একবার এই এলাকায় ছিলাম তখনও কিন্তু আমি দেখেছি মৌলবাদী লোকজনেরা আক্রমণ করেছিলো।" পুলিশ সুপারের এই বর্ণনার পরেও খুলনার মেট্রোপলিটন পুলিশ দুষ্কৃতকারীদেরকে না ধরে উল্টা আহমদীদেরকেই যুলুম নির্যাতনের শিকারে পরিণত করছে। বাংলাদেশ পুলিশের আই, জি, বলেছেন, "বোমাটি মসজিদের ভিতরে ছিলো তা মোটামুটি নিশ্চত হওয়া গেলেও কারা এটি রেখেছে তা' নিশ্চিত বলা যাচ্ছে না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন্দল, অস্ত্র প্রশিক্ষণ বা বোমা তৈরীর রেকর্ড ইতোপূর্বে শুনা যায় নি (জনকণ্ঠ, ১১ই অক্টোবর, ১৯৯৯ইং)।

মজার ব্যাপার হলো, খুলনার পুলিশের মতে খুলনা আহমদীয়া কমপ্লেক্সের মধ্যে যুদ্ধ বিদ্যার যে আলামত পাওয়া গেছে তার মধ্যে একটি এয়ারগান, কয়েকটি হেলমেট এবং কয়েকটি ভাঙ্গা টেলিফোন সেট পাওয়া গেছে। তা ছাড়া লন্ডন, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা এবং কলিকাতা থেকেও নাকি এ জামাতে টেলিফোন আসে। উল্লেখ্য যে, আহমদী জামাত পৃথিবীর ১৬০টি দেশে বিস্তৃত। অতএব পৃথিবীর নানা দেশ থেকে যে টেলিফোন আসবে তাতে বিচিত্র কি ? এ ব্যাপারে ১১ই অক্টোবর '৯৯ জনকণ্ঠ পড়ে দেখুন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আফগানিস্তানে ট্রেনিং নিয়ে মাদ্রাসার ছাত্ররা নাশকতামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করছে (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৯ই অক্টোবর '৯৯)। তিনি প্রশাসনকে মাদ্রাসার ছাত্রদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখতে বলেছেন (দৈনিক সংবাদ, ৯ই অক্টোবর '৯৯)। এ ব্যাপারে দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয় থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য শেষ করছি - "মাদ্রাসা নিয়ে খোদ পাকিস্তানই এখন বিপাকে। . . . . . পাকিস্তানের মত বাংলাদেশেও বিভিন্ন মাদ্রাসায় সহিংস তৎপরতা তথা তালেবান বানানোর কাজ চলছে বলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট বের হয়েছে। এসব কর্মকান্ডের জন্য যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন (দৈনিক সংবাদ, ৯ই অক্টোবর, '৯৯)।

এদেশেও যারা তালেবান তৈরী করে বাংলাদেশকে আফগান বানানোর প্রকাশ্য হুমকি প্রদান করছে তাদের আস্তানা (মাদ্রাসা)-গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে আমরাও সদাশয় সরকার বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনকে আহ্বান জানাই। সেই সাথে একথাও স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, খুলনা আহমদীয়া মসজিদ অথবা ঢাকা আহমদীয়া মসজিদে বোমা হামলা বা বোমা স্থাপন সম্বন্ধে কোন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। এটি অতি স্পষ্ট এবং পরিকল্পিত ব্যাপার। যারা আহমদীয়া মসজিদ ধ্বংস করার ঘোষণা দিয়েছে এবং যারা আহমদীদেরকে হত্যা করার জন্য প্রকাশ্যে হুমকী দিয়েছে তারাই এই অপকর্মের জন্য দায়ী। এরা স্বঘোষিত হামলাকারী। আইনের দৃষ্টিতে এরাই অপরাধী।

অতএব দেশবাসীর কাছে আমাদের আবেদন তারা যেন কোন প্রকার অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে স্বঘোষিত, চিহ্নিত মহলকে এই জন্যে দায়ী করেন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছেও আমরা ন্যায়-বিচার ও নিরাপত্তার দাবী জানাই।

আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী

আজকের কাগজ

রেজি নং ডিএ ৮০৪ ৯ম বর্ষ ২২৪ সংখ্যা ঢাকা শনিবার ২৪ আশ্বিন ১৪০৬ ২৮ জমাদিউস সানি ১৪২০ Saturday 9 October 1999 ১৬ পৃষ্ঠা + ৮ পৃষ্ঠার আজকের কাগজ-২ মূল্য ৭ টাকা

...নায় মসজিদে গ্রেনেড হামলায় নিহত ৫ আহত ৩...

মোঃ আনিসুজ্জামান ঃ খুলনা ...লা আবাসিক এলাকার একটি মসজিদে ...ড বিস্ফোরণে একজন ডাক্তারসহ মোট ...বং কমপক্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। ... জনকে গুরুতর আহত অবস্থায় ...র্তি করা হয়েছে। তিন জনের অবস্থা

...ও পুলিশ সূত্র জানায়, আহমদীয়া ... নামে একটি সংগঠন পরিচালিত ...হমদীয়া মসজিদে' জুমার নামাজের ...দুপুর ১-৪০ মিনিটে ইমাম সাহেবের ...আওয়াজে গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত হয়। ... নিহত হন উক্ত সংগঠনের খুলনা ...ক্রেটারি নুরু উদ্দিন খান (২৪) ও ...জাহাঙ্গীর (২৩)। আহত হন আরো ...। এর মধ্যে খুলনা মেডিক্যাল ...লে ভর্তি করা হয় ১৫ জনকে। এরা হলেন-মসজিদের ইমাম মাওঃ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, ডাঃ আব্দুল মাজেদ, সোহবান ওমর ফারুক, সিদ্দিকুর রহমান, মমতাজুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, আহসান জামিল, মহিবুল্লাহ, ওয়াদুদ, এনামুল আকবর, সহিবুল্লাহ, চঞ্চল ও শহিদুল ইসলাম। এর মধ্যে ডাঃ আব্দুল মাজেদ, সোবহান ও ওয়াদুদ কিছুক্ষণ পরেই মারা যান। ইমাম মাওঃ ইমদাদুর রহমান, ওমর ফারুক ও রাজ্জাকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। অন্যদিকে আহতদের মধ্যে আলী আকবর, হাফেজ মনসুর আহমেদ ও মোহাম্মদ আলী নামে তিন জনকে খুলনা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকিরা বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিক থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন।

নিহতদের মধ্যে ডাঃ মাজেদ দীর্ঘদিন ধরে নগরীর শান্তিধামের মোড়ে 'এলার্জি সেন্টার' নামে একটি ক্লিনিক পরিচালনা করতেন। তার বাড়ি সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে। নিহত নুর উদ্দিন খানের বাড়িও একই এলাকায়। তিনি খুলনায় ডলারের ব্যবসা করতেন। জাহাঙ্গীরের বাবার নাম আকবর আলী গাজী, গ্রাম-দেয়াড়া, থানা-কয়রা, জেলা-খুলনা। নিহত বাকি দু'জনের ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি।

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

খুলনা অফিস ঃ মুসল্লি ছায়েদুর রহমান বলেন, ইমাম সাহেবের খুতবা পাঠের মাঝামাঝি সময় বিকট শব্দ হয়, ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়, কিছুক্ষণ পর দেখি প্রথম ও দ্বিতীয় কাতারের সবাই ক্ষতবিক্ষতভাবে

২-এর পাতায় ৫ কঃ দেখুন

ঘটনার পর উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এ ব্যাপারে কেএমপির ডিসি (সাউথ) মাজহারুল হক বলেন, মসজিদের ভেতর

২-এর পাতায় ৩ কঃ দেখুন

জুম্মার খুতবার সময় দরজা দিয়ে গ্রেনেডটি ছুঁড়ে মার...

বোমা বিস্ফোরণের পর বিধ্বস্ত মসজিদ (মসজিদের ম্যাপ এবং নিহতদের ছবি ২-এর পা...

...দর্শীর বিবরণ

...থম পাতার পর

...য় ছিটিয়ে পড়ে আছে। ...নের ভাই নাসির উদ্দীন বলেন, ...নে সবাই ছুটাছুটি করতে থাকে। ...তীয়সারির মুসল্লিদের হাত পায়ের ...টিয়ে পড়ে এবং ফিনকি দিয়ে রক্ত ...ই সঙ্গে গোঙানির শব্দ শুনে ...মুসল্লিরা হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। ...য় নাসির উদ্দিন বুক চাপড়ে

...হয়ে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ ...ল্লা মোঃ জামেল বলেন, আমি ...মাঝি জায়গায় ছিলাম। আমি ... দেখলাম ইমাম সাহেবের বাম ...বিস্ফোরিত হয়ে টিনশেডে গিয়ে

...) জানায়, আমরা যারা শেষের ... সবাই ভেবেছিলাম ভূমিকম্প ...ভাবে কেঁপে উঠেছিলো তাতে ... পড়বে।

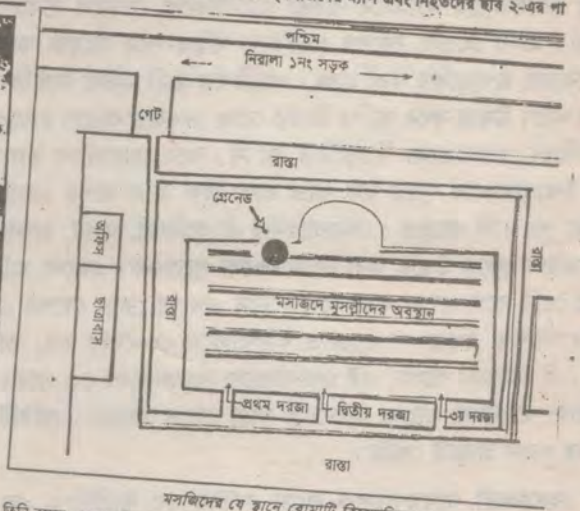

...য়, পরে যখন বুঝলাম বোমা ...ন আমি আমার আব্বা গাজী ...লাম-দেখি সে আহত হয়ে ... দ্রুত তাকে নগরীর একটি

... সোহাগ কানে শুনতে পা-- ...র মতো আকো -

নিহত ৫ জন মুসল্লি

মসজিদের যে স্থানে বোমাটি বিস্ফোরিত হয়

খুলনায় মসজিদে

প্রথম পাতার পর

২০ খণ্ড স্প্লিন্টার পাওয়া গেছে। এতে মনে হচ্ছে সেটি শক্তিশালী কোনো গ্রেনেড ছিলো। যা মসজিদের দরজা দিয়ে ভেতরে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবে বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে বি... বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতা চেয়ে... যশোর ...

কমিশনার লিটুকে তারা খুঁজে পায়নি।

তিনি বলেন, এরশাদ শিকদারের ওপর থেকে পুলিশ ও সাংবাদিকদের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে তার দোসররা এ ঘটনা ঘটাতে পারে। তবে অন্য একটি সূত্র জানায়, যেহেতু মসজিদটি কাদিয়ানিদের তাই কাদিয়ানী বিরোধিরাও এ ঘটনা ঘটাতে পারে।

এদিকে পুলিশ ওই ঘটনার পর ২৪ নং ওয়ার্ড ...

খুলনায় মসজিদে হামলার জন্যে উগ্র মৌলবাদী চক্র দায়ী

—আহমদীয়া মুসলিম জামাত

কাগজ প্রতিবেদক ঃ আহ... মুসলিম জামাত খুলনা আহমদীয়া ... হামলার জন্যে উগ্র মৌ... ...ছে। গতকাল ... (সদর) ... হলে ...

এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, এ বো... বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা বলে আমরা ... এবং অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই ঘটন... হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিবৃতিতে বলা হয়, দীর্ঘদিন যাবৎ মৌলবাদী চক্র খুলনা শহরে অ... আহমদীয়া মসজিদের ওপর ই... ...র হামলা চালিয়ে ... যাতায়াতকারী ... করে আসছিলো। ... ...বাদী চক্র উক্ত ম... ...কার বকশীবাজারে ... অকস্মাৎ হামলা ... ক্ষতিসাধন করে ... ময়দানে পাকি... ...ক্রমে নবুওত নাম... ...দানে বিভিন্ন বক্তা ...াধন করে বিভিন্ন ... ...ব্য দেন। দেশের বি... ...ড়িয়া (নাটোর), কে... ...দৌলতপুর, কুষ্টিয়া), দিগপাইত (জা: ...য়দপুর (নীলফামারী), ...ময়মনসিংহ), ...হ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা ...মদীয়া জামাতের ওপ... হুমকি অব্যাহত রয়েছে। ...পুর জেলার বকশীগঞ্জ ...নৈক আহমদীর বাড়িতে ... হয়। জেলা প্রশাস... ...র সাময়িকভাবে বন্ধ হ... ...র সরাসরি মৌলবাদিদের ... ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে উ... ...রোচিত হামলার সঠি... ইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ... ...ষ্ট আকুল আবেদন জানা... ...র শান্তি, স্থিতিশীলতা ও ... ...চেহেন ধর্মান্ধ উগ্র মৌলবাদী ...র জন্যে সরকার ও ... আহবান জানানো হয়।

দৈনিক লালসবুজ

THE DAILY LALSABUJ

মঙ্গলবার ২৭ আশ্বিন ১৪০৬ ॥ Tuesday 12 October 1999

বকশিবাজার আহমদিয়া মসজিদে পাওয়া বোমা দুটি ধ্বংস করা হয়েছে

...াফ রিপোর্টার ঃ রাজধানীর বকশি...বাজারের আহমদিয়া জামাতের মসজিদ থেকে গ্রেনেড দিয়ে তৈরি দুটি টাইম বোমা সোমবার সকালে মিরপুরের ফায়ারিং রেঞ্জে সেনা... থেকে পাওয়া যায়। পরে সেনা বিশেষজ্ঞরা মসজিদ থেকে বোমা উদ্ধার করে আলিয়া মাদ্রাসার খোলা মাঠে একটি পানিভর্তি ড্রামে রাখে। সোমবার সকাল ৮টায় সেনা সদস্যরা সতর্কতার ... বোমা ২টি মিরপুর ফায়ারিং রেঞ্জে ... এই দুটি বোমা রেঞ্জের ...

বকশিবাজার আহমদিয়া

...জলাশয়ে নিয়ে গিয়ে সেনা বিশেষজ্ঞরা বিস্ফোরণ ঘটায়। সেনা বিশেষজ্ঞরা জানায় এই দুটি বোমা বিস্ফোরিত হ... ...জামাতের ... ...পারতো। এতে প্রাণহানি প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশংকা ... এগুলো টাইম বোমা ছিল। ... টাইম বোমা বানানো হয়। এদিকে খুলনার আহমদিয়া মিরপুর মসজিদ, জনকণ্ঠ সর্বশেষে নগরীর বকশি বাজা... মসজিদ কমপ্লেক্সে ... ঘটনাকে কেন্দ্র কর... তোলপাড় শুরু হয়েছে ... হচ্ছে প্রধান আলোচ... পর্যন্ত-এর রহস্য ... পারেনি গোয়েন্দা ... কোন গোয়েন্দা সং... স্পষ্ট ও নিশ্চিত ... ধারণা করা ... সংস্থার মদদে ... দুটি উগ্রপ...

সংবাদ

WEDNESDAY, 13 October 1999, DHAKA

গতকাল মঙ্গলবার বকশিবাজারস্থ আহমদিয়া জামাত কমপ্লেক্সে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় —সংবাদ

আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সাংবাদিক সম্মেলন

মসজিদে গ্রেনেড বিস্ফোরণ উগ্র মৌলবাদী চক্র দায়ী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মসজিদে গ্রেনেড বিস্ফোরণের জন্য ... মৌলবাদী ... মসজিদে সন্ত্রাসীরা হামলা ...

দৈনিক ইত্তেফাক

12 October 1999.

মঙ্গলবার, ২৭শে আশ্বিন, ১৪০৬ DHAKA

...নীতে বোমাতংক

...সুপার মার্কেটে ...ত্যক্ত ব্রীফকেস ...দেখিয়া মুহূর্তে ...ান-পাট বন্ধ

বোমাতঙ্ক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

মসজিদ ও জনকণ্ঠ অফিসে বোমা রাখার অভিযোগে আফসার আলী নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিএমএম কোর্ট হইতে দুইদিনের পুলিশ হেফাজতে দেওয়া হয়। বাড্ডা থানার সাব-ইন্সপেক্টর শওকত হোসেন তাহার এজাহারে বলেন ... আফসার আলী ...

ঢাকা সাংবাদিক ইউ... আলতাফ মাহমুদ ও ... সম্পাদক রোকেয়া কামা... দৈনিক জনকণ্ঠ অফিসে ট... ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই... নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশ... ব্যবস্থার মধ্য দিয়া ...

খুলনা...

নিহত ... বিস্ফোর...

...বু তৈয়ব, খুলনা থেকে : এব... ...য়ে গতকাল শুক্রবার জুমার ... ...নপাশে মেহরাবে প্রচণ্ড শব্দে বো... ...ন নিহত ও ২৫ জন আহত হ... ...ই মসজিদে তখন এক অবস্থার ... ...য়, আহতদের গোঙানি আর ... ...ে। আশপাশের লোকজন দৌড়ে... ...র্চ উদীচী ট্র্যাজেডিতে ১১টি ... ...হেসাজনক বোমা বিস্ফোরণ ... ...পটের এরশাদের কাহিনীতে ... ...ানুষের উদ্বিগ্ন নজরদারিতে, ...াদিয়ানি মসজিদে বোমার বিস্ফো... ...মাঃ জাহাঙ্গীর (২৭) ও নুরউদ্দ... ...াসপাতালে নেয়ার পর আরো ... ...াজেদ (৫০), মুহীবউল্লাহ (৩...

খুলন...

প্রথম পৃষ্ঠার পর সোবহানের ... মসজিদের ইমাম মাওলানা এমদাদু... (৫৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। ... আশংকাজনক আহত অন্যরা হলেন ... আহমেদ, শহীদুল ইসলাম, মোঃ ... খান (৪৭), চঞ্চল (২০), মোঃ আলী ... আঃ রাজ্জাক, আঃ ওয়াদুদ, মোঃ ... এনামুল হক রনি এবং অজ্ঞাত ৪ ... ঘটনায় আহতদের খুলনা মেডিক্যাল ... আনার পর তাদের আর্তচিৎকার ও ... আহাজারিতে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের ... হাসপাতালের জরুরি বিভাগ এব... বারান্দা পুরোটা রক্তাক্ত হয়ে পড়ে ... থাকায় ডাক্তারদের ডেকে আনতে ... সমস্যা পোহাতে হয়।

নিরালা আবাসিক এলাকার এই ... শুধুমাত্র কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের ... নামাজ পড়ে। মসজিদ এলাকা ... ঘেরা। মসজিদের পেছনের দিকে ... তারা জানান, পেছন থেকে কেউ ছু... বলে মনে হয়নি। তাদের ধারণা ... ওখানে আগে থেকেই কেউ পেতে ...

মানবজমিন

বছরের সেরা সংবাদপত্র

দ্বিতীয় বর্ষ সংখ্যা ২২৬ শনিবার ৯ অক্টোবর ১৯৯৯ ২৪ আশ্বিন ১৪০৬ ২৮ জমাদিউস সানি ১৪২০

...নায় মসজিদে বোমা

...৬, আহত ২৫, খুৎবার সময় ...ণে লুটিয়ে পড়লেন মুসল্লিরা

...র মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ। খুলনা ...নামাজে খুৎবা পড়ার সময় ইমামের ...া বিস্ফোরিত হলে মুসল্লিদের মধ্যে ৫ ...ছেন। এই ঘটনার পর কাদিয়ানিদের ...ষ্টি হয়। মসজিদের মেঝে রক্তে ভেসে ...র্তদের চিৎকারে অবর্ণনীয় অবস্থার সৃষ্টি ...এসে উদ্ধার কাজ শুরু করে। গত ৬ ...হ্নার শোক কাটতে না কাটতে এই ...শাঞ্চলে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ...লনার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যখন ...ই ঘটলো এই ভয়াবহ বোমাবাজি। ...রণে ঘটনাস্থলে নিহত দু'জন হলেন ...ন (৩০)। খুলনা মেডিক্যাল কলেজ ...নের মৃত্যু ঘটে। এ'রা হলেন ডাঃ আঃ ...) ও আঃ সোবহান (১৫)। বোমা বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থল পুলিশ-বিডিআর দিয়ে ঘিরে রাখা হয় যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিস্ফোরণ বিশেষজ্ঞ না আসা পর্যন্ত। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে, এটি টাইম বোমা। প্রভাবশালী গোয়েন্দাদের মতে গ্রেনেড। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিরালা আবাসিক এলাকার পাশে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের কাদিয়ানি মসজিদ। এই মসজিদে জুমার নামাজের খুৎবার সময় দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে ইমাম সাহেবের ডান পাশে বিকট শব্দ করে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এতে বিস্ফোরণ স্থানের আশপাশের মুসল্লিদের দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। মসজিদের ছাদের ভেতরের অংশ ও পার্শ্ববর্তী দেয়াল ধসে পড়ে। মসজিদের ফ্যানগুলো দুমড়ে-মুচড়ে... আহত মানুষের আর্তচিৎকারে পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকজন ছুটে... তাদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। এদের মধ্যে মোঃ ... আর নূরউদ্দীনকে খুলনা সদর হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহতদের মধ্যে ১২ জনকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ও বাকি ৩ জনকে সদর হাসপাতালে ... করা হয়। এখানেও ডাঃ মাজেদ, মুহীবউল্লাহ ও ৬-এর পৃষ্ঠায়

বোমায় নিহত ৫ জন

...ায় মসজিদে বোমা

...দেখে ধারণা করা হচ্ছে, গ্রেনেড হামলা চালানো হয়েছে। বোমা হামলার কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ-বিডিআর এসে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে। এ সময় ২৪ নং ওয়ার্ড কমিশনার আসাদুজ্জামান লিটুকেও আহতদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে দেখা যায়। কিন্তু পরে তাকে পুলিশ খোঁজ করলে আর পাওয়া যায়নি বলে পুলিশ জানায়। এ সময় ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, সহকারী পুলিশ কমিশনারসহ একটি দল ওয়ার্ড কমিশনারের কার্যালয় তল্লাশি করে। পুলিশ সে স্থান থেকে দু'টি বড় ধরনের দাসহ কিছু গুলি উদ্ধার করেছে বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শী একটি সূত্র জানায়, পুলিশ-বিডিআর ২৪ নং ওয়ার্ড কমিশনার আসাদুজ্জামান লিটুকে আটকের জন্য গতকাল বিকেলে ও সন্ধ্যায় কয়েকটি বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু তাকে বা তার কোনো সহযোগীকে আটক করতে পারেনি। ইতিপূর্বে যশোরে উদীচীর ঘটনার পর পর একটি জাতীয় দৈনিকে খুলনার নিরালা এলাকার একজন অবৈধ অস্ত্রধারীর নাম প্রকাশ করা হয়েছিলো। খুলনার এই সন্ত্রাসী উদীচী হত্যাকাণ্ডে আটক হাসান ও বিপ্লবী নেতা...

শিক্ষার থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে। এদিকে সন্ধ্যায় হাসপাতালে আহত জামিল, এনামুল হক তনি জানান, খুৎবা চলাক হঠাৎ বিকট শব্দে কানে হাত দিয়ে ... পড়েন। তারপর ধোঁয়া ছাড়া আর দেখেননি। তাদের মতে, টাইম বো... করে রাখা হয়েছিলো। উল্লেখ্য, নিরালার এই কাদিয়ানি ইতিপূর্বে কয়েক দফা হামলার ... হয়েছিলো। কিন্তু পুলিশের ... হস্তক্ষেপে তা বাস্তবায়িত হতে পারেনি। এদিকে ঢাকায় 'মানবজমিন'-এর রিপোর্টার জানান, আহমদিয়া জা... ঢাকায় কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ খুলনা ... জন্য উগ্র মৌলবাদীদের দায়ী করেছে বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরেই উগ্র মৌ... আমাদের উৎখাত ও আস্তানা জ্বালিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়ে আসছিলো। আ... তাহাফুজে খতমে নবুয়ত ও খতমে সংরক্ষণ কমিটি প্রকাশ্য সমাবেশে, মস... ডেকে থামাদের দমনে উস্কানিমূলক দিয়ে আসছিলো। তারা...

দৈনিক দিনকাল

THE DAILY DINKAL

০১ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ৩৯ । শনিবার ২৪ আশ্বিন ১৪০৬ । ২৮ জমাদিউস সানি ১৪২০ । Saturday 9 October 1999

খুলনায় মসজিদে বোমা ৬ মুসল্লী নিহত

মাসুদুর রহমান রানা ও সোহরাব হোসেন । খুলনা ব্যুরো ।। নগরীর নিরালা আবাসিক এলাকায় কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মসজিদে এক শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে নামাজরত ৬ জন মুসল্লী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন প্রায় অর্ধশত। এদের মধ্যে প্রায় ১৫ জনের অবস্থা আশংকাজনক। ধারণা করা হচ্ছে কোনো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী মসজিদের অভ্যন্তরে পূর্ব থেকে রেখে যাওয়া টাইম বোমা বা গ্রেনেডের সাহায্যে এ নৃশংস হামলা চালিয়েছে। ঘটনাস্থলে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে নিহত ও আহতদের স্বজনরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। এ সময় পুলিশ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন...

কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ঘট... গতকাল শুক্রবার নগরীর অভিজাত ... দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ... মুসলিম জামায়াত) অভ্যন্তরে প্রায় ... নামাজ আদায় করতে যায়। আহত ও প্রত... ১টা ৪০ মিনিটে মসজিদের ইমাম মাওলানা ... জুমার খুৎবা পাঠকালে হঠাৎ এ বিস্ফোরণটি ... বিকট আওয়াজে মসজিদের বামপাশে পশ্চি... যায়, মেঝেতে ৭/৮ ইঞ্চি (১১ পৃঃ ৩...)

খতমে নবুয়তের বক্তব্য

উল্লেখ্য, গত ২৬ সেপ্টেম্বর 'তাহাফুজে নবুয়ত' নামে এক সংগঠনের ব্যানারে পল্টন মসজিদ চত্বরে আয়োজিত সমাবেশে বলা হয়, মুসলিম দেশের ... স্থান মসজিদে কোনো কাদিয়ানিকে ... দেয়া হবে না। সংগঠনের সভাপতি আমিন কাশেমির সভাপতিত্বে এ ... মুসলেহউদ্দিন আহমদ আবুবকর বলেন, ... ইচ্ছা করলে বকশিবাজারে কাদি... আখড়ায় আগুন ধরিয়ে দিতে পারি। এদিকে ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় ... যোগাযোগ মজলিসের মহাসচিব এ... মতিন এই হত্যাকাণ্ডে নিন্দা জানিয়ে ব... আমরা কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণা... করি। তবে এ ধরনের হত্যাকাণ্ডে ... আমরা নই।

খুলনার মসজিদে বো...

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গর্ত হয়ে যায়। উপরের সিলিং ফ্যানসহ অন্যান্য আসবাবপত্র দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গোটা মসজিদের অভ্যন্তর ধোঁয়ায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। আহতরা জানায়, মসজিদের মেঝে রক্তে ভেসে যায়। ঘটনাস্থলে বোমা বিস্ফোরণে নূরদ্দিন (২৮) ও জাহাঙ্গীর (৩৮) মারা যায়। অপরদিকে গুরুতর আহতদেরকে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও খুলনা সদর হাসপাতালে দ্রুত নেয়ার পর ডাঃ এমএ মাজেদ (৪৩), সোবহান মোল্লা (৫০) ও মহিবুল্লাহ (৪৫) মারা যায়। ধারণা করা হচ্ছে নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। আহতদের মধ্যে মসজিদের ইমাম মাওলানা ইমদাদুর রহমান, রাজ্জাক, সিদ্দিকুর রহমান, মমতাজুল, গাজী ওমর ফারুক, চঞ্চল, শহীদুল ইসলাম, মুনসুর আহমেদ, রবিউল ইসলাম, মোহায়মেন আলী মৃধা, হাফেজ মুনসুর আহমেদ, আলী আকবরের নাম ... আহসান জামিল, আঃ ওয়াদুদ, এনামুল আকবর, শেখ মোহাইমেন হাসপাতাল ও খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আশংকাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে। এদের মধ্যে মসজিদের ইমাম মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী ও রাজ্জাককে অপারেশন থিয়েটারে নেয়া হয়েছে। কিন্তু রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়নি। মসজিদের অভ্যন্তরে বোমা বিস্ফোরণে মানুষ... শাসহ বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ... স্ফোরণের পর বিভিন্ন ... হতদেরকে...

ঘটে। তবে আপাতত উদ্ধারের পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ... রহস্য উদঘাটন হবে বলে সূত্রগুলো জানায়। ... সূত্র জানায়, গতকাল সম্প্রদায়ের ... আমার কথা ছিল ... বলে ...

বোমাতঙ্কের কারণে গতকাল সোমবার সচিবালয়ে প্রবেশকারী এক ব্যক্তির ব্যাগ মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করা হয় — প্রথম আলো

প্রথম আলো

মঙ্গলবার ১২ অক্টোবর ১৯৯৯, ২৭ আশ্বিন ১৪০৬

বোমা : একজন গ্রেপ্তার

সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখার নির্দেশ

শহীদুল ইসলাম

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সারা দেশে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় থাকতে বলা হয়েছে। গতকাল সোমবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

এদিকে রাজধানীর বকশিবাজার আহমদিয়া মসজিদ কমপ্লেক্স থেকে উদ্ধারকৃত গ্রেনেড গতকাল সোমবার সকালে সেনাবাহিনীর মিরপুর ফায়ারিং রেঞ্জে নিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

গত রোববার ফজরের নামাজের শেষে মসজিদের দুটি পিলারের গোড়ায় ব্যাগে রাখা পরিত্যক্ত অবস্থায় দুটি শক্তিশালী গ্রেনেড পাওয়া যায়। বোমা দুটি পর্যবেক্ষণের জন্য বকশিবাজার আহমদিয়া মসজিদের অদূরে একটি ফাঁকা মাঠে রাখা হয়েছিল।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

এদিকে জনকণ্ঠ ভবনসহ বিভিন্ন স্থানে বোমা পেতে রাখার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে বাড্ডা থানা পুলিশ গত রোববার রাতে উত্তর বাড্ডার সাতারকুল ইউনিয়ন থেকে আফসার (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল সোমবার তাকে আদালতে হাজির করে দুই দিনের পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানায়, বিভিন্ন মিছিল-সমাবেশে বোমা নিক্ষেপের ঘটনার সঙ্গে জড়িত। গ্রেপ্তার আফসারের পিতার নাম আতিক উল্লাহ।

অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার আশঙ্কায় ঢাকার কূটনৈতিক পল্লী গুলশান-বনানীতে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ... করা হয়েছে।

বোমা আতঙ্ক

রাজধানীতে বোমা আতঙ্কের কা... গত রোববার রাতে নগরীর সোনারগাঁও হোটেল সংলগ্ন সুন্দরবন হোটেলে ... কাণ্ড ঘটে।

জানা গেছে, রাতে এক অজ্ঞাত ... টেলিফোনে জানায় যে হোটেলের দোতলায় বোমা পেতে রাখা হয়েছে।

খবর পাওয়ার পর হোটেল কর্তৃপক্ষ ... সঙ্গে পুলিশকে খবর দেয়। কিন্তু পু... গিয়ে হোটেলে তল্লাশি চালিয়ে কো... বোমা পায়নি। এর আগে বোমা আ... হোটেলের বোর্ডাররা ভয়ে নিচে ... যান।

এদিকে গতকাল রাজধানীর ... সুপার মার্কেটে বোমা আতঙ্কে ব্যবস... নিরাপদ আশ্রয় নেন। কে বা ... মার্কেটের পাশে একটি ব্রিফকেস রে... প্রচার করলে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, চট্টগ্রা... ...দিতে না পারে সে ব্যাপারে সর্বপ্রকার ... করে নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন।

ফরিদপুরে ৯টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার

ফরিদপুর প্রতিনিধি

ফরিদপুর কোতোয়ালি থানা পুলিশ গতকাল সোমবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টায় শহরের পূর্ব খাবাসপুরের চৌরঙ্গী মোড়ের আহমেদ শেখের বাড়ির পেছনের ল্যাট্রিনের কাছ থেকে ৯টি বড় আকারের শক্তিশালী বোমা উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানায়, বিকেলে মোস্তাক আহমদ শেখের বাড়ি থেকে থানায় টেলিফোন করে জানানো হয় তাদের বাড়ির পিছে বেশ কয়েকটি বোমা দেখতে পাওয়া গেছে। পুলিশকে বোমাগুলো...

মাইন গ্রেনেড ঘটনায় তিনজন গ্রেফতার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ।। মাই... গ্রেনেডের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে... সিটি স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) ইসলা... মৌলবাদী সংগঠন মারকাজুল ইসলা... সভাপতি শহীদুল ইসলামসহ আরো... জনকে গ্রেফতার করেছে। তাদের ৫ দি... পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে গত রাতে সিটি...

Ashwin 1406, 2 Rajab 1420

MUSLIM JAMAT, BANGLADESH
... SHI BAZAR ROAD, DHAKA
... ATE:- 12-10-...

... Mohammed Ali speaking ... press conference at ... hibazar Kadiani mosque ... city yesterday. -Independent photo

...ti-Ahmadia activists ...lamed for ...mb blasts

... Staff Reporter

...ia Muslim Jamaat Na... ...eer Alhaj Meer Mohan... yesterday accused Taha... ...m-e-Nabuwat activists of ... bombs in an Ahmadia ... Khulna where six peo... ...illed ...

THE INDEPENDENT

Khaleda threatens non-stop hartal

...vt accused of planting bombs in mosques

by Staff Reporter

Chairperson Begum ...a Zia yesterday accused the ...ment of planting mines at a ...paper office and bombs in ...ques in a bid to divert public ...ation and to prepare the ...und for enacting harsh black ...s to oppress the people.

Addressing a big rally at the Pal... ...n ground yesterday afternoon, ...he said that the very nature of the explosives revealed that they could not be handled by the common people.

Organised to protest increased Indian offensives along the border, the rally was followed by a procession in the city. The processionists carried black flags as a mark of protest against the incidents on the border as the opposition ob...

served "Anti-aggression Day".

The government that failed to safeguard the territorial integrity of the country and to ensure safety for the border forces and the people living in the border areas had lost its moral right to rule the country, she said.

Begum Zia alleged that the government had handed over the Chittagong Hill Tracts region to the Indian trained terrorists which resulted in the withdrawal of security forces from different camps in the area and further helped Indian forces to settle within the Bangladesh territory.

The sovereignty and independence of the country would continue to remain vulnerable to In...

See Page 4 Col 6

Form Page 1 Col 4

... till the present ... in power, ...is removed ...t it would be ...id asking the ...he one-point ... the govern...

...e government ...conomic pros... ...y through large... ...nd misrule, Be... ...ng that no new ...eing made and ..., was borrowing ...anks to meet the ...diture.

... were withdrawing ... to lack of electric... ...astructure and due ...duction and extor... ...ng party hoodlums. ...nings continued to ...he foreign exchange ...stered a record low ...ismanagement of the ...e asserted.

... border policy of the ... flooding of ... by Indian ...osure of lo... ... order in ...

She claimed that the people were increasingly joining the op...position movement and were desperate to remove an anti-people government from power.

UNB adds: Begum Zia warned of non-stop hartal if the government did not hand over power to a caretaker government for holding general election immediately.

"We hope good sense will prevail upon the government to quit power if it has any sense of patriotism," she said.

"Otherwise, the time will come when we will not hesitate to enforce non-stop hartal to protect the nation from the clutches of the Awami League and safeguard the country's territory," she added.

The BNP Chairperson said her party did not want to take recourse to a tough course, but hoped that before taking any extreme pro...gramme the government woul... hand over power to a neutral car...taker government for early gene... election.

Referring to the governme... anti-hartal statements, she sai... will not enforce hartal if ... (ruling party) resign immedi... As long as the government wi... resign, hartal would continue.

Presided over by city BN... venor Sadek Hossain Khok... the rally was also addres... party Secretary General ... Mannan Bhuiyan, MP.

Leaders of the BNP and ...ganisations, including ...ter Mosharraf Hossai... in Chowdhury, ...hd Ahmed, Mirza ...ddin Ahmed were ... rally over, Begu... ...ocession that ... , Gulistan, Na... Road, Nort... ...ap Shah Ma... Purana P... before ... the Jatiya

The New Nation

WEDNESDAY, OCTOBER 13

Ahmadia leaders say

Anti-liberation forces responsible for bomb incidents

Staff Reporter

The recent bomb attack in Khulna Ahmadia Muslim Jamaat mosque was designed by the fundamentalists and anti-liberation forces that left six people killed and 25 others injured.

This was stated by Alhaj Mir Mohammad Ali, National Amir of the Ahmadia Muslim Jamaat while briefing the newsmen at their Bakshibazar hall room in the city on Tuesday.

Addressing the press- conference the Jamaat Ameer also said that the evil forces also kept two powerful bombs inside the Bakshibazar central mosque in Dhaka on Saturday morning. Later the bombs were recovered and destroyed by explosive experts of Army at the Mirpur firing range, the Jamaat Ameer said.

They said that the activists of some religion-based political parties, including Jamaat-e-Islami, Islami Oikya Jote and Islamic Constitution Movement also attacked mosques and business establishments of Ahmedia community in the past.

Now they are involved in hatching conspiracy to eliminate Kadiani community through various means, he alleged.

Among others former National Amir of Ahmadia Muslim ... Md Mostafa Ali, Dhaka ... and former ...

দৈনিক ...

ঢাকা ঃ মঙ্গলবার

সরকার বর্তমানে সারাদেশে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান চালাচ্ছেন। এটা সন্ত্রাসীদের জন্য গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সুযোগে সন্ত্রাসীদের লালনকারীরা ও মহলবিশেষ ঘো...

...১৬ ॥ বর্ষ ৮ সংখ্যা ৩০০ ॥ ঢাকা ঃ শনিবার ২৪ আশ্বিন ১৪০৬ বাংলা ॥ ২৮ জ...

খুলনায় কাদিয়ানীদের মসজিদে জুমার নামাজ আদায়কালে গ্রেনেড বিস্ফোরণে নিহতদের পাঁচজন। বাঁ থেকে– সোবহান, ডা. এম এ ম...

খুলনায় আহমদিয়া মসজিদে...

শরিফুজ্জামান পিন্টু, খুলনা থেকে

যশোরে উদীচী ট্র্যাজেডির রেশ কাটতে না কাটতেই এবার খুলনায় বর্বরোচিত গ্রেনেড হামলায় আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত সম্প্রদায়ের ছয় মুসল্লি মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২৫ মুসল্লি। শুক্রবার পবিত্র জুমার নামাজের খুতবা চলাকালে খুলনা শহরের নিরালা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের মসজিদের ভিতর বিকট শব্দে শক্তিশালী গ্রেনেডটির বিস্ফোরক ঘটে। দেশের উগ্র মৌলবাদী গ্রুপ বা কথিত তালেবানরা নাশকতামূলকভাবে এই নাক্কারজনক হামলা চালিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। দেশের শীর্ষ খুনী এরশাদ শিকদার ইস্যুকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করছেন।

মসজিদের ভিতর ভয়াবহ এই গ্রেনেড বিস্ফোরণে নিহতরা হলেন নূরউদ্দিন আহমেদ (৩৪), জাহাঙ্গীর (২০), ডাঃ এম এ মাজেদ (৪৩), জিএম মহিবুল্লাহ (৩২), আব্দুস সোবহান

জুমার নামাজের সময় বিস্ফোরণ॥ আহত ২৫

(৬০) ও আকবর (৩৫)। বিস্ফোরণে মসজিদের ইমাম মাওলানা ইমদাদুর রহমানের একটি পা উড়ে গেছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক। এছাড়া গুরুতর আহতদের মধ্যে

দৈনিক জনকণ্ঠ

The Daily Janakantha

ঢাকা ঃ বুধবার ২৮ আশ্বিন ১৪০৬ বাংলা

...মা আতঙ্ক সৃষ্টির অপচেষ্টা

রাজধানীসহ সারা দেশে এখন বোমা আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে একশ্রেণীর ঘাতক চক্র। ইতোমধ্যে খুলনায় একটি মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে ছ'জনের মৃত্যু ঘটেছে। ঢাকার দু'টি মসজিদ থেকে তাজা বোমা এবং দৈনিক জনকণ্ঠের প্রধান কার্যালয় থেকে প্লাস্টিক ডিভাইসসহ এ্যান্টি ট্যাঙ্ক ল্যাণ্ড মাইন উদ্ধার করা হয়েছে। অল্পের জন্য ...লের ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কারা এই বর্বর ...মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করে দিতে ...হিত করা কি খুব কঠিন কাজ? তবে এখনও পর্যন্ত এদের মুখোশ ...। ক্ষমতাসীন দলের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ...রোধী দলের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও অন্য নেতৃবৃন্দ ঘটনার ...নে। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সকল মহল থেকেই নিন্দা জানানো হয়েছে ... কুচক্রীদের পরিচয় প্রকাশের আহ্বান জানানো হয়েছে ...লক শান্তি। কিন্তু কুচক্রীদের পরিচয় প্রকাশে ...ত বিভ্রান্তিকর গল্প তৈরি করে সাধারণ মা... ...করছে। একটি উগ্র মৌলবাদী পৃষ্ঠপোষ... ঘটনাকে সেমসাইড অর্থাৎ ক... চালাচ্ছে। তাদের যুক্তি ... ...রা সম্প্রদায়ের ... ...র সরকার ...

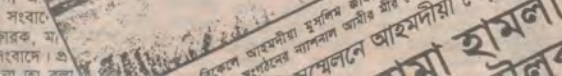

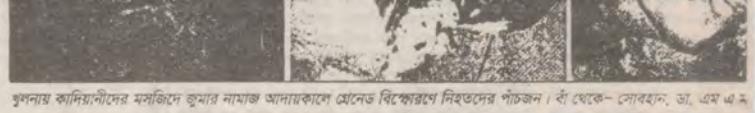

আজকের আওয়াজ

THE DAILY AJKER AWAZ

বুধবার ঃ ২৮ আশ্বিন ১৪০৬ ঃ ১৩ অক্টোবর ১৯৯৯

এই সরকারের হাতে মসজিদ ও মুসল্লিরা নিরাপদ নয়

...সৈয়দ কায়সার

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বিএনপি নেতা ও সাবেক মন্ত্রী সৈয়দ মোঃ কায়সার বলেছেন, এই ফ্যাসিস্ট, অযোগ্য সরকারের আমলে দেশের প্রতিটি মানুষের জীবন, ধর্ম, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন। তিনি গতকাল মঙ্গলবার তার কার্যালয়ে কয়েকজন সাংবাদিকের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ কালে এ কথা বলেন। দৈনিক জনকণ্ঠ অফিসে বোমা পেতে রাখার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, সংবাদপত্রে এ ধরনের হামলা বাক স্বাধীনতা হরণের এক গভীর চক্রান্ত। তিনি খুলনার মসজিদে বোমা হামলায় নামাজরত মুসল্লিদের হতাহত ... মিরপুর মসজিদে শক্তিশালী বোমা ... রাখা এবং বকশীবাজারে কাদিয়ানি ... কেন্দ্রীয় উপাসনালয় থেকে দুটি ... উদ্ধারের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ ক... জড়িতদের চিহ্নিত ও গ্রেফত... দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের দাবি ... বিএনপি নেতা বলেন, এই সর... মসজিদও আজ মুসল্লিদের ... নয়। এক কথায় এই ... জনগণের জানমালের নি... ... এই সরকার ...

...বিকেলে আহমদীয়া মুসলিম জামাত আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ... আমীর মীর মোঃ আলী ...আওয়াজ

...সম্মেলনে আহমদীয়া নেতৃবৃন্দের দাবি

...মা হামলা ও ...মৌলবাদী

দৈনিক অর্থনীতি
THE DAILY ARTHANEETI
..., ২৭ আশ্বিন ১৪০৬ ॥ ১২ অক্টোবর ১৯৯৯.

বোমা বিস্ফোরণে —
তাহফুজে খত...

দৈনিক বাংলার বাণী
Wednesday, 13 October 1999, DHAKA

রাজধানীতে বে...

মসজিদে বোমা হামলার নিন্দা জানাই

দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় বিভাগীয় শহর খুলনায় একটি মসজিদে জুমার নামাজের খুতবা চলাকালেও কে বা কারা গ্রেনেড হামলা চালিয়ে ৬ জন মুসল্লি হত্যা এবং ২৫ জনকে আহত করা করেছে। আহতদের অনেকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, আহতদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো মারা যেতে পারে। যশোরে উদীচী ট্রাজেডির রেশ কাটতে না কাটতেই খুলনায় এই নাক্কারজনক গ্রেনেড হামলা হলো। হামলাটি চালানো হয় আহমদিয়া মুসলিম জামায়াত সম্প্রদায়ের মসজিদে। একই দিনে দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার ঢাকা অফিসে জনৈক ব্যক্তি ব্রিফকেস ভর্তি বিস্ফোরক রেখে গেছে। এদিকে মিরপুরে একটি মসজিদে কে বা কারা মিষ্টির প্যাকেটে বোমা রেখে গেছে বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে।

তিনটি ঘটনা কিছুটা বিচ্ছিন্ন মনে হলেও এর মাঝে কেমন যেন যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে একাধিক স্থানে হরতালের সময় বোমা হামলার ঘটনা ঘটতে দেখা গেলেও স্বাভাবিক অবস্থায় বোমা হামলার মতো ঘটনা তেমন একটা দেখা যায়নি। যশোরে উদীচীর সমাবেশে বোমা হামলার পর পুরো জাতি স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। সামাজিক অস্থিরতা বেড়ে গেলেও মসজিদের মতো পবিত্র ধর্মীয় স্থানে হামলা চালিয়ে মুসল্লি হত্যার মতো ঘটনা আগে ঘটেনি। মসজিদকে সবচেয়ে নিরাপদ এলাকা বলে ... মসজিদও কি তাহলে সন্ত্রাসীদের টার্গেটে পরিণত ...

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha
...মাদিউস সানি ১৪২০ হিজরী ॥ ৯ অক্টোবর ১৯৯৯ ইংরেজী ॥ পৃষ্ঠা ১৬

...য়ানী নামে ...য়েছে। তা ...ছে। কে বা ...বং তাদের ...রণ, এখনো কেউ ...কউ কেউ সন্দেহ

গতকাল বকশীবাজার আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী —বাংলার বাণী

সংবাদ সম্মেলনে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমির

মৌলবাদী তাহফুজে খতমে নবুওয়ত চক্রটি হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠেছে

...াফ রিপোর্টার

গত ২৪ সেপ্টেম্বর '৯৯ পল্টন ময়দানে তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত ...য়ালারা সমমনাদেরকে নিয়ে এক সভা করে এবং ঘোষণা দেয় যে, বাংলাদেশে আহমদীয়া তথা কাদিয়ানীদের কোন আস্তানা থাকতে দেয়া হবে না। এর কয়েকদিনের মধ্যেই ঘটে গেল এতগুলো অঘটন। পর পর সাজানো এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় এগুলো একই ধারাবাহিকতার অংশ। তফাৎ কেবল এটুকু যে, আগে মারধর ও অগ্নিসংযোগ পর্যন্ত বিষয়টি সীমাবদ্ধ ছিল। এখন এই মৌলবাদী চক্রটি হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ৪নং বকশী বাজারস্থ আহমদীয়া মুসলিম জামাত-এরহল রুমে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী একথা

১১ পৃঃ ১-এর কলামে

...তমে নবুওয়ত কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত নয়

—খতমে নবুওয়ত

...রিপোর্টার ॥ আন্তর্জাতিক ...তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত ...দল গতকাল এক সংবাদ ...ত বলেছে, কাদিয়ানী মসজিদে

১১ পৃঃ ৬-এর কলামে

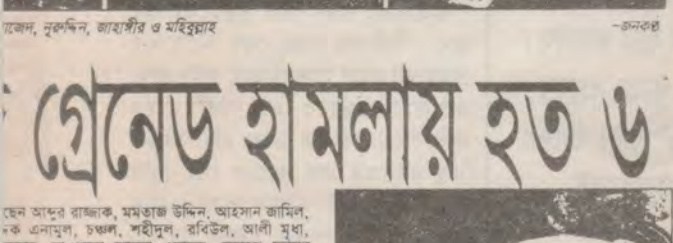

...মে নবুওয়ত কোন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

...বিস্ফোরণ এবং বোমা পুঁতে ...মতো কোন সন্ত্রাসী ঘটনায় এই ...ন জড়িত নয়।

...হমেদীয়া মসজিদে পরপর ...হর্ষক সন্ত্রাসী ঘটনার পর ...য়ানীরা ঘটনার জন্য খতমে ...তকে অভিযুক্ত করে।

...বাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ...ল খতমে নবুওয়তের এক সভা ...ত হয়। এ ... সভাপতিত্ব করেন ...সামের ...য় মসজিদ ...। মাওলানা ...য়ানীদের প্রতির... বৃন্দ ... বোম... কান... কর

আহমদীয়া মুসলিম

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেন।

তিনি আরো বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাত একটি অরাজনৈতিক ধর্মীয় গোষ্ঠী। এর সদস্যরা সকল প্রকার সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ঊর্ধে। নিরীহ ধর্মভীরু একটি গোষ্ঠীকে কেউ যেন নিজেদের হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার না করে। আহমদীয়ারা নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা চর্চায় বিশ্বাসী। আমরা মহান স্রষ্টার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক গড়তে সচেষ্ট। সমাজে আহমদীয়া নৈতিকতা ও ... প্রতীক। ইসলামের পক্ষে ... একটি কার্যকর শক্তি ...লিম জামাত। ... গ্রেপ্তা...

নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার

নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদা... আরও ৩ জন গ্রেফতা...

/ খুলনায় মসজিদে বোমা

মামলা ডিবি'র কাছে হস্তান্তর

খুলনা অফিস ॥ খুলনায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের মামলাটির তদন্তভার খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ ঘটনার চারদিন পর ডিবির কাছে হস্তান্তর করেছে। সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞদের

১১ পৃঃ ৮-এর কলামে

মামলা ডিবি'র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি।

কেএমপির সম্মেলন কক্ষে প্রেস ব্রিফিংকালে গতকাল ডিসি (সাউথ) মাজাহারুল হক জানান, আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। কিন্তু তিন দিন পরও আমরা কোন রিপোর্ট হাতে পাইনি। সে কারণে ঐ মসজিদে কোন ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছিল এখনও তা জানা সম্ভব হয়নি।

গত শুক্রবার জুমার নামাজের খুতবা পাঠের সময় মসজিদের ভেতরে বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলে দু'জন ও চিকিৎসাধীন অবস্থায় চার জন মারা যায় এবং আহত হয় প্রায় ৩৫ জন। এদের মধ্যে গত শনিবার ৫ জনকে মারাত্মক আহত অবস্থায় ঢাকায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

এদিকে এরশাদ শিকদারের মামলাগুলো তদন্তের জন্য কেএমপির ডিসি (সাউথ) মাজাহারুল হকের নেতৃত্বে ৬ সদস্যের যে সুপারভাইস কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার মধ্যে একজন সদস্য বাদে বাকি ৫ জনের কমিটি এ মামলাটি তদন্ত করছে। ডিসি (সাউথ) ছাড়া ঐ কমিটিতে আছেন সিআইডির একজন এএসপি, এসি (কোতোয়ালী), এসি (প্রসিকিউশন) ও ওসি খালিশপুর। উল্লেখ্য, ঘটনার পরদিন পুলিশ বাদী হয়ে খুলনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে।

পটুয়াখালীতে কাদিয়ানীরা আতংকিত

পটুয়াখালী থেকে বাদল রশীদ জানান, বৃহত্তর পটুয়াখালীর কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ৬ শতাধিক লোক আতংকের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তারা যেকোন সময় তাদের ওপর হামলা হওয়ার আশংকা করছে।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তলিম তরবিয়াত পটুয়াখালী বিভাগের ইনচার্জ স ম দেলোয়ার হোসেন দীলিপ বলেন, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকার পল্টনে ...হাফুজে খতমে নবুয়ত সংরক্ষণ ...টি কাদিয়ানীদের আস্তানা উড়িয়ে ...য়ার হুমকি ও গত ৯ অক্টোবর ...টুয়াখালীতে ইসলামী শাসনতন্ত্র ... মৌলবাদীরা সমাবেশ ...দের অমুসলিম ঘোষণা ... আমরা

স্টাফ রিপোর্টার

রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন ... শক্তিশালী বিস্ফোরক রাখার ঘা... সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে ... তিন ব্যক্তিকে গতকাল মঙ্গ... আদালত থেকে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। এ... গতকালও নগরীর প্রবেশ মুখ, স... ও কেসরকারী ভবন ও স্পর্শ... স্থাপনাগুলোকে কঠোর নির... আওতায় রাখা হয়। গতকাল পু... বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা নগরীতে ... অভিযান অব্যাহত রাখে।

এদিকে জনকণ্ঠ ভবন থেকে ... মিরপুর ও বকশী বাজার মসজিদ... গ্রেনেড উদ্ধারের ঘটনা ... নিয়োজিত গোয়েন্দা টীম এই ... তিনজনকে গ্রেফতার করেছে। ... নিয়ে এই ঘটনায় মোট গ্রেফ... সংখ্যা দাঁড়ালো চার জনে।

গত সোমবার সন্ধ্যায় বিশে... ও ডিবি পুলিশের সমন্বয়ে ... একটি টীম কল্যাণপুরের ... সড়কের ৯নং বাসা থেকে ... ব্রামিন নামে একজনকে ... করেছে। রুহুল আমিন ... মারকাজুল ইসলাম ... পরিচালক ও মুন্সীগঞ্জ ... কলেজের বাংলা বিভাগের ... অপর দু'জন হচ্ছে— মোঃ স... মেজবা ও শহীদুল ইসলাম ... এই সংগঠনের প্রকাশনা ...

আর শহীদুল ইসলাম একই ... প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ... কামরাঙ্গীরচর ও মোহাম্মদ... থেকে গ্রেফতার করা হ... সংস্থা সূত্রে জানা যায়, খুলন... বোমা বিস্ফোরণ ও ঢাকা ... গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বোমা পে... অভিযোগে ৫৪ ধারায় এদে... করা হয়। উল্লেখ্য, নেপ... শামসুর রহমানসহ বু...

হত্যার অভিযোগে রুহুল আমিন ... জানুয়ারিতে রুহুল আমিন ... করেছিল। পরে সে হাই... জামিন লাভ করে।

গ্রেফতারকৃত তিনজন ৫ ... আমাদের কোর্ট রিপো... গতকাল মঙ্গলবার আ... ইসলাম সংগঠনের ৩ জন ... করে ৭ দিনের পুলি... আবেদন করে সিএমএ... পাঠানো হয়। মহানগর ... চন্দ্র দাস তাদের জামি... নাকচ করে দিয়ে ৫ ... রিমান্ডের নির্দেশ। সেন... অভিযুক্তদের পক্ষে জা... করেন ব্যারিস্টার র... মিয়া। তিনি বলেন, এ... সাথে জড়িত নয় ... রাজনৈতিকভাবে হয়রা... এই মামলার আসামী ... এটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ... জামিনের বিরোধিতা ... ইন্সপেক্টর আলকা জাম...

তিনজনকে জিজ্ঞা... বোমা ও গ্রেনেডে ... নিয়োজিত গোয়েন্দা ... সন্ধ্যার পর থেকেই ... জিজ্ঞাস...

...জেদ, নূরুদ্দিন, জাহাঙ্গীর ও মহিবুল্লাহ —জনকণ্ঠ

...গ্রেনেড হামলায় হত ৬

...ছেন আব্দুর রাজ্জাক, মমতাজ উদ্দিন, আহসান জামিল, ...ক এনামুল, চঞ্চল, শহীদুল, রবিউল, আলী মৃধা, ...বুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ, হাফেজ মনসুর ...মেদ প্রমুখ। তাঁরা খুলনার বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ...ৎসাধীন রয়েছেন।

...ক্ষদর্শী জানায়, শুক্রবার দুপুর একটা ৫৫ মিনিটে খুলনার ...লা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত আহমদিয়া মুসলিম ...ায়াত মসজিদ মিশন কমপ্লেক্সের ভিতর মসজিদের ...ম জুমার খুতবা পাঠ করছিলেন। মুসল্লিরা খুতবা শোনার ... আকস্মিকভাবে একটি বিকট আওয়াজে মসজিদভবন ...ম্পিত হয়ে ওঠে। মেহরাবের কাছে গর্ত সৃষ্টি করার পর ...বিস্ফোরকটি দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে যায়। সমস্বরে ...বিদারী চিৎকার দিয়ে মুসল্লিরা দিগ্বিদিক ছোটাছুটি

(২- পৃষ্ঠা ২-এর ৩য় দেখুন)

...নায় (প্রথম পাতার পর)

করতে থাকেন। সিলিং ফ্যান খুলে ...মুসল্লিদের ওপর। টিনের চাল ফাঁক হয়ে যায়। পার্শ্ববর্তী ...সিক এলাকাও থরথর করে কেঁপে ওঠে। লোকজন ঘর ছেড়ে ...য়ে আসে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ঘটনাস্থল ...দের ভিতর দুই মুসল্লি তাৎক্ষণিক নিহত হন। এঁরা হলেন ...ন মানি চেম্বারের কর্মচারী নূরউদ্দিন আহমেদ ও সরকারী ...খান কমার্স কলেজের ছাত্র জাহাঙ্গীর। আহত মুসল্লিরা ...দের ভিতর এলোপাতাড়ি অবস্থায় পড়ে থেকে কাতরাতে ...ন। রক্তে রঞ্জিত হয় মসজিদের ফ্লোর। গ্রেনেড বিস্ফোরণে ...নর কাতারে বসে থাকা মুসল্লিরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁদের ...পা, চোখ-মুখসহ দেহের বিভিন্ন অংশে ঝলসে যায়। আতঙ্কিত ...র্তী এলাকার লোকজন মিনিট পাঁচেক পর মুসল্লিদের চিৎকার ... মসজিদের দিকে এগোতে থাকেন। এলাকাবাসী রিক্সা ... আহতদের খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও সদর ...তালে পাঠায়। কিছুক্ষণ পর খবর পেয়ে ছুটে আসে পুলিশ ও ...ল সদস্যরা। তারা উদ্ধারকাজে অংশ নেয়। খুলনা সদর ...তালে আনার পর মসজিদ মিশন কর্মকর্তা এম এ মাজেদ ও ...ব মহিবুল্লাহ এবং মুসল্লি আব্দুস সোবহান ও আকবর মারা ... মসজিদের ইমামসহ আরও দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ...ডাক্তাররা জানিয়েছেন।

...দিয়া মুসলিম জামায়াত মসজিদ মিশন কমপ্লেক্সে রয়েছে ...জের ঘর, অফিস, লাইব্রেরী, দাতব্য চিকিৎসালয় ও আবাসিক ... কমপ্লেক্সের চারপাশে দেয়াল দিয়ে ঘেরা। অপরিচিত ...দের জন্য এই কমপ্লেক্সে প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত। জুমার ...জের সময় প্রবেশ অধিকার শিথিল থাকে। মসজিদের দু'টি ... ছিল খোলা। মুসল্লিরা তাকিয়ে ছিলেন ইমামের খুতবা পড়ার ...। ইমাম ধর্মগ্রন্থের দিকে তাকিয়ে খুতবা পড়ছিলেন। ...টি বিস্ফোরিত হয় মেহরাবের পা ঘেঁষে ...

বিস্ফোরণের পর গ্রেনেডের টুকরো অংশ হাতের তালুতে —জনকণ্ঠ

এদিকে গ্রেনেড বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, পবিত্র মসজিদে যেন নারকীয় তাণ্ডব ঘটে গেছে। মুসল্লিদের হাত, পা, আঙুল, মগজসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ...

দৈনিক মাতৃভূমি
বুধবার, ২৮ আশ্বিন ১৪০৬ □ ১৩ অক্টোবর ১৯৯৯

অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতায় জড়িত সন্দেহে তিন ব্যক্তি গ্রেপ্তার

প্রতিবেদক : সারাদেশে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার সঙ্গে জড়িত ... ইসলামি সাহায্য সংস্থার ... তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ... রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। গত সোমবার রাতে ... মোহাম্মদপুর থানা এলাকার বাবর রোডস্থ মারকাজুল ইসলামের কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে ... গোয়েন্দা পুলিশ বাংলাদেশে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শহীদুল ইসলাম, কর্মী রুহুল আমীন ও সাইদ আহমদকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ মারকাজুল ইসলামের ...

(এর পর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫)

...ঘাতমূলক তৎপরতায়

(প্রথম পাতার পর)

... ধারণা করা হচ্ছে। ... গতকাল মঙ্গলবার গ্রেপ্তারকৃত তিনজনকে মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করে দুটি অভিযোগে পৃথকভাবে ১৪ দিনের রিমান্ডের আবেদন করা হয়। আদালত ৫ দিন করে মোট ১০ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। গতকাল ... মারকাজুল ইসলামে গোয়েন্দা পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ ...

আহমদিয়া মুসলিম জামাতের ...

বোমাবাজির ঘটনার জন্য মৌ... সংগঠনগুলোই দায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদক : আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের নেতৃবৃন্দ এক স... খুলনা ও ঢাকায় তাদের মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ ও বোমা পেতে রাখা... তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত ও অপরাপর মৌলবাদী সংগঠনকে দা... আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের বকশীবাজারস্থ প্রধান কার্যালয়ে আয়োজি... সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, সুপরিকল্পিতভাবে মুসলিম জামায়াতের ওপ... পরিচালনা করা হয়েছে। ... মুসলিম জামায়াতের ন্যাশনাল আমির আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী ... বক্তব্য পাঠ করেন। অন্যান্যের মধ্যে সাবেক ন্যাশনাল ...

বোমাবাজির ঘটনার জন্য

(প্রথম পাতার পর)

... আলী, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, এ কে রেজাউল করিম, ... গত শুক্রবার জুমার নামাজের সময় খুলনার নিরালা এলাকায় মুসলিম জামা... মসজিদে বোমা হামলায় ৬ জন নিহত এবং আরো ২৫ জন আহত হয়। ... বোমা উদ্ধার করা হয় এবং এ ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ...

তৃতীয় নয়ন

সময় নেই সময় নষ্ট করার–

গত কয়েকদিন যাবৎ বোমা নিয়ে বেশ তোলপাড় চলছে। খুলনার আহমেদিয়া মসজিদে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে ৬ জন মুসল্লির মৃত্যু ঘটল, আহত প্রায় ২৬ জন। প্রায় একই সঙ্গে শক্তিশালী এন্টি ট্যাঙ্ক মাইন আবিষ্কৃত হলো জনকণ্ঠ ভবনে। একটি ব্রিফকেসের মধ্যে রাখা ছিল বোমাটি। বোমাটি ফাটলে জনকণ্ঠ ভবনটি তো বিধ্বস্ত হতোই আশপাশের একশ' মিটার এলাকার ভবনসমূহও ক্ষতিগ্রস্ত হতো। ঐ সময়ই পাওয়া গেল আর একটি শক্তিশালী বোমা মিরপুর মাজারের কাছে। এর দু'দিন যেতে না যেতেই বখশিবাজারের আহমেদিয়া মসজিদের ভেতরে পাওয়া গেল আরো দুটি শক্তিশালী বোমা। সবারই ভেতরে প্রশ্ন কে বা কারা এই বোমা বিছিয়ে রেখেছিল? কী ছিল তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য?

খুলনার আহমেদিয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণের দুঃখজনক ঘটনা ঘটার পর চরমোনাইয়ের পীর এক নিষ্ঠুর মন্তব্য করলেন একরকম তড়িঘড়ি করেই। তিনি বললেন, এ কাজ ঐ আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনই করেছে। সরকার বিরোধী কোন কোন মহল প্রচারণা চালাতে শুরু করল, বোমার ঘটনা সরকারেরই সাজানো ব্যাপার। আবার কারও কারও মন্তব্য এরশাদের (এরশাদ শিকদার) ঘটনা থেকে দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার জন্যই এই বোমার আবির্ভাব ঘটানো হয়েছে। এমনকি এ কথাও কেউ কেউ বলেছেন, কিছুটা রসিকতা করে যে, আর কোন পত্রিকা অফিসে বোমা পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল কিনা ঐ জনকণ্ঠ অফিসে! নিশ্চয়ই এর পেছনে অন্য কোন কারণ আছে-রহস্যজনক ব্যাপার আছে। আবার সরকারি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ এক সুগভীর ষড়যন্ত্রেরই ফসল। শেখ হাসিনাকে সপরিবারে হত্যার যে ষড়যন্ত্র হচ্ছে তারই ধারাবাহিকতা এই বোমা এপিসোড। এর পেছনে বিরোধীদলের হাত রয়েছে। অর্থাৎ এক এক মহল এক একভাবে এ ব্যাপারে 'অভিজ্ঞ' মত দিয়ে গোটা ব্যাপারকে হালকা এবং সংশয়াকীর্ণ করে তুলেছে। এ ধরনের কথাবার্তা কেন উঠছে সে ব্যাপারটা একটু পরেই আলোচনা করব। এখন ঐসব মন্তব্য নিয়ে কথা বলি।

> জানি না কেন আমাদের দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলো এতখানি উদাসীন। সরকার এ ব্যাপারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা হয়ত নিচ্ছে, পুলিশ মোতায়েন করছে কিংবা প্রচুর সাবধানতা নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এটাই কি সব? আসলে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার। রাজনৈতিক শক্তিগুলো যদি হাত-পা গুটিয়ে সবকিছু প্রশাসনের ঘাড়ে চাপিয়ে বসে থাকে তাহলে এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। ষড়যন্ত্রকারীরা শক্তিশালী এবং বিদেশী শক্তি আছে তাদের পেছনে। একমাত্র রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতা ছাড়া এখন তাদের হটানো মুশকিল। এ কথাটা ভাবতে হবে সবাইকেই।

চরমোনাইয়ের পীর কেন এবং কিভাবে বললেন যে, এ কাজ আহমেদিয়া সম্প্রদায়েরই। কোন্ প্রমাণ এবং যুক্তির ভিত্তিতে তিনি বললেন এ কথা? তিনি কি জানেন না যে, আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রধানত নিরীহ এবং কোনরকম ঝুটঝামেলায় জড়াতে চায় না। তারা লেখাপড়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সাতচল্লিশে পাকিস্তান হবার পর মাওলানা মওদুদী যখন ভারত থেকে পাকিস্তান এলেন তখন তার সৃষ্ট জামাতে ইসলামীর কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক অস্তিত্ব ছিল না। তিনি নিজেকে আলোচিত করার জন্যে একটি দাঙ্গা বাধিয়ে দিলেন। কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণার দাবিতে এই দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটানো হলো। কাদিয়ানী নির্মূল করার সেই মর্মান্তিক অভিযানে যে কত নিরীহ মানুষের প্রাণ সংহার করা হলো তার ইয়ত্তা নেই। শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারকে এ ব্যাপারে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। একসময় যিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন সেই লেঃ জেনারেল আজম খানকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল দাঙ্গা দমনের। সেই প্রথম পাকিস্তানে আংশিক সামরিক শাসনও জারি করতে হয়েছিল। আজম খানের দক্ষ হস্তক্ষেপে সেই দাঙ্গা ঠেকানো হয় এবং মওদুদীসমেত তার সাঙ্গপাঙ্গদের দাঙ্গা বাধানোর দায়ে গ্রেফতার করা হয়। নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় জামাতে ইসলামকে। মওদুদীর বিচার হয়েছিল এবং বিচারে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানোর আদেশ দেয়া হয়েছিল। মওদুদীর প্রাণরক্ষার জন্যে সেসময় কয়েকজন রাজনীতিকও আবেদন জানিয়েছিলেন এবং মওদুদীকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে ক্ষমা করা হয়েছিল। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে বিরোধী শিবিরে তিনি ভাঙন ধরানোর চেষ্টা করবেন এবং বিভিন্ন সময় এমনসব ইস্যু নিয়ে কথাবার্তা বলবেন যাতে পাকিস্তানের গণবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন কখনও দানা বেঁধে উঠতে না পারে। কাদিয়ানীদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে আমার কোন ধারণা কিংবা আগ্রহ নেই। তবে অন্ততপক্ষে এটুকু ধারণা আমি পেয়েছি অতীত ঘটনা থেকে যে, আহমেদিয়া সম্প্রদায় বা কাদিয়ানী সম্প্রদায় অত্যন্ত নির্বিরোধী এবং অহিংসবাদী। আর তাদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের কিংবা রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণের কোন বাসনা কদাচ ছিল না। তাহলে তারা কেন নিজেদের মসজিদ নিজেরা ধ্বংস করতে যাবে? বরং তারা তো চেষ্টা করবে ধ্বংসের হাত থেকে কিংবা কোনরকম ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের হাত থেকে নিজেদের সম্পদকে রক্ষা করার। কারণ তারা তো অন্তত এটুকু বোঝে যে, যদি একবার তাদের কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয় তখন এই বৈরী পরিবেশে সেটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার হবে। দ্বিতীয়ত তারা কেন নিজেদের লোকদের হত্যা ফাঁদ পাতবে যখন তারা সম্প্রদায়গতভাবে এত গভীরভাবে সম্পর্কিত? তৃতীয়ত তারা যদি অঘটন কিছু ঘটাতেই চায় তাহলে তো সেটা অন্য জায়গাতেই ঘটাতে পারে। এতে করে তারা কখনও কোন সন্দেহ তালিকায় পড়বে না। চতুর্থত এমন কি ঘটনা এখন ঘটল যে তাদেরকে নিজেদের আত্মধ্বংসী কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে? কেন তারা বলা নেই, কওয়া নেই এত মারমুখী হয়ে যাবে? পঞ্চমত দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি করে তারা কীভাবে লাভবান হবে? এ ধরনের ঘটনার পেছনে এ কথাটি আমার মগজে কিছুতেই ঢুকছে না। তবে আমি মোটামুটি মোটিভ খুঁজে পাই চরমোনাইয়ের পীরদের মতো ধর্মব্যবসায়ী এবং ধর্মজীবীদের কথাবার্তায়। প্রথমত ঐ ধরনের ধর্মব্যবসায়ীরা কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিটা করে আসছিল বেশকিছুদিন যাবতই। পাকিস্তানের বিভিন্ন কাদিয়ানীবিরোধী কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারিত রূপ তারা বাংলাদেশেও দেখানোর জন্য তৎপর ছিল। অতএব কাদিয়ানীদের ব্যাপারে তাদের সেই কর্মকাণ্ডেরই একটি প্রতিফলন হিসেবে এই ঘটনাকে দেখা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত দেশের বেশ কিছু মৌলবাদী সংগঠন এভাবে হুমকি দিয়েছিল যে, যদি অবিলম্বে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা না করা হয় এবং তাদের ধর্মীয় কার্যক্রম বন্ধের কোন উদ্যোগ না নেয়া হয় তাহলে তারা নিজেরাই সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই ঘটনাকে যদি সেই ব্যবস্থারই বাস্তব রূপ হিসেবে দেখা হয় তাহলে কি ভুল হবে? তৃতীয়ত দেশে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর সহিংস তৎপরতা ক্রমশ

বাড়ছে এবং তারা এই মর্মে হুমকি দিয়ে চলেছে যে, তারা বাংলাকে আফগানিস্তান বানিয়ে ছাড়বে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জায়গায় তাদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণও দেয়া হচ্ছে এবং তারা তাদের নেটওয়ার্কও তৈরি করে ফেলেছে। একদিকে তারা প্রকাশ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রগতিবিরোধী ফতোয়া দিয়ে চলেছে, মসজিদ এবং মাদ্রাসাকে তাদের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়নের গোপন আস্তানা বানিয়েছে, অন্যদিকে তারা সরকারবিরোধী কথাবার্তা বলা ও সরকারের একাংশকে ধর্মীয় ভাবাবেগ দ্বারা বশীভূত করার কৌশলী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের কোন কোন অংশ রীতিমত 'জেহাদ' করার ডাকও দিয়ে ফেলেছে। তাদের এই 'জেহাদের'ই অংশ হিসেবে এই ধরনের নাশকতামূলক কাজ হতে পারে না কি? চতুর্থত তারা তাদের কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক পর্যায়ে টার্গেট হিসেবে আহমেদিয়া সম্প্রদায়কে বেছে নিয়েছে এই কারণে যে, এখানে যদি আঘাত করা হয় তাহলে অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া ততখানি প্রবল হবে না। কারণ এক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসকে খানিকটা ব্যবহার করা যাবে পুঁজি হিসেবে। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর সবকটাই যখন ধর্মকেই রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে তখন তারা তাদের পরীক্ষামূলক অপারেশন আহমেদিয়া সম্প্রদায়ের ওপর দিয়ে চালালেও তেমন উচ্চবাচ্য হবে না।

ঠাকুর ঘরে কে রে? আমি কলা খাই না-গোছের কথাবার্তা যারা গোড়া থেকেই বলতে থাকে তাদেরকে সন্দেহ তালিকায় রাখাটা কি খুব একটা ভুল হবে? আমরা দেখছি কীভাবে গোপনে ভয়ঙ্কর সব অস্ত্রপাতি ঢুকছে দেশের ভেতরে। একদিকে গোপনে ওরা যত গুছাচ্ছে, প্রকাশ্যে ওরা ততই তড়পাচ্ছে। আর আমাদের সরকার, সরকারি দল এবং প্রশাসন অদ্ভুতভাবে চোখ বন্ধ উট পাখির মতো বালিতে মুখ গুঁজে রয়েছে।

জনকণ্ঠ ভবনে বোমা নিয়েও রটানো হচ্ছে শত কথা। কেন এটা সাজানো নাটক হবে? এত সাধ করে গড়া ভবন, এত আধুনিক যন্ত্রপাতি, এত দক্ষ কর্মশক্তি সব যদি কেউ নিজেই উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করে তাহলে বলতে হবে সে বদ্ধ উন্মাদ। জনকণ্ঠের মালিক কিংবা পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের কারো মধ্যে এই ধরনের উন্মাদনার কোন চিহ্ন কেউ কখনও দেখেছে বলে তো মনে হয় না। তাছাড়া এর পেছনে তো আত্মবিনাশী কোন মোটিভ থাকার অবকাশই নেই। তাহলে এই বোমা ব্রিফকেসে করে কেন এলো? কারা নিয়ে এলো এবং তাদের মোটিভ কি হতে পারে?

আমরা যদি জনকণ্ঠ, সংবাদ, প্রথম আলো, ভোরের কাগজ পত্রিকাগুলোর গত তিন বছরের ভূমিকা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব এসব পত্রিকা দেশে মৌলবাদী সংগঠনগুলোর কোন কোন অংশের সশস্ত্র তৎপরতা সম্পর্কে প্রচুর প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছিল। সিলেটে তালেবানি প্রশিক্ষণ শিবির সম্পর্কে প্রথম খবর পরিবেশন করেছিল সংবাদ এবং সেটাকে তখন খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয় নি। সংবাদ-এর ভেতরের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত ঐ খবরটি চাপা পড়ে যেত যদি তখন সেটা নিয়ে আমি ভোরের কাগজে কোন উপসম্পাদকীয় না লিখতাম। এরপর জনকণ্ঠ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে। এরপর ভোরের কাগজ এবং তারপর প্রথম আলো ও সংবাদ এ নিয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধান চালালে অনেক তথ্য উদঘাটিত হয়। এই ধারাবাহিক প্রয়াস এবং অনুসন্ধানী উদ্যোগ নস্যাৎ করার জন্য কেউ যদি এই ধরনের নাশকতামূলক কাজ চালায় তাহলে সেটা কি সাজানো নাটক বলতে হবে? ব্যাপারটি যদি সাজানোই হয়ে থাকে তাহলে বলতে হবে এটা সাজিয়েছে তারাই যারা বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক চক্রের নাটকের মঞ্চায়ন দেখতে চায়। আহমেদিয়া মসজিদগুলোতে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এক ফাঁকে একটি ভয়ধরানো হুমকি দিয়ে দিতে চায় বলেই এই কাজটি করা হয়েছে। এতগুলো শক্তিশালী বোমা কিংবা মাইন সংগ্রহ করা এবং সেগুলো জায়গামতো ছড়িয়ে দেয়ার কাজটি সংগঠিত শক্তি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এটা একটা শিশুও বোঝে। এই সংঘবদ্ধ এবং সংগঠিত শক্তির মোটিভও আজ আর কারও অজানা থাকার কথা নয়।

একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যে, কোন কিছু ঘটলেই সেটাকে সাজানো ঘটনা বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা হয়। এটা একটি চতুর কৌশল। এটা করলে আক্রান্ত পক্ষই এমনভাবে সেল্‌ফ ডিফেন্সে চলে যায় যে এর ফলে আসল চক্রান্তকারীরা অনায়াসে গা ঢাকা দিতে পারে এবং প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণভাবে চাপা পড়ে যায়। আমরা যদি পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটি তাহলে দেখতে পাব কতসব বড় বড় ঘটনা আড়ালে পড়ে গেছে। কোথায় কেউ কি এখন আলোচনা করে সেই ট্রলারে অস্ত্রশস্ত্রের গোপন চালান আসার কথা? কেউ কি আলোচনা করে সেনাবাহিনীর কোন কর্মকর্তার ঠিকানায় গোলাবারুদের চালান আসার গোপন কাহিনীর কথা? সবই চাপা দেয়া হয়েছে সাজানো নাটকের কথা বলে। এসব কথা তারাই বলে যারা চায় এই ষড়যন্ত্র অনুদ্‌ঘাটিত থাকুক। ছিনতাইকারী যেভাবে নিরীহ পথচারীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নেয়ার পর সেই হতভাগ্যটাকেই আবার ছিনতাইকারী হিসেবে পিটিয়ে মেরে ফেলে, এখানেও ঘটছে সে রকম ঘটনা।

জানি না কেন আমাদের দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলো এতখানি উদাসীন। সরকার এ ব্যাপারে প্রশাসনিক ব্যবস্থা হয়ত নিচ্ছে, পুলিশ মোতায়েন করছে কিংবা প্রচুর সাবধানতা নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এটাই কি সব? আসলে প্রয়োজন রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার। রাজনৈতিক শক্তিগুলো যদি হাত-পা গুটিয়ে সবকিছু প্রশাসনের ঘাড়ে চাপিয়ে বসে থাকে তাহলে এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। ষড়যন্ত্রকারীরা শক্তিশালী এবং বিদেশী শক্তি আছে তাদের পেছনে। একমাত্র রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতা ছাড়া এখন তাদের হটানো মুশকিল। এ কথাটা ভাবতে হবে সবাইকেই।

-আবেদখান

(সৌজন্যে-দৈনিক সংবাদ ১৩-১১-৯৯)

খুলনায় কাদিয়ানী মসজিদে শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে নিহত ৬ ঃ আহত ৩০

খুলনা ব্যুরো ঃ নিরালা আবাসিক এলাকার দক্ষিণ কোণে আহম্মাদিয়া মুসলিম জামাত (কাদিয়ানী) মসজিদে শক্তিশালী বোমা হামলায় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক নূর উদ্দিন (৩৪), ডাঃ আঃ মাজেদ (৫০), মুহীবুল্লাহ (৩০), আঃ সোবহান (৬৫) ও মোঃ জাহাঙ্গীর (২৭) নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছে কমপক্ষে ৩০ জন তাদের মধ্যে ১৫ জন এখনও হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ..... প্রত্যক্ষদর্শীদের সূত্রে জানা গেছে, বিকট আওয়াজের পরপরই এলাকার ওয়ার্ড কমিশনার আসাদুজ্জামান লিটু ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। এই সময় তার সহযোগীরা এলাকাটি ঘিরে রেখেছিল এমনকি সাংবাদিকদের প্রবেশে বাধা প্রদান করে।

এদিকে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় দেরাদুন মিলিটারী একাডেমী হতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জানান, এই হামলাটি দেখে মনে হয় মসজিদের পিছন দিয়ে যে কেউ গ্রেনেড ছুঁড়ছে। জানান, এটি আগে থেকে পেতে রাখা কোন বোমা নয়। তিনি ক্ষয়ক্ষতি দেখেও মন্তব্য করেন যে এটি গ্রেনেড হামলা। ..... ঘটনাস্থলের পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গতকাল এই গ্রেনেড হামলার পরপরই একপর্যায়ে পুলিশ ২৪নং ওয়ার্ড কমিশনারকে খোঁজ করেন। কিন্তু তিনি বা তার কোন সহযোগীকে আর পুলিশ পায়নি। পুলিশ কমিশনার লিটুর খোঁজে তার ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়টি তল্লাশী করে কয়েকটি দা উদ্ধার করেছে। তবে গুলিও পাওয়া গেছে বলে একটি সূত্র দাবি করে। পুলিশ কমিশনার লিটুর খোঁজে তার কয়েকজন আত্মীয়দের বাড়িতেও তল্লাশী চালায়। তবে এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। .....

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে এলাকার কিছু সংখ্যক যুবকদের ব্যাপক তৎপরতা হতে দেখা গেছে। এই সূত্র জানায়, নিরালা এই এলাকাটি অনেকটা নিরিবিলি ও পুলিশের চলাচল থেকে নিরাপদ থাকায় এরশাদ শিকদারের সহযোগীরা অবস্থান নিয়েছিল। এ ব্যাপারে স্থানীয় পত্রিকাতেও সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল। এই সূত্রে জানা গেছে, এই এলাকাটি একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির জন্য এতই সংরক্ষিত যে বাইরে হতে এখানে বৈধ বা অবৈধ অস্ত্র বহন করে কেউ আসলেই সাথে সাথে খবর হয়ে যায়। এই এলাকাতে অপরিচিত লোকদের চলাচলও একেবারেই সংরক্ষিত। .....

(সৌজন্যে ঃ দৈনিক লোকসমাজ খুলনা ঃ ৯/১০/৯৯)

গদ্য কার্টুন

মানুষ, তোমাকে বলি...

একটা টিয়াপাখি। কথা বলতে পারে। সকালবেলা বলে গুড মর্নিং, সন্ধ্যায় বলে গুড ইভিনিং। আর রাত্রি যখন গভীর হয়, তখন যদি হঠাৎ কোনো শব্দ-টব্দ হয়, সে বলে ওঠে, শব্দ কিসের, চোর নাকি!

বাড়িতে দুলাভাই এসেছেন। তিনি তো আর এতকিছু জানেন না। রাত্রিবেলা ঘুম থেকে উঠেছেন –সদুদ্দেশ্যেই, অমনি টিয়াপাখির তীক্ষ্ণ চিৎকার, শব্দ কিসের, চোর নাকি!

সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল লোকজন। চোর নাকি, চোর নাকি। চোরই বটে। শ্যালক-শ্যালিকাগণ দাঁত কেলিয়ে হাসে।

একদিন দুদিন তিনদিন। টিয়াপাখি আর দুলাভাইকে চিনে উঠতে পারে না। প্রায়ই দুলাভাই ধরা খান। বাচ্চারা তাকে চোরা খালু বা চোর ফুপা বলে ডাকতে শুরু করে।

শেষে দুলাভাই ক্ষেপে যান। একদিন বাসায় কেউ নেই। দুলাভাই একা পাখিটাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্য দুলাভাই খাঁচার ধারে যান। খাঁচার দরজা খুলে খপ করে সেটাকে ধরে ফেলেন। শক্ত তার দিয়ে তাকে ভালো করে বাঁধেন। তারপর শিলপাটার কাছে যান। পাটার ওপর রাখেন পাখিটাকে। আর শিলটা হাতে তুলে নিয়ে পাখিটার মাথা বরাবর সর্বশক্তি দিয়ে আঘাত করেন। পাখির মাথাটা থেঁতলে যায়। মগজ ছিটকে এসে পড়ে দুলাভাইয়ের কপালে। রক্ত ফিনকি দেয়। আর্তনাদ, গোঙ্গানি, রক্ত, মগজ, থেঁতলানো পালক-মাংস-হাড়-দুর্বিষহ এক দৃশ্য রচিত হয়। পাখিটা মারা যায়।

২.

প্রিয় পাঠক, এই পাখির মৃত্যুদৃশ্যটা কি আপনাকে ব্যথিত করছে না! আপনার মন খারাপ করে দিচ্ছে না!

আমি জানি, দিচ্ছে। মানুষ মাত্রই সহৃদয়, মমতাময়। এ ধরনের দৃশ্য বা ঘটনা বা বর্ণনা সে সহ্য করতে পারে না।

আর বাঙালি-হৃদয় খুবই নরম। এর আগে আমি লিখেছিলাম, বাংলাদেশের মানুষের মূল ধারাটা সহৃদয় বিবেকবান। তারা যা সত্য বলে জেনেছে তা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে পারে, কিন্তু অন্যের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে না। নইলে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই-এ দাবিতে মিছিল করতে গিয়ে কতজন প্রাণ দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, কিন্তু কেউ মোশতাক বা স্বঘোষিত খুনিদের গাড়িতে একটা ঢিল পর্যন্ত মারে নি। একই কথা আমরা বলতে পারি, গোলাম আযমের ফাঁসির দাবি প্রসঙ্গে। গণআদালতের ফাঁসির রায় কার্যকর করো, এ দাবিতে কতজন প্রাণ দিয়েছে, ঢাকায় চট্টগ্রামে-কিন্তু গোলাম আযমের ছায়াটিকেও কেউ আঘাত করে নি।

এটা হলো বাঙালিদের সাধারণ চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। এরা করুণাময় ক্ষমাশীল।

কিন্তু এর উল্টোপিঠটা ভয়ঙ্কর, মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল অন্ধ-অন্ধকারের শক্তিরা বড় নির্মম। বঙ্গবন্ধু শিশুপুত্র কিংবা বঙ্গবন্ধুর গর্ভবতী পুত্রবধুকে তারা হত্যা করেছে। '৭১ সালে এরা তালিকা করে করে বাড়ি থেকে হাত বেঁধে, চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে গেছে অনেক ক্ষেত্রে নিজের শিক্ষককে এবং হত্যা করেছে–তাদের মতাদর্শ তাদের কতটা অন্ধ, নিষ্ঠুর, ভয়ঙ্কর করে তোলে।

৩.

একটা টিয়াপাখির মাথা একটা পাথরে রাখা হলো। আরেকটা পাথর তুলে থেঁতলে দেওয়া হবে তার মস্তক। এ ঘটনা ঘটানোর আগে আপনি আঁতকে উঠবেন, মিনতি করবেন, থামো।

কিন্তু চিন্তা করুন খুলনার কলেজ ছাত্র জাহাঙ্গীরের কথা। কলেজে পড়ে সে। টগবগে যুবক। তার ওপরে কত আশা তার বাবা-মার, ভাইবোনের, আত্মীয়স্বজনের। হয়ত দুপুরবেলা ঘর থেকে বেরোবার আগে বলে গেছে, দেখিস, আজ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে খেলায় পাইলট সেঞ্চুরি করবে।

দুপুর গড়িয়ে গেল। খেলা এগিয়ে চলছে। পাইলট করল অপরাজিত ৫৩। কিন্তু জাহাঙ্গীর আর ফিরল না ঘরে। দুপুরবেলা সে গিয়েছিল তাদের মসজিদে নামাজ পড়তে।

ওখানে পেতে রাখা বোমার বিস্ফোরণে উড়ে গেল তার হাত-পা। ওই তো পড়ে আছে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। এখানে-ওখানে পড়ে আছে মানুষেরই রক্ত, মাংসের দলা, উড়ে যাওয়া কান।

এভাবে মরে গেল ছয়জন। আহত হলো আরও কতজন। মানুষের আহাজারিতে-আর্তনাদে-চিৎকারে-গোঙ্গানিতে ভারি হলো মসজিদ চত্বর, হাসপাতাল, ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল স্বজন হারানোর কান্না।

৪.

এমন মৃত্যু কারোরই পাওনা নয়। মানুষ কেন মানুষকে মারতে যাবে এভাবে। ওদের অপরাধ, ওরা একটি বিশেষ মতবাদে বিশ্বাস করে-যার সঙ্গে অন্যদেরটা মেলে না!

কিন্তু মতপার্থক্য, বিশ্বাসের পার্থক্যের জন্য মানুষ হত্যা করবে মানুষকে-এটা হতে পারে! যা কল্পনা করতেও কষ্ট হয়, বাস্তবে তাই ঘটল! শুধু মসজিদ? সংবাদপত্র অফিসে পর্যন্ত বোমা পাতা হলো! ওই বোমা বিস্ফোরিত হলে আরও কত মায়ের বুক খালি হত, হায়রে! এটাকেই বলে সন্ত্রাসবাদ। কে মরবে, কে বাঁচবে-বিন্দুমাত্র মানবিকতা প্রদর্শন না করেই নির্বিচার মৃত্যুফাঁদ পেতে রাখা।

৫.

মনে হচ্ছে, জামায়াতের আদর্শিক গুরু মওলানা আবু আলা মওদুদীর প্রেতাত্মা আমাদের পিছু ছাড়েনি। মওদুদী, 'মুরতাদ কি সাজা ইসলাম মে' গ্রন্থে ফতোয়া দিয়েছিলেন, ইসলাম থেকে চ্যুত হওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। নানাভাবে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তাদের মতে যারা ইসলাম থেকে চ্যুত, তাদের কতল করতে।

অথচ হাদিসে আছে, 'কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে (মুসলমান) কাফের বলবে না। কোনো না কোনো ব্যক্তি অবশ্যই কাফের, কিন্তু কাউকে কোনো ব্যক্তি কাফের বললে, সে যদি কাফের না হয় তাহলে যে ব্যক্তি তাকে কাফের বলছে সে নিজেই তৎক্ষণাৎ কাফের হয়ে যাবে। আর যাকে কাফের বলেছে, সে যদি সত্যি সত্যি কাফের হয়, তাহলে সে আর কাফের থাকবে না, তার কুফরত্ব যে ব্যক্তি কাফের বলেছে, তার উপরে তৎক্ষণাৎ বর্তাবে (বোখারি ও মুসলিম শরিফ)।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় মওদুদীরা অন্যদের কাফের, মুরতাদ বলেই চলেছিল (এখনো চলছে না কি?)। জামায়াতিরা তেপ্পানো সালে পাঞ্জাবে এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গার সৃষ্টি করে। 'আহমদীয়া' সম্প্রদায়কে কাফের ঘোষণা করে। শত শত আহমদীয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে হত্যা করে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়, সম্পদ লুট করে, নারীধর্ষণ করে।

পরে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস রুস্তম কায়ানী এবং পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস মোহাম্মদ মুনীর এই নরহত্যাকাণ্ড সংঘটিত করার অপরাধে মওলানা মওদুদীসহ আরও ১৭ জন তথাকথিত উলেমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। এই মৃত্যুদণ্ড শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি, কমিয়ে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। মাত্র পঁচিশ মাস কারাভোগের পর ১৯৫৫ সালের ২৮ এপ্রিল তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। বিচারের বাণী নীরবে-নির্ভৃতে কাঁদে বলেই হয়ত বার বার মায়ের বুক খালি হয়।

৬.

আমরা জানি না, খুলনার মসজিদে বোমা হামলা কারা করেছে। জানি না, জনকণ্ঠ অফিসসহ অন্যত্র বোমা কারা পেতেছে। কিন্তু মানবতাবিরোধী, গণতন্ত্রবিরোধী মানুষের বেশে পশুর চেয়েও অধম এ অপরাধীদের প্রতি তীব্র ধিক্কার আমরা জানাই।

জানি না, এই সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ডের পেছনে অন্ধত্বের ও পশুত্বের কোন স্তরটি কাজ করছে। নিছক ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক অন্ধত্ব? নাকি রাজনৈতিক গূঢ় অভিসন্ধি? প্রতিশোধস্পৃহা? ক্ষমতার খেলা?

শুধু বলি, পশুত্বের বিরুদ্ধে জেগে উঠুক মানুষের মনুষ্যত্বটুকু।

আনিসুল হক ঃ কবি, সাংবাদিক ও লেখক।

সৌজন্যে ঃ দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর, ১৯৯৯

উটেচড়া নবী চাঁদেচড়া মানুষ

(৩৬তম কিস্তি)

মক্কা বিজয় এগিয়ে আসছে ঃ

হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তি অনুসারে আরবের বনু বকর গোত্রটি কুরাইশদের সাথে যোগ দেয় এবং খোজাআ নামক অপর একটি গোত্র আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে যোগ দেয়। উল্লেখ্য যে, আরবের কাফেররা কোন চুক্তি রক্ষার ব্যাপারে খুব একটা তোয়াক্কা করতো না, বিশেষ করে তা যদি হতো মুসলমানদের সাথে। বনু বকর ও খোজাআ গোত্রদ্বয়ের মাঝে বহু দিনের বিরোধ ছিলো। হুদায়বিয়ার সন্ধির কিছু দিন পর বনু বকর গোত্র মক্কাবাসীদের সাথে পরামর্শ করে খোজাআ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিবে স্থির করে এবং তা কার্যকর করার জন্য জোটবদ্ধ হয়ে বনু খোজাআকে রাত্রিকালে চোরাগোপ্তা হামলা করে বহু লোককে হত্যা করে। খোজআ গোত্র চুক্তিভঙ্গের এ খবর জানাবার জন্য তৎক্ষণাৎ চল্লিশ জন লোককে দ্রুতগামী উট দ্বারা মদীনায় পাঠায়। তারা হুযূর (সঃ)-এর নিকট এই দাবী পেশ করলো যে, সন্ধি মোতাবেক এখন আপনার কর্তব্য আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও তজ্জন্য মক্কা আক্রমণ করা। এতে তিনি জানালেন, তোমাদের দুঃখ আমার দুঃখ। আমি আমার অঙ্গীকারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠ।এই যে এখন বৃষ্টি পড়ছে [তখন বৃষ্টি হচ্ছিল] এবং যা প্রবল বেগে বর্ষিত হচ্ছে, ঠিক এমনি দ্রততার সাথে ইসলামি সৈন্যেরা তোমাদের সাহায্যের জন্য বর্ষিত হবে।

মক্কাবাসীরা যখন খোজাআ গোত্রের প্রতিনিধিদের এই খবর জানতে পারলো তখন তারা খুব ভীত হয়ে পড়ে। তারা আবূ সুফিয়ানকে মদীনায় প্রেরণ করে যেন সে যেভাবেই হোক মুসলমানদেরকে মক্কা আক্রমণ হতে বিরত থাকতে সম্মত করে। মদীনায় পৌঁছে আবূ সুফিয়ান নবী করীম (সঃ)-এর কাছে একথার উপর জোর দিতে থাকে যে, যেহেতু সে হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে উপস্থিত ছিল না, সেহেতু নতুন করে চুক্তি করতে হবে। আঁ হযরত (সঃ) তার একথার কোন জবাবই দিলেন না। কারণ জওয়াব দিলেই বিষয়টার জন্য আলোচনার ক্ষেত্র খুলে দিবে। এতে আবূ সফিয়ান হতাশ হলো। সে ঘাড়বে গিয়ে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিল, 'হে লোক সকল! আমি মক্কাবাসীদের পক্ষে আপনাদের জন্য নতুন করে শান্তির ঘোষণা দিচ্ছি।' এতে রসূল করীম (সঃ) বল্লেন, 'আবূ সুফিয়ান ! একথা তো বলছো তুমি এক তরফা। আমি তো তোমাদের সঙ্গে নতুন কোন সন্ধি করি নি।'

আঁ হযরত (সঃ) মুসলিম কবিলাগুলোর কাছে বার্তা পাঠালেন যেন তারা সত্বর তৈরী হয়। যখন খবরাদি এসে পৌছল যে, তারা তৈরী হয়ে গেছে এবং মার্চ করতে করতে পথিমধ্যে মিলিত হতে থাকবে। তখন হুযূর (সঃ) মদীনাবাসীকে অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তৈরী হতে নির্দেশ দেন। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারীতে এই সৈন্য বাহিনী মক্কা অভিমুখে যাত্রা করে। চতুর্দিক হতে মুসলিম গোত্রগুলো যোগ দিতে থাকে। যখন তারা ফারান মরুতে প্রবেশ করে তখন সুলায়মান (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজারে। এসব খবর পৌছুলে মক্কাবাসীরা খুব ভীত হয়ে পড়ে। জনতার চাপে আবূ সুফিয়ান মক্কা হতে এক মঞ্জিল পথ অতিক্রম করে এসে দেখতে পেলো যে, মরুভূমিতে আগুন জ্বলছে। তাতে মরুভূমি আলোকিত হয়ে ওঠছে।

হযরত (সঃ) হুকুম দিয়েছিলেন যে, সকল তাবুর সম্মুখে যেন আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়। আবূ সুফিয়ান তার সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করলো, 'ব্যাপার কী আসমান হতে সৈন্যবাহিনী নেমে এসেছে নাকি ? আরবের কোন কওমের সেনাবাহিনী তো এত বড় হতে পারে না ?'

এসব বিষয় নিয়ে যখন আবূ সুফিয়ান ও সঙ্গীদের মাঝে কথা-বার্তা হচ্ছিল তখন আওয়াজ এলো। 'আবূ হানাজালা ! (আবু সুফিয়ানের ডাকনাম)।' আবূ সুফিয়ান বল্লো, 'তুমি আব্বাস, এখানে কোথায় ?' আব্বাস (রাঃ) বল্লেন, 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সৈন্যবাহিনী সামনেই শিবির স্থাপন করেছে। তোমরা যদি শীঘ্র শীঘ্র একটা কিছু না কর, তা'হলে তোমাদের জন্য পরাজয় ও অপমান প্রস্তুত হয়ে আছে। এই সব কথা-বার্তার পর তিনি আবূ সুফিয়ানকে নিজের উটের পাশেই বসালেন ও দ্রুত আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) ভয় পাচ্ছিলেন যে, পাছে না উমর তাকে দেখতে পেয়ে মেরে ফেলে। উমর (রাঃ) তখন পাহারায় রত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আগেই বলে রেখেছিলেন, 'তোমাদের কারো সঙ্গে যদি আবূ সুফিয়ানের সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তাহলে তাকে হত্যা করবে না।'

[উল্লেখ্য যে, মক্কা বিজয়-এর বেশীর ভাগ লেখাই নবীনেতা পুস্তক অবলম্বনে লেখা হয়েছে। উক্ত পুস্তকের লেখক হলেন হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)]।

এই সকল ঘটনাবলী আবূ সুফিয়ানের মনে গভীর ভাবান্তর সৃষ্টি করে। আবূ সুফিয়ান দেখতে পেল যে, কয়েক বৎসর পূর্বে তারা আল্লাহ্‌র রসূলকে মাত্র একজন সঙ্গীসহ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছিল। আজ সাত বছর পার হতে না হতেই, তিনি দশহাজার পবিত্র সঙ্গীসহ কোন যুলুম, কোন জবরদস্তি ছাড়াই বৈধভাবে মক্কার দুয়ারে কড়া নাড়ছেন এবং মক্কাবাসীদের কোন শক্তি নেই যে, তাকে প্রতিহত করে। রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সমীপে আসতে আসতে আবূ সুফিয়ান এই জাতীয় চিন্তা ভাবনার কারণে এবং কিছুটা ভয়-ভীতিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তার এই অবস্থা লক্ষ্য করে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হযরত আব্বাসকে বললেন, 'তুমি আবূ সুফিয়ানকে সঙ্গে নিয়ে যাও এবং রাতে তোমার কাছেই রাখ। কাল ফজরে আমার কাছে নিয়ে আস।' সুতরাং আবূ সুফিয়ান রাত্রে আব্বাসের (রাঃ) সঙ্গেই থাকলো। প্রত্যুষে যখন তাকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নিকটে হাজির করা হলো, তখন ফজর নামাযের ওয়াক্ত। মক্কার লোকেরা ফজরের নামায পড়া সম্পর্কে কিছুই জানতো না, আবূ সুফিয়ান দেখলো যে, ফজরের ওয়াক্তে মুসলমানরা লোটা নিয়ে এদিকে

সেদিকে যাওয়া আসা করছে; কেউ অযূ করছে, কেউ বা নামাযের জন্য কাতার সোজা করছে। সে মনে করলো যে, তার জন্য বোধ হয় কোন নতুন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা হচ্ছে। কাজেই সে ভীত হয়ে হযরত আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলো, 'লোকগুলো এত ভোরে এসব কি করছে ?' আব্বাস (রাঃ) বল্লেন, 'তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই, এরা নামায পড়ছে, আবূ সুফিয়ান দেখতে পেল যে, হাজার হাজার মুসলমান রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেছে এবং যখন তিনি রুকূ করলেন তখন সকলেই রুকূ করছে, যখন তিনি সিজদা করছেন তখন সকলেই সিজদা করছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) পাহারারত থাকায় নামাযে শামিল হতে পারেন নি। তাঁকে আবূ সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলো, 'এখন এরা কি করছে ? আমি তো দেখছি, মুহাম্মদ (সঃ) যা করছে, এরা সবাই তা-ই করছে। আব্বাস (রাঃ) বল্লেন, 'তুমি অযথা কী ভাবছে ? এরা তো নামায আদায় করছে। কিন্তু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) যদি ওদেরকে হুকুম দেয়, খানাপিনা ছেড়ে দাও, তাহলে ওরা সবাই খনাপিনাও ছেড়ে দেবে।' আবূ সুফিয়ান বল্লো, 'আমি খসরুর দরবার দেখেছি, আমি কায়সারের দরবার দেখেছি। কিন্তু আমি তাদের জন্য তাদের জাতিকে কখনও এত আত্মনিবেদিত দেখি নি, যত আত্মনিবেদিত আমি দেখতে পাচ্ছি মুহাম্মদ (সঃ)-এর জাতিকে তার প্রতি'। নামায পড়া শেষ হয়ে গেলে হযরত আব্বাস আবূ সুফিয়ানকে নিয়ে মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলেন। আঁ হযরত (সঃ) বল্লেন, 'আবূ সুফিয়ান! এখনও কি সময় আসে নি তোমার উপরে এই সত্য প্রকাশিত হওয়ার যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবূদ নেই ?' আবূ সুফিয়ান বল্লো, 'আমার বাপ-মা তোমার জন্যে কুরবানী হউক, তুমি অতি বিনয়ী, অতি সম্ভ্রান্ত এবং অতিশয় শান্তি ও সমঝোতা প্রিয়, দয়াশীল মানুষ। আমি এখন তো এটা বুঝেছি যে, যদি আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য থাকতো, তাহলে সে আমাদের কিছু না কিছু সাহায্য করতো।'

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বল্লেন, 'হে আবূ সুফিয়ান! এখনও কি সময় আসে নি যে, তুমি এটা উপলব্ধি করো যে, আমি আল্লাহ্র রসূল ?' আবূ সুফিয়ান বল্লো, 'আমার বাপ-মা তোমার জন্যে কুরবানী হউক এ বিষয়ে এখনও আমার কিছু সন্দেহ আছে।'

কিন্তু আবূ সুফিয়ান ইতস্ততঃ করলেও, তার সঙ্গে আসা দুই ব্যক্তির উভয়েই মুসলমান হয়ে গেলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন হাকিম বিন্ হাযাম। এর পর আবূ সুফিয়ানও মুসলমান হন। ঈমান আনার পর হাকিম বিন হাযাম বললেন,

'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি কি এই সৈন্যবাহিনী গঠন করেছেন নিজের জাতিকেই ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য ?'

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বল্ছেন, 'ওরা যুলুম করেছে। ওরা পাপ করেছে। এবং তোমরা হুদায়বিয়ায় সম্পাদিত সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করেছ এবং খোজাআ গোত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করেছ। তোমরা সেই পবিত্র স্থানে যুদ্ধ করেছ, যে স্থানে আল্লাহ্ শান্তি স্থাপন করেছেন।'

হাকিম বল্লেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! ঠিক কথা। আপনার জাতি নিঃসন্দেহে এসব করেছে। কিন্তু আপনার উচিত ছিল, মক্কার উপর আক্রমণ চালানোর পরিবর্তে হাওয়াযিন গোত্রের উপরে হামলা চালানো।'

রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'ঐ গোত্রটা অত্যাচারী বটে, কিন্তু আমি আল্লাহ্র কাছে এই প্রত্যাশা রাখি যে, মক্কা বিজয়, ইসলামের বিজয় এবং হাওয়াযিনদের পরাজয়, এ সবকিছুই তিনি আমার হাতেই সম্পন্ন করবেন। এরপর আবূ সুফিয়ান বল্লেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! যদি মক্কার লোকেরা অস্ত্র ধারণা না করে, তাহলে কি ওরা নিরাপত্তা পাবে ?'

আঁ হযরত (সঃ) বল্লেন, 'হ্যাঁ, প্রত্যেক ব্যক্তি যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ রাখবে, তাকে নিরাপত্তা দান করা হবে।'

হযরত আব্বাস বললেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্ ! আবূ সুফিয়ান গৌরব ও সম্ভ্রম পসন্দকারী ব্যক্তি। সে চাচ্ছে যে, তার মান-ইজ্জত রক্ষার ব্যাপারেও যেন একটা কিছু করা হয়।'

আঁ হযরত (সঃ) বল্লেন, 'খুব ভাল কথা ! যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নিবে তাকেও নিরাপত্তা দান করা হবে। যে নিজের অস্ত্র পরিত্যাগ করবে তাকেও নিরাপত্তা দান করা হবে। যে ব্যক্তি হাকিম বিন হাযামের ঘরে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা দান করা হবে।'

অতঃপর আবূ রোয়াইহা (রাঃ) যাঁকে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আবিসিনিয়ার দাস বেলাল (রাঃ)-এর ভাই করে দিয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে বল্লেন, 'আমি এখন আবূ রোয়াইহার হাতে আমার পতাকা দিব এবং যে ব্যক্তি আবূ রোয়াইহার ঐ পতাকা তলে আশ্রয় নেবে তাকেও কিছু বলা হবে না।'

এবং তিনি হযরত বেলাল (রাঃ)-কে বল্লেন, 'তুমি তার সাথে হাঁটতে থাক এবং এই ঘোষণা করতে থাক যে, যে ব্যক্তি আবূ রোয়াইহার পতাকার তলে আশ্রয় নেবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে।'

এই আদেশের মধ্যে নিহিত ছিল কত সূক্ষ্ম, কত সুন্দর হেকমত! মক্কার লোকেরা বেলালের (রাঃ) পায়ে রশি বেঁধে মক্কার অলি-গলিতে টেনে, হ্যাঁচড়ে নিয়ে বেড়াতো। কাজেই আজ এই নিষ্ঠাবান প্রিয় সাথীটির জন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, আমাদের প্রতিশোধ হতে হবে ইসলামের মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তিনি তাঁর ভাইয়ের হাতে পতাকা দিয়ে খাড়া করে দিলেন এবং বেলালকে (রাঃ) বল্লেন, তিনি যেন ঘোষণা করতে থাকেন, 'যে কেউ আমার ভাইয়ের পতাকার তলে এসে আশ্রয় নিবে, তাকে নিরাপত্তা দান করা হবে। কত মধুর ও মহীয়ান ছিল এই প্রতিশোধ ! যখন বেলাল (রাঃ) উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকবেন,

'হে মক্কার অধিবাসীরা ! তোমরা এসো এবং আমার ভাইয়ের পতাকা তলে আশ্রয় গ্রহণ করো, তোমাদেরকে নিরাপত্তা দান করা হবে।'

তখন তাঁর হৃদয় থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা আপনা-আপনি প্রশমিত হয়ে যাবে এবং বেলালও (রাঃ) উপলব্ধি করেছিলেন, 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) আমার জন্য যে প্রতিশোধ-পন্থা ঠিক করেছেন তার চাইতে মর্যাদাপূর্ণ তার চাইতে উত্তম প্রতিশোধ আর কিছুই হতে পারে না'। (চলবে)

– মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)-এর স্বপ্ন ও দিব্য-দৃষ্টি

সংকলক - মির্যা খলীল আহমদ কমর

(দ্বিতীয় কিস্তি)

হামীদুর রহমানে পরিণত হওয়া

হুযূর (আইঃ) ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৮৫ তারিখে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত স্বপ্ন বর্ণনা করেন ঃ

শুক্র ও শনিবারের মধ্যবর্তী রাত্রে তাহাজ্জদের নামাযে আমার সাথে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যা বিভিন্ন দিক থেকে বিস্ময়কর।

তাহাজ্জদের নামায আরম্ভ হতেই আমার এমন মনে হলো যে, (অনুভব তো বলা উচিত নয় বরং) এক রঙ্গে যেন ডাক্তার হামীদুর রহমান হয়ে গেছি। ডাক্তার হামীদুর রহমান, যাঁর সম্বন্ধে আমি এখন উল্লেখ করছি তিনি একটি Symbol (প্রতীক) হিসেবে এসেছিলেন; কিন্তু প্রথমে আমি তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।

ডাক্তার হামীদুর রহমান সাহেব আমাদের খুবই নিষ্ঠাবান ও উৎসর্গীত আহমদী। সীমান্ত প্রদেশের লোক তিনি। তিনি সীমান্ত প্রদেশের খলীলুর রহমান সাহেবের পুত্র এবং আমেরিকাতে ডাক্তারী করেন আর ডঃ প্রফেসর আব্দুস সালাম সাহেবের জামাতা। তিনি খুবই পুণ্যবান ও পবিত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী। জামাতের কাজে বেশী বেশী অংশ নেন এবং কুরবানী করার ব্যাপারে অগ্রগামী। খুবই সাসাসিদে এবং বিনয়ী স্বভাবাপন্ন। সুতরাং এ ঘটনা কিছুটা এভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

তাহাজ্জুদের নামায আরম্ভ হতেই, ঐ নামায যেন আমি পড়ছিলাম না বরং আমি ও হামীদুর রহমান এক সত্তায় পরিণত হয়ে পড়ছিলাম। আমাদের মাঝে কোন পার্থক্য ছিলো না, এ ঘটনা তড়িঘড়ি করে হয় নি যে, আসলো আর চলে গেলো। বরং বিস্ময়ের কথা এই যে, তাহাজ্জুদের সময় যখন আমি সালাম ফিরাতাম তখন এ চেতনা অদৃশ্য হয়ে যেতো। কোন সময়ে আরম্ভ হতো তো (অচেতনভাবে, বুঝতে পারতাম না যে, কখন এ ঘটনা শুরু হয়েছে) হঠাৎ করে আমি আর হামীদুর রহমান সাহেব এক সত্তার পরিণত হয়ে নামায পড়তে থাকতাম। হঠাৎ (আমার সত্তা) যে কিনা খোদাকে উদ্দেশ্য করে ছিলাম সে ছিলো হামীদুর রহমান আর যেভাবে রূহ অন্য সত্তায় দ্রবীভূত হয়ে থাকে এভাবেই আমার মধ্যে যেন হামীদুর রহমান দ্রবীভূত হয়ে গেছে। এতে আমি আশ্চর্য হই নি অর্থাৎ নামাযের মধ্যে এসব একেবারেই অনুভূত হয় নি যে, কোন আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। বরং স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যেভাবে ডাঃ হামীদুর রহমান নামাযে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আর নিজের সম্বন্ধে ভেবে থাকবেন যে, আমি হামীদুর রহমান। অবিকল ঐ অবস্থাই ছিলো আমার। কিন্তু সাথে সাথে ইহাও অনুভূতি ছিলো যে, আমিও রয়েছি আর এ আশ্চর্য মিশ্রণের ব্যাপারে কোন বিস্ময় ছিলো না। এবং নফলের মাঝে যখন বিরতি হতো এ সময়ে ঐ দিকে মন আকৃষ্ট হতো না অর্থাৎ তখনও অনুভূতি হয় নি যে, ইহা কী হচ্ছে! এমন কি যে, প্রায় ১ ঘন্টা ধরে ধারাবাহিকতার সাথে এমন অবস্থাই চলছিলো এবং যখন এ অবস্থা কেটে গেলো তখন আবার হঠাৎ আমার মনে হলো যে, আমার সাথে এ ঘটনা ঘটে গেলো।

সুতরাং এ ঘটনার ওপরে যখন আমি চিন্তা করলাম তখন আমার এ জ্ঞান লাভ হলো যে, একে তো যে সত্তাকে খোদাতাআলা এ সুসংবাদের জন্যে মনোনীত করেন তার মধ্যেও এর জন্যে অবশ্যই একটি বড় সুসংবাদও আছে অন্য দিকে জামাতের জন্যে একটি মহান সুসংবাদও আছে এবং মুক্তির পথও দেখানো হয়েছে। যুগ-খলীফার সত্তায় আসলে সারা জামাতকে দৃশ্যমান করা হয়েছে। আর সুসংবাদ এই যে, খোদাতাআলা এসব চেষ্টা কবুল করেছেন, যা কিনা আমি নামাযের গুরুত্ব প্রসঙ্গে আহমদীদের স্মরণ করার জন্যে বারে বারে বলে আসছি [যমীমা (ক্রোড়পত্র) মাসিক আনসারুল্লাহ্ রাবওয়া, জানুয়ারী, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৭]।

ক্বদীরের একটি নতুন অর্থ ঃ

হুযূর (আইঃ) ১৯৮৬ সনের ১০ই জানুয়ারীর জুমুআর খুতবায় 'ক্বদীর' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে একটি নতুন বিষয়-বস্তুর বিস্তারিত অবতারণা করেছেন। ইহা বিগত খুতবার মাঝখানে আল্লাহ্তাআলা তাকে কাশ্ফ (দিব্য-দৃষ্টি)-এর আকারে বলেছেন এবং পরে বিস্তারিত বুঝিয়েছেন। এ কাশ্ফের বিস্তারিত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বিগত খুতবায় আমি 'ক্বদীর শব্দের একটি অর্থ আল্লামাহূ বর্ণনা করেছিলাম অর্থাৎ তিনি শিখিয়েছেন, যখন কিনা আসলে আমার নোটে এ অর্থ লিখিত ছিলো না। ইতস্ততঃভাব সত্ত্বেও গত খুতবার মাঝামাঝি দ্বিতীয় বার নোট দেখলাম তো সেখানে পরিষ্কারভাবে আল্লামাহূ লেখা ছিলো। সুতরাং আমি ইহাই পড়েছি এবং এসব অর্থই বর্ণনা করেছি। কিন্তু পুরোপুরি স্বস্তি হয় নি। সুতরাং আল্লাহ্তাআলার নিকট দোয়া করেছি এবং তিনি বিস্তারিতভাবে এ অর্থ বুঝিয়েছেন যা কিনা খুবই বিস্ময়কর ও ব্যাপক এবং কুরআন করীম থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত (যমীমা মাসিক আনসারুল্লাহ্ রাবওয়া, জানুয়ারী, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৩)।

বিশ্বব্যাপী সাহায্যের সুসংবাদ ঃ

হুযূর (আইঃ) টিলফোর্ডে ঈদুল ফিতরের খুতবা দিতে গিয়ে ১৯৯৬ সনের ৯ই জুন তাঁর একটি তাজা স্বপ্নের বর্ণনা দেন। ইহা সেদিন সকালে ঈদের তোহ্ফা হিসেবে দান করা হয়েছিলো। এতে হুযূর (আইঃ)-এর আম্মাজান সৈয়্যদা নুৎরত জাহাঁ বেগম সাহেবার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি খুবই আদর ও ফিরিশ্তাদের মত মৃদু হাসির সাথে একটি কবিতা পাঠ করেন (হুযূর বলেছেন যে, ইহা আমার এখন মনে নেই)। এর তাৎপর্য এই ছিলো যে, প্রদীপ নিজ পতঙ্গের অন্বেষণে ছিলো। কিন্তু প্রদীপ স্বয়ং নিজেই পতঙ্গের নিকট এসে গেছে।

হুযূর (আইঃ) বলেন, এ স্বপ্নে খুবই মহান শুভ সংবাদ নিহিত আছে। পাকিস্তানবাসীর জন্যেও আর সারা বিশ্বের জামাতগুলোর জন্যেও এ বাণী। তাদের নামেও যারা জামাতের উন্নতির পদ-বিক্ষেপ থামিয়ে দিতে চায় যে, তোমরা একটি দেশে জামাতের উন্নতিকে বাঁধা দেয়ার জন্যে সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে যাচ্ছো কিন্তু খোদা সারা বিশ্বে তাঁর সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসবেন এবং সারা বিশ্বে এ জামাতের বিজয়ের সৌভাগ্য লাভ হবে। এ ছিলো সেই সুসংবাদ যা কিনা ঈদের উপহার হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। আর জামাতের গচ্ছিত হিসেবে তাই আমি জামাতের নিকট ইহা এখন সোপর্দ করছি (যমীমা, মাসিক আনসারুল্লাহ্, রাবওয়া ১৯৯৬ সনের জুন সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৫)।

খোদার পথে বন্দীদের মুক্তি

হুযূর (আইঃ) বলেন, যখন আমার নিকটে এই খবর পৌছলো যে, যিয়াউল হক মৃত্যুর শাস্তি কেবল এক ব্যক্তির জন্যেই নির্ধারিত করেন নি বরং অধিক নিষ্পাপ ব্যক্তিদের ওপরে এ শাস্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন। ঐসব দিনে আমার ব্যাকুল চিত্তে দোয়া করার সৌভাগ্য হলো আর আমি একটি স্বপ্নে দেখলাম যে,

ইলিয়াস মুনীর মুক্ত পরিবেশে একটি চৌকির ওপরে আমার নিকট বসে আছে।

ঐ সময়েই আমি সকলকে বলে দিলাম এবং খুতবার মাধ্যমে বারে বারে সান্ত্বনা দিই যে, পৃথিবী উলট-পালট হতে পারে কিন্তু ইলিয়াস মুনীরের গলায় ফাঁসীর ফাঁস লাগবে না। আর আমি মনে করি এই একের ছায়ায় আল্লাহ্‌র ফযলে এরা সকলে অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে ছিলো তাদের নেতা। সে ছিলো জামাতের প্রতিনিধি এবং খোদার নিকটে তার উৎসর্গের কারণে তার একটি মর্যাদা ছিলো এবং আছে। সুতরাং যে কথা আমি তখন বুঝতে পারি নি পরের অবস্থা উহা আলোক-সম্পাত করেছে। উহা ছিল এই যে, কেবল এক ইলিয়াসের শুভ সংবাদ ছিলো না বরং সব নিষ্পাপদের মুক্তির সুসংবাদ এই একটি সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলো (আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ আগস্ট, ১৯৯৪)।

খোদার সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করো ঃ

হুযূর (আইঃ) বলেন, আজ রাত্রে আমার দৃষ্টি একটি স্বপ্নের মাধ্যমে নিবদ্ধ করা হয়েছে। এ স্বপ্নের মধ্যে খোদাতাআলা আমাকে অবহিত করেছেন যে, আহমদী জামাতকে আসলে খোদাতাআলার নিকট বেশী বেশী দোয়া করা উচিত। খুব বেশী দোয়া করা উচিত। আর ফলের দিক থেকে নিজের দোয়াসমূহের ওপরেই ভরসা করা উচিত। এর পটভূমি এই হলো যে, কাল আমার নিকট কতক এরূপ খবরা-খবর আসলো, যার ফলস্বরূপ জানা গেলো যে, আমাদের বিশ্বের কতক জামাত পাকিস্তান সরকারের ওপরে নৈতিক চাপ সৃষ্টি করার জন্যে অসাধারণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

অতএব খোদাতাআলা আমাকে স্বপ্নে বুঝান যে, পার্থিব এ কার্যক্রমের কোন মূল্য নেই। তোমরা দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলার সাথে নিজেদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত রাখো এবং উহাকে বৃদ্ধি করো আর উহাকে সুদৃঢ় করো। তাহলে খোদাতাআলা নিশ্চয় স্বীয় আশিস ও করুণার সাথে তোমাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দেবেন। আর অশেষ করুণাধারা বর্ষণ করবেন।

স্বপ্নের মধ্যে আমি জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ঐ বাণী একটি বিশেষ ধরনে পড়েছি যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, সেই দুর্ভাগা কে, যে খোদার দরজায় যাচ্ঞা করতে গিয়ে আবার ফিরে আসে ? আর এ বাণী যেহেতু অধিকাংশ সময় আমাদের সম্মুখে পাঠ করা হয় কিন্তু এ বাণীর কতক এমন পংক্তি আছে যা কিনা স্বপ্নে আমার মনে থাকে এবং আমি বারে বারে পাঠ করতে থাকি, জাগ্রত হয়ে মনে ছিলো না। এথেকেও জানা যায় যে, ইহা খোদাতাআলার পক্ষ থেকে একটি বিশেষ বাণী ছিলো। এ পংক্তিগুলো থেকে একটি পংক্তি বিশেষভাবে যা কিনা বারে বারে মুখে আবৃত্ত হচ্ছিল এবং প্রাণে খোদিত হয়ে গেছে। এর বিষয়-বস্তু এই ছিলো যে খোদাতাআলা স্বীয় শক্তি ও মাহাত্ম্য প্রকাশে সর্বশক্তিমান। যখন তিনি চাইবেন বিস্ময়কর শক্তি ও মহিমার লীলা প্রদর্শন করবেন। এজন্যে দোয়ার মাধ্যমে এর ওপর ভরসা করতে থেকে তাঁর করুণার পদ যুগলে সংবদ্ধ হয়ে থাকো এবং আশা রাখো যে, তিনি স্বীয় আশিসক্রমে বিস্ময়কর শক্তি ও মাহাত্ম্যের নিদর্শন দেখাবেন। আরও একটি পংক্তি যা বারে বারে আমি পড়ি ও দু'চারটি পংক্তির পরেই ঐ পংক্তিটি মুখে এসে যেতে থাকতো তাহলো এই ঃ

হুয়া মুঝ পর উওহ্ যাহের মেরা হাদী অর্থাৎ হয়েছেন আমার 'পরে তিনি প্রকাশিত যিনি আমার পথ-প্রদর্শক।

আবার এ কবিতার দ্বিতীয় একটি পংক্তি এর সাথে ছিলো ঃ

ফা সুবহানাল্লাযী আখযাল আআদি-সম্বলিত পক্তি। প্রত্যেক বারেই পড়ি নি। কিন্তু এই যে পংক্তিটা **হুয়া মুঝ পর উওহ্ যাহের মেরা হাদী** ইহা এত অধিক সংখ্যায় গুণগুণ করতেছিলাম এবং বারে বারে পড়তেছিলাম যে, এমন মনে হচ্ছিলো যে, বারে বারে দ্বিতীয় পংক্তিগুলোর দিকে আমার ধ্যান পরিবর্তিত হয়ে যেতো। এর ব্যাখ্যা আমি এই করেছি যে, জামাতের প্রতিষ্ঠাতাকে খোদা মাহদী বানিয়েছেন এবং খোদার পক্ষ থেকে পথ-প্রদর্শক হিসেবে তাঁর ওপরে ইহা প্রকাশিত হওয়া দ্বারা ইহা বুঝা যাচ্ছে যে, এতে অতীব মহান সুসংবাদ নিহিত আছে যে, আল্লাহ্‌তাআলা স্বীয় আশিসক্রমে পৃথিবীর হেদায়াতের মহা উপকরণ সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন।

মাদী বাছুরের কুরবানী ঃ

এর সাথেই আমি একটি বাছুর যবাই করার ব্যাপারেও দৃশ্য দেখি এবং এ অবস্থায়ই যখন আমি কবিতা পড়ি তখন এক ব্যক্তি একটি সুন্দর মাদী বাছুর নিয়ে আসে বা বকনা বাছুর। কিন্তু মনে মাদী বাছুরের স্মরণ হচ্ছে বেশী। ইহা খুবই সুন্দর এবং ইহাকে যবাই করার জন্যে আমার ধ্যানকে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন নি বরং এমন মনে হয়েছে যে, আমাকে আমার অবস্থায় নিয়োজিত থাকতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে যেভাবে পশুর দেহের সাথে কল্যাণজনক ছুরি স্পর্শ করিয়ে দেয়া হয় এবং পরে যবাই করা হয়, এভাবে যে ব্যক্তিই এ মাদী গোবৎসকে যবাই করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিলো উহা পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলো আর ছুরিকে আমার দেহের সাথে স্পর্শ করছিলো আমার সম্মুখে গিয়ে (আমার মনে একথা রয়েছে যে,) সে এখন এই গভীকে যবাই করবে । কিন্তু উহা কোন সতর্কতার রঙ্গে অনুভূত হয় নি বরং আনন্দের প্রকাশ হিসেবে (এ বিষয় আমার মাথায় এসেছে যে,) ঐ গাভী যবাই করা হবে। অর্থাৎ আনন্দের প্রকাশ হিসেবে সদকার রঙ্গে নয়। কিন্তু ছুরি স্পর্শ করার যে বিষয়টি রয়েছে তার সম্পর্ক তো সাধারণতঃ সদকার সাথে সম্পর্কিত। এজন্যে হতে পারে এর মধ্যে দু'টি বিষয়টি নিহিত রয়েছে। কতক ফিতনা এখন পুনরায় আরম্ভ হতে যাচ্ছে। নিজস্ব প্রাথমিক অবস্থায় ও প্রকাশিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিক থেকে এ স্বপ্নের মাধ্যমে খোদাতাআলার এই দৃষ্টি আকর্ষণ করাও উদ্দেশ্য হয় যে, সদকাসমূহও দাও বেশী বেশী দোয়াও করো এবং আল্লাহ্‌তাআলার ওপরে নির্ভরও করো (দৈনিক আল্ ফযল, ৫ই নভেম্বর, ১৯৮৯)।

নতুন লক্ষ-বস্তুসমূহ বিজয়

হুযূর (আইঃ) বলেন, একটি স্বপ্নে আমি দেখি যে, যেভাবে ভ্রমণকারীদের বাস হয়ে থাকে, এমনি একটি বাসে আমি আর আমার কতিপয় সঙ্গী বেড়াতে গিয়ে একটি নদী পাড় হচ্ছি। এখন এই যে,

বাসের ভ্রমণ তা আমার স্মরণে নেই। কিন্তু এমন মনে হচ্ছে যে, যেভাবে ঐ বাস পুলের নিকটে এসে নীচে উহার শেষ প্রান্তে থেমে গিয়েছে এবং কোন কারণে বাস আর সম্মুখে এগুতে পারছে না। তাই যেভাবে এসময়ে যাত্রীরা নেমে পায়ে হাঁটতে আরম্ভ করে দেয় এভাবে এ বাস থেকে আমি অবতরণ করেছি এবং অন্য কতিপয় যাত্রীও অবতরণ করেছে। কিন্তু এখন আমার মনে অন্য কারও কথা আসছে না। কিন্তু ইহা ভালভাবে মনে আছে যে, আমাদের ওয়াকফে জীন্দেগী তাহরীকে জাদীদের কর্মকর্তা মুবারক মুসলেহউদ্দীন সাথে আছেন। যেভাবে অপেক্ষায় আর কোন কাজ না হলে পরে লোক বলে যে, চলো গোসল করেই আসি। আমি ও তিনি আমরা উভয়েই নদীতে লাফ দিয়ে পড়ি। আমার মনে এ সময়ে এ ধারণা রয়েছে যে, আমরা সামান্য সাঁতরিয়ে ফিরে আসবো। কিন্তু মুবারক মুসলেহ উদ্দীন আমার চেয়ে কিছু দূরে দু'হাত আগে আছেন এবং আমাকে বলেছেন যে, চলুন এভাবেই নদী পাড় হয়ে যাই। তখন আমার মনে এই ধারণা সৃষ্টি হলো যে, নদী তো পুরোপুরি প্রবাহিত হচ্ছে যেভাবে সিন্ধু নদী প্লাবনের সময়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে যদিও কিনারে ছাপিয়ে যায় নি তবুও পরিপূর্ণ ও খুবই টই টুম্বুর এবং প্রবল বেগে বয়ে চলছে। তাই আমি ইহা মনে করছি যে, কি জানি আমরা কখনও করতে পারবো কিনা। তখন মুবারক মুসলেহউদ্দীন বলেন যে, না আমরা করতে পারি এবং আমি বলি যে, আচ্ছা তাহলে চলুন। কিন্তু আমি বিস্মিত যে, যদিও আমি এমন সাতারু নই কিন্তু ঐ সময়ে সাঁতার কাটার অসাধারণ শক্তি সৃষ্টি হয় এবং কয়েক থাবায় বড় বড় দূরত্ব পার হয়ে যেতে থাকে এমন কি যখন মুখ ফিরিয়ে দেখি তখন পিছনের কিনারা খুব দূরে দেখা যায়। আবার ২/৪ টি থাবা দেয়ার পরেই বাকী নদীও পার হয়ে যাই। আর অন্য কিনারাটাও একই রকম মনে হয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, যদিও মুবারক মুসলেহ উদ্দীনকে স্বপ্নে আমার আগে দেখানো হয় কিন্তু যখন কিনারে গিয়ে পৌছে তখন প্রথমে আমি পৌছি পরে তিনি পৌছেন এবং এভাবে আমি অন্য দিকে পৌছে যাই। আবার এই হিসাব করি যে, কীভাবে এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে অন্য দিকে কিনারা থেকে বাইরের সাধারণ বিশ্বে আসি।

এ স্বপ্ন এখানে শেষ হয়ে যায়। আর যেহেতু ইহা এমন একটি স্বপ্ন ছিলো যা সাধারণভাবে নিয়মানুসারে মানুষের মনে আসে না। তাই স্বপ্ন শেষ হওয়ার পরে আমার মনের ওপরে ইহা বড়ই গভীর প্রভাব বিস্তার করে ছিলো যে, ইহা একটি সুস্পষ্ট বাণী। এতে আল্লাহ্‌তাআলা কোন নতুন লক্ষ্য-বস্তু জয় করার সুসংবাদ দিচ্ছেন এবং যদি উহার একটি অংশ এখনও আমার নিকট স্পষ্ট নয় যে, ঐ যে সঙ্গী ছিলো তাদের কেন আমরা পিছনে ছেড়ে গেলাম এবং আমরা দু'জন কেন আগে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু যেহেতু মনে এ প্রভাব অবশ্যই বয়ে গেছে যে, এতে কোন সতর্ক ছিলো না বরং সুসংবাদ ছিলো যে, স্বপ্নের বিষয় যদিও বাসকে থামিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের ভ্রমণ পথে উহা বাধা হতে পারে নি। তাই আল্লাহ্‌তাআলা এ স্বপ্নকেও যতটা আমি প্রভাবিত এবং আমার দৃঢ়-বিশ্বাস যে, সুসংবাদ আছে আশা থেকে অধিক বেড়ে গিয়ে সুসংবাদপূর্ণ করেন এবং জামাতের পক্ষে এর উত্তম ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন (দৈনিক আল্ ফযল, ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০, পৃষ্ঠা-৪)। (চলবে)

অনুবাদ - মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

হিন্দু ধর্ম পরিচিতি এবং ইসলামী দৃষ্টিতে হিন্দু ধর্ম

(চতুর্থ কিস্তি)

হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে রসূলে করীম (সঃ)-এর এবং এমনকি তাঁর প্রতিশ্রুত শেষ যুগের মহাপুরুষের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীও সংরক্ষিত আছে দেখা যায়। ভবিষ্যতের জ্ঞান যেহেতু মানুষের আয়ত্বাধীন নয়, সেহেতু মানুষের পক্ষে এ বাণীগুলি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে প্রক্ষেপণ করতে পারা সম্ভব নয়। বরং স্বয়ং খোদা তাঁর অবতার মারফত মানব জাতির অবগতি ও অনুসরণের জন্য এ বাণীসমূহ ধর্মগ্রন্থে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, যথা - (১)

অল্লো জ্যৈষ্ঠাং শ্রেষ্ঠাং পরমং পুণ্যং ব্রাহ্মনাং অল্লাম

আল্লাহ্ রসূল মোহাম্মদ রকং বরস্য অল্লো অল্লাম।

আদল্যা বুকমেকম অল্লাবুকং নিখাতকম (অল্লোপনিষদ) অর্থাৎ - আল্লাহ্ সকল কিছু হতে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ, পরম পুণ্যময়, পরম পবিত্র আল্লাহ্। আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (সঃ) সকলের দ্বারা বরণীয়, আল্লাহ্‌ই একমাত্র উপাস্য। আল্লাহ্‌র কিতাবে ইহাই বিধিবদ্ধ আছে।

(২) আল্লাহ্ রসূল মুহাম্মদ রকং বরস্য, অল্লো অল্লাম ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাহ (অথর্ববেদীয় উপনিষদ) অর্থাৎ - আল্লাহ্‌র রসূল মুহাম্মদ (সঃ) সকলের দ্বারা বরণীয় আল্লাহ্ ব্যতিরেকে আর কোন উপাস্য নেই।

(৩) ইদং জনা উপস্রুত নরাসংশ ভবিষ্যতে (অথর্ববেদ) অর্থাৎ সকল মানুষ তাঁকে অর্থাৎ মুহাম্মদ (সঃ)-কে সভক্তি স্মরণ করবে। তিনি সকলের প্রসংশনীয় পূজণীয় হবেন।

(৪) মোহাম্মদ ইতি খ্যাত শিষ্য শাখা সমন্বিত।

নৃপাশ্চৈব মহাদেবং মরুস্থল নিবাসিনে।
নমস্তে গীরিজ নাথ মরুস্থল নিবাসিনাম।
ত্রিপুরাশুর নাশয়ঃ বুহ মায়া প্রবর্তিনে (ভবিষ্যপুরাণ)।

অর্থাৎ - শিষ্যমন্ডলীসহ মুহাম্মদ (সঃ) সকলের নিকট খ্যাতিমান হবেন। তিনি রাজার রাজা মহাদেব, মরুস্থলের বাসিন্দা। হে পর্বতের রাজা মরুস্থলের বাসিন্দা! তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিজগতের দৈত্য নিধনকারী। সর্বপ্রকার প্রেম-প্রীতির প্রবর্তনকারী।

(৫) **শম্ভলে বিষ্ণ যশাশো গৃহে প্রাদুর্ভবম।**
সুমতাং মাতরি বিভো কন্যাৎ তন্বি দেশতঃ (শ্যামবেদ)।

অর্থাৎ-শম্ভলে ঈশ্বর প্রসংশিত গৃহে তাঁর [মুহাম্মদ (সঃ)-এর] আবির্ভাব হবে। তাঁর মাতা দেশের তন্বি কন্যা সুমতি বা আমেনা নামধারী হবেন।

মঙ্গোলিয়ার গোবি মরুভূমি অশ্চলকে শম্ভল অঞ্চল বলে। আরবদেশ ঐ অঞ্চলের অন্তর্গত। সুমতি বা আমেনা রসূল করীম (সঃ)-এর মায়েরই নাম ছিল।

(৬) লিঙ্গচ্ছেদী, শিখাহীন শশ্রুধারী মধুষক (ভবিষ্যপুরাণ) অর্থাৎ তার লিঙ্গচ্ছেদ হবে তিনি শিখাহীন, শ্মশ্রুধারী, অমৃতময় বাক্যের অধিকারী হবেন।

ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য এক প্রকার ঘটনাবলীর জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌র এখতিয়ারেই থাকে। মানুষের এতে কোন হাত নেই। আল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণীগুলিকে তাঁর মনোনীত বান্দা মারফত মানুষ জাতির কাছে পৌঁছে দিয়ে থাকেন। যে কিতাবে সেগুলো লিপিবদ্ধ থাকে তা নিঃসন্দেহে ঐশী কিতাব। সে মতে হিন্দুদের যে সমস্ত কিতাবে এ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী সংরক্ষিত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ঐশী কিতবা বৈ নয়। উপরন্তু কুরআনের বর্ণনার সাথে হিন্দু ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা যখন একই প্রকারের দৃষ্ট হচ্ছে, তখন স্বীকার না করে উপায় নেই যে, উক্ত গ্রন্থগুলো নিঃসন্দেহে ঈশ্বর প্রেরিত গ্রন্থই হবে।

কুরআনকে কুরআনের ভাষায় সকল অপূর্ণ ধর্মগ্রন্থের জন্য 'মুহায়মিন' বা অভিভাবকরূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সে মতে সকল ধর্মগ্রন্থের তথা হিন্দু ধর্মগ্রন্থেরও সার বা মূল বিষয়-বস্তু কুরআনেই সংরক্ষিত হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনা হতে ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রত্যেক দেশে ও জাতিতে নবী / অবতারের আগমন ঘটেছে। ভারত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে হয় - ভা+রত= জ্যোতি+মগ্ন= জ্যোতির্মগ্ন দেশ। বহু জ্যোতিষ্মান পুরুষের আগমন, আবির্ভাব ঘটেছে বলেই তো এ দেশ ভারত নামে আখ্যায়িত হয়েছে। বিরাট এক হিন্দু জাতির বাসস্থান হিসেবে এখানে বিভিন্ন সময়ে বহু অবতারের আবির্ভাব হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। হিন্দুরা শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদিকে অবতারের মর্যাদা দান করে। এমনকি তাদেরকে ভগবানরূপেও পূজো করে, যদিও অধিকাংশ মুসলমান উক্ত অবতারদিগের জীবন ও চরিত্র অতি কুৎসিত ও নোংরা ভাবে চিত্রায়িত দেখে তাদেরকে অবতাররূপে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। কিন্তু এ অবস্থায় সমস্যা দাঁড়ায় যে, অবতার হিসাবে তাদেরকে স্বীকার না করলে, আমাদের কর্তব্য হবে তাদের সঠিক অবতারদের সনাক্ত করে দেয়া। নতুবা তাদের অবতারদের অবতার হিসেবে বিশ্বাস করা আমাদেরও কর্তব্য। অবতারিত্বের গুণাবলী না থাকলে অগণিত মানুষের স্মৃতিতে আবহমান কাল ধরে অমর হয়ে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, সংগতভাবে এ বিশ্বাস রাখাই সমীচীন। হিন্দুরা তাদের অবতারদিগের কর্ম ও চরিত্রকে কুৎসিতরূপে চিত্রায়িত করে তাদের জীবনকে কলুষিত ও কলংকিত করেছে, সে জন্য অবতারদিগের প্রতি দোষারূপ করা যায় না। অনুসারীরাই এজন্য দোষী হবে। অবতারদিগের আসল অকৃত্রিম চেহারা-চরিত্র আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। আল্লামা শিবলী নুমানি যথার্থই বলেছেন - 'হিন্দুস্থান কা পয়গম্বর কাহানিউ কি হিসাব সে গুম হে' অর্থাৎ হিন্দুস্থানের অবতার গল্পের আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে (সীরাতুন নবী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩)।

এজন্য হিন্দু জ্ঞানীগুণীজনেরা নিজেরাই হয়রান হয়ে তাদের অবতারের সাধক পরিচয়ে উদ্ধারের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অবশেষে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন-'কি তিনি গীতার প্রচারক কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ, ছান্দোগ্যা উপনিষদের কৃষ্ণ, মহাভারতের কৃষ্ণ, শ্রীরাধার মান ভঞ্জনকারী কৃষ্ণ, গোপীদিগের প্রিয়তম ও বল্লভ কৃষ্ণ, পান্ডবদিগের সখা কৃষ্ণ, যুব সভার বীর ও কংস্য নিধনকারী কৃষ্ণ নিশ্চিত করে এ কথা বলার উপায় নেই।' (প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, পৃঃ ১৩৫-ডঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ)।

History of Indian Literature by Dr. Winternes vol-1 p. 456 তে-ও একই বর্ণনা আছে। কৃষ্ণ নামে এক অসুরও ছিল, কৃষ্ণ দৈপায়ন ব্যসও কৃষ্ণ নামধারী ছিলেন, অর্জুনের এক নাম ছিল কৃষ্ণ। ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র বলেছেন-'অতিভক্তরা কৃষ্ণকে লম্পট ননী-মাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাচারী ইত্যাদি রূপে চিত্রিত করেছে। যিনি ধর্মের চরম আদর্শ রূপে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে পরিচিত তাকে যে জাতি এই পদে অবনত করেছে, সে জাতির ধর্মলোপ হবে এটা বিচিত্র কি?' (রচনাবলী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫০৯)।

তিনি আরও বলেছেন-'কৃষ্ণ কোন অতি মানব শক্তির অধিকারী ছিলেন না। যে শক্তি তার নিজের মধ্যে নেই তার অনুসরণ মানুষ কি প্রকারে করবে ?" (ঐ ৪৩৫, ৫০৭ পৃঃ)।

পবিত্র অবতার চরিত্রে অসত্য অযৌক্তিক গল্পের রং মাখিয়ে তাদের চরিত্রকে কত কলুষিত, কলংকিত করা হয়েছে নমুনাস্বরূপ তার কিছু নযীর পেশ করি।

(১) কৃষ্ণের ১৬ হাজার ১ জন স্ত্রী ছিল (বিষ্ণু পুরাণ)

(২) মহাভারতের মতে কৃষ্ণের ১০১৬ জন বা ১৬০০০ স্ত্রী এবং ১ লক্ষ ৮০ হাজার সন্তান ছিল (ভারতে বিবাহের ইতিহাস-পৃঃ ২৪)।

(৩) বিরজা নাম্নি এক গোপিনীর সঙ্গে গোপনে কাম-সম্ভোগের বিষয় জানতে পেরে শ্রীরাধা তাকে অভিসম্পাত করেন - হেলোল লম্পট আমার নিকট থেকে বেরিয়ে গিয়ে বিরজার সাথে কাম-ক্রিয়ার ফলে তুমি ভারতে গিয়ে জন্মগ্রহণ করো (দেবী ভগবত, ৪ স্কন্দ, ১২ অধ্যায়)।

(৪) হরে কৃষ্ণ সম্প্রদায়ের রাশলীলার উৎপত্তির কারণস্বরূপ বলা হয়েছে - রামচন্দ্র বনবাসে গেলে তার ভূবন ভুলানো রূপে আকৃষ্ট হয়ে বনবাসী মুণি-ঋষিরা তার অঙ্গ-সুখ কামনা করলে তিনি বলেন যে, এখন তিনি তাদেরকে রমনসুখ দিতে পারবেন না। তবে যখন তিনি দ্বাপরে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করবেন, তখন তারা তার অঙ্গ-সঙ্গ লাভ করবে (কৃষ্ণ উপনিষদ)।

(৫) অভিশাপের ফলে তিনি অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করতে বাধ্য হন (দেবী ভাগবত, ৪র্থ স্কন্দ, ১২ অধ্যায়)।

(৬) তিনি গান্ধারির অভিশাপেও অভিশপ্ত হয়েছিলেন। নিজ পুত্রবধু দুর্যোধন কন্যা নারায়ণের স্ত্রী স্বাত্ত্বকির অভিশাপেও তিনি অভিশপ্ত ছিলেন। অভিশাপের ফলে অবতাররূপে জন্মগ্রহণ এক অবান্তর, অদ্ভুত ঘটনা বটে। পরিত্রানয় সাধুনাং বিনাশায়চঃ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামী যুগে যুগে (গীতা) অর্থাৎ সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করে ধর্মকে সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে অবতারদিগের যুগে যুগে আবির্ভাব ঘটে থাকে। এটাই শাস্ত্রীয় বাণী।

কৃষ্ণজীবনের এক বৃহৎ অংশ শ্রীরাধিকার প্রেম-উপাখ্যান বিজড়িত হয়ে আছে অথচ শ্রী রাধিকা নামীয় কোন রমণীর উল্লেখ ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ বর্ণনা করেছেন - Radha was not of flesh and blood. Radha was a froth in the ocean of love. রক্তমাংসের রাধার কোন অস্তিত্ব ছিল না। রাধা উদ্বেলিত প্রেম-সমুদ্রে উৎপন্ন ফেনাস্বরূপ ছিল। বঙ্কিম চন্দ্রের মতে - ভাগবতে বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে, মহাভারতে কোথাও রাধার উল্লেখ নেই (কৃষ্ণ চরিত)।

ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে - 'গোপিনীদিগের সাথে হোলি খেলার

মুহূর্তে গোপিনীদিগের বক্ষদেশ ও উরুদ্বয় নগ্ন হয়ে যেতো। তখন তারা কামভাবে কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরতো (ভাগবত ১০ম স্কন্দ ৯ম অধ্যায়)।

এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদিকে অবতাররূপে স্বীকার করি তবে গায়ের জোরে নয় বরং কুরআন হাদীস ও বিভিন্ন বুযর্গানের সিদ্ধান্তের প্রতি বিশ্বাস রেখে। স্মরণাতীত কাল হতে মানুষের স্মৃতিতে এমন অক্ষয় অমর হয়ে থাকার মত উন্নত মার্গের মানুষ নবী-অবতার ব্যতীত অন্য কেউ হতে পারে না।এ কথার স্বীকৃতি-স্বরূপ আমাদের জ্ঞানী-জনেরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণকে নবীবলে স্বীকার করেছেন যথা -

(১) রামচন্দর আওর কৃষন নবী থে (সত্যধর্ম বিচার পৃঃ ৮ আল্লামা কাসেম নানুতুবি)

(২) কেয়া আজব হে কেহ্ জিসকো হিন্দু ছাহেব আওতার কেহ্থি হ্যায় ও আপনে যমানা কি নবী ইয়া অলী ইয়ানে নায়েবে নবী হো। কুরআন শরীফ মে এ ভি ইসারা হ্যায়–মিনহুম মান্ কাসাসনা আলায়কা ওয়া মিনহুম মান্ লাম নাকসোস (মোবাহাসা শাজাহানপুর - আল্লামা কাসেম নানুতুবি)।

ইহা আশ্চর্য কি যে, এ সকল ব্যক্তিত্ব তাদের নিজ যমানার নবী অথবা অলী অথবা নায়েবে নবী ছিলেন। কুরআন শরীফে এ ইশারা আছে যে, নবীদের মধ্যে কোন কোন নবীর সম্বন্ধে তোমার [রসূল (সঃ)-এর] কাছে বর্ণনা করলাম এবং কোন কোন নবীর সম্বন্ধে বর্ণনা করি নি।

(৩) শ্রী কৃষ্ণ ভি হিন্দুস্থান কি হাদী থে। ইনকু ভি এক বড়ি আহ্‌লে কওম কি রাহবারি পর মামুর কেয়া গিয়া (কিরিষন বিথী পৃঃ ৩৯ মাওলানা খাজা হাসান নিযামী) শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুস্থানের পথ-প্রদর্শক ছিলেন। তাকে এক বিরাট জাতির পথ-প্রদর্শনের জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছিল (খোদা কর্তৃক)।

(৪) হো সাক্‌তা হ্যায় কেহ্ এ লোগো আপনে আহ্‌দ মে অলী হো ইয়া নবী আওর রাম চন্দর নিস্‌বত সুলুকি তা'লীম করতা হু। আওর কৃষন্ নিসবত জজ্‌বী। চুঁকা কানাইয়া মে জোঁক আওর এশ্‌ক্ কা গালবা থা। ইস লিয়ে ওহ্ মুহব্‌বত কি আগমে জ্বালতা হুয়া নযর আয়া [ইরশাদে রহমানি, পৃঃ ৩৮ মির্যা মজহর জান জানান (রহঃ)]।

হতে পারে এ সমস্ত ব্যক্তিত্ব তাদের সময়ের অলী কিম্বা নবী ছিলেন। রামচন্দ্র ভক্তিযোগ শিক্ষা দিতেন এবং কৃষ্ণ প্রেমযোগ শিক্ষা দিতেন। কানাই (কৃষ্ণ)-এর মধ্যে প্রেম-প্রীতির প্রাবল্য প্রকাশমান ছিল। এ জন্য তাঁকে প্রেমের আগুনে জ্বলতে দেখা গেছে।

(৫) **ইয়ে ভি ইয়াদ রাহনে কেহ্ হযরত কৃষন্ আলায়হেস্ সালাম খোদা কি এক বরগুজিদা আওর রাস্তবাজ আম্বিয়া থে। আওর ওহ আপনে যমানা মে আপনে কওম কে লিয়ে খোদা কি তরফ নযীর হো কর আয়ে থে। কিঁউকে কোরআন মজীদ মে হেঁ–ওয়া ইম্‌মিন উম্মতিন্ ইল্লা খালাফিহা নযীর। ইস আয়াতসে ভি সাফ নেকলাতেহে কেহ হার মুলুক আওর হার্ কওম মে আল্লাহ্‌তাআলা কি পয়গম্বর আ চুকে হেঁ** (তফসীর অহীদি, মাওলানা অহীদুজ্জমান)।

এটা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, হযরত কৃষ্ণ আলায়হেস্ সালাম এক প্রখ্যাত ও ন্যায়নিষ্ঠ নবী ছিলেন। এবং তিনি নিজ যমানার নিজ জাতির জন্য খোদার তরফ হতে সতর্ককারীরূপে এসেছিলেন। কেননা, কুরআন মজীদের মধ্যে ইহা আছে যে, এমন কোন জাতি নেই যাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বকারী সতর্ককারীর আগমন হয় নি। এই আয়াত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক জাতিতে আল্লাহ্‌তাআলার নবীর আগমন হয়েছিল।

(৬) আন আলী (রাঃ) আন্নাল্লাহ্‌তাআলা বায়াসা নবীয়ান্ আসওয়াদ্দো, ফাহুয়া মিম্মান লাম নাক্‌সোস আলায়হে [তফসীরে কাশ্‌শাফ আল্লামা যমখশরী (রহঃ), ৩য় খন্ড, পৃঃ ৬০]

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌তাআলা কৃষ্ণ বর্ণের এক নবী প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাদের অন্তর্গত যাদের বিষয়ে আমি (আল্লাহ্) কুরআনে বর্ণনা করি নি।

(৭) আন্ আলী (রাঃ) আন্নালাহাতাআলা বায়াসা নবীয়ান আসওয়াদ্দো ফাহুয়া মিম্মান লাম তাকোন কিচ্ছাতুহু ফিল কুরআন (তফসীরে নাস্‌ফি মাদারেকত্ তানযিল, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৫)।

আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে ঃ আল্লাহ্‌তাআলা কৃষ্ণ বর্ণের এক নবী প্রেরণ করেছিলেন এবং তিনি সেই সব নবীদের অন্তর্গত যাদের বর্ণনা কুরআনে নেই।

(৮) কানা ফিল হিন্দে নবীউল আস্‌ওয়াদ্দোল্ লওনে ইসমুহু কাহেন (তারিখে হামদান - বাবুল কাফ্ - মোহাদ্দেস দায়লামী) কাহেন (কানাই বা কৃষ্ণ) নামে হিন্দুস্থানে কৃষ্ণ বর্ণের এক নবী ছিলেন।

– শেখ জোনাব আলী

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি রেস্তোরাঁ

রোড # ৪৫-৪৬ # ৩২এ গুলশান, ঢাকা-১২১২

ফোনঃ ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৫০

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুনঃ

সালমান

অস্থায়ী অফিস ঃ

৬৭৬/৩২ ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

দর্পণে নিজের চেহারা লক্ষ্য করুন

মদীনা ভবন বাংলা বাজার ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক মদীনা প্রত্রিকার জুন ৯৯ সংখ্যায় 'কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে বিশ্ব মুসলিম' নামে আহমদী মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ জুনায়েদ আল্ হাবীব নামক জনৈক ব্যক্তি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে। মিথ্যা বানোয়াট কথা দ্বারা সত্যকে ঢেকে সাধারণ মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতঃ ধর্ম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে আহমদী জামাতের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা, যেমনটি সত্য সেবকগণের বিরুদ্ধে প্রতি যুগে যুগে হয়ে আসছে। আল্লাহ্‌র প্রেরিত প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহে মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে তারই পুনরাবৃত্তি। আহমদী জামাতের জন্মলগ্ন থেকেই এক শ্রেণীর আলেম-ওলামা নানাভাবে নানা মিথ্যা বানোয়াট কথা দ্বারা বিরোধিতা করে আসছে। আহমদী জামাত এগুলির দাঁতভাঙ্গা উত্তর দিয়ে এসেছে। কিন্তু তাদের বুকের জ্বালা মিটে নি। গুরুদের চর্বিত-চর্বণ একই কথা বারংবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হয়। আমি আমার প্রবন্ধকে দীর্ঘায়িত করব না। অতি সংক্ষেপে এগুলির উত্তর দিব, ইনশাল্লাহ্।

মিথ্যা বলা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে রক্ত-মাংসে মজ্জাগত হয়ে গেছে, মিথ্যা বলা যে পাপের মূল ভিত্তি একথা তাদের স্মরণে থাকে না বরং তারা মিথ্যা কথা বলে সাধারণ মানুষের কাছে বাহাদুরী প্রকাশ করে থাকে। বিরুদ্ধবাদীগণ আহমদী জামাতের বিরুদ্ধে এমন কোন ছল,বল,কলা-কৌশল অবশিষ্ট রাখে নি, যা প্রয়োগ করতে বিন্দু পরিমাণ ত্রুটি করেছে। একটি সত্যকে ঢাকার জন্য অগণিত মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত মুহীউদ্দিন ইবনে আরবী (রহঃ) বলেছেন, "যখন ইমাম মাহদী (আঃ) যাহির হইবেন, মৌলভী মওলানাগণই তাঁহার প্রধান শত্রু হইবে। কেননা, তাহারা মনে করিবে যে, তাঁহাকে মানিলে তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকিবে না এবং জনসাধারণ ও তাহাদের মধ্যে পার্থক্য উঠিয়া যাইবে" (ফতুহাতে মক্কিয়া ৩৭৩ পৃঃ)।

মুজাদ্দিদ আলফেসানী হযরত আহমদ সরহিন্দি (রাঃ) বলেছেন, "মাহদী (আঃ)-এর আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী বুঝিতে না পারিয়া বাহ্যদর্শী আলেমগণ ঐগুলিকে কিতাব ও সুন্নতের বিরুদ্ধ মনে করিবে এবং অস্বীকার করিবে" (মকতুবাতে ইমাম রাব্বানী, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃঃ)।

"যখন ইমাম মাহদী সুন্নত কায়েম করিবার ও বিবাদ মিটাইবার জন্য সংগ্রাম করবেন, তখন সমসাময়িক আলেমগণ যাহারা পূর্ব-পুরুষ ও পীর-পুরোহিতদের অন্ধ অনুকরণে অভ্যস্ত তাহারা বলিবে, এই ব্যক্তি আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, এই বলিয়া তাহারা বিরোধিতা করিবে এবং চিরাচরিত প্রথানুযায়ী তাঁহার বিরুদ্ধে কুফরী ও গোমরাহীর ফতওয়া দিবে" (হুজাজুল কিরামাহ্ ফি আসারিল কিয়ামাহ্, ২৬২ পৃঃ)।

মৌলবী মওদূদী সাহেব বলেছেন, "তাঁর নতুনত্বের বিরুদ্ধে মৌলবী সাহেবান হৈ চৈ শুরু করবেন" (সীরাতে সারওয়ারে আলম, ৩৮৭ পৃঃ)।

প্রবন্ধ লিখক জনাব জুনায়েদ আল্ হাবীব সাহেব! এবার সত্যবাদিতার দর্পণে নিজের চেহারা লক্ষ্য করুন। আপনি বলেছেন, কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে বিশ্বমুসলিম নাকি কাফের, কাদিয়ানী একটি ধর্মমত, সাম্রাজ্যবাদের দালাল, গুপ্তচর, কাফের মুরতাদ ইত্যাদি। ভাই মুহাম্মদ জুনায়েদ আল- হাবীব ! আপনি উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানোর ন্যায় নিজের কর্মদোষ আহমদীগণের উপর চাপিয়ে আত্মতৃপ্তি লাভ করতঃ সাধারণ মানুষকে বোকা ঠাওরাচ্ছেন। এর প্রমাণ তো আপনি নিজেই। আপনি আহমদী মুসলমানগণকে কাফের, মুরতাদ ইত্যাদি বলেছেন। কাফের বলাটা তো আপনাদের চিরাচরিত অভ্যাস। কেননা, এতে তো আর কোন প্রকার টেক্স লাগে না, মুখে বল্‌লেই হলো। শীয়াগণ বলে সুন্নীগণ কাফের, সুন্নীগণ বলে শীয়াগণ কাফের। দেওবন্দীগণ বলে বেরেলভীগণ কাফের, বেরেলভীগণ বলে দেওবন্দীগণ কাফের। এই তো সেদিনের কথা, ওয়াহাবীদের নাম শুনলে আপনারা ঘৃণাভরে নাক ছিটকাতেন। আর আজ পেট্রোডলারের লোভনীয় মহাকল্যাণে তাদেরই প্রশংসায় আপনারা পঞ্চমুখ। আপনি তো হযরত মুহাম্মদ (সঃ)- এর উম্মত বলে দাবী করেন। কুরআন হাদীস নিশ্চয়ই পাঠ করে থাকেন, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করেন না বা স্মরণ থাকে না। মিথ্যাবাদীর স্মরণশক্তি থাকে না। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "যে তোমাদিগকে সালাম দেয় তাকে বলিও না যে, তুমি মু'মিন নও"(সূরা নিসা)। হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, "তোমরা কাউকে কাফের বলবে না, যদি সে কাফের না হয় তাহলে তোমার নিজের উপরে ইহা ফিরে আসবে।" আপনারা তো আহমদী জামাতের জন্মলগ্ন থেকেই কাফের কাফের বলে সস্তা ফতুয়া দিয়ে আসছেন আজ দীর্ঘ একশত বৎসরের অধিককাল যাবৎ। তাতে আহমদী মুসলিম জামাত কখনও কাফের হয়ে যায় নি। তাইতো আপনারা শক্তি-বলের করুণা ভিক্ষা চাহেন সরকারের নিকট। পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "যাহার ইচ্ছা ঈমান আনুক যাহার ইচ্ছা অস্বীকার করুক" (সূরা কাহাফ) । "তুমি [হে মুহাম্মদ (সঃ) তাহাদের উপর শক্তি প্রয়োগ করিও না। অতএব, কুরআন দ্বারা তুমি উপদেশ দাও" (ঐ)]।

"তুমি একজন উপদেশক মাত্র।তুমি তাহাদের উপর দারোগা নও।" কে কাফের কে মু'মিন এ বিচার তো স্বয়ং আল্লাহ্‌তাআলার এক্তিয়ার ভুক্ত। আল্লাহ্‌তাআলার দৃষ্টিতে যারা কাফের, সেজে গোজে যতই সাধুর বেশ ধরুক না কেন, তারা কখনও মু'মিন হয়ে যাবে না। কে কাফের কে মু'মিন ইত্যাদি বিচার করার জন্য আল্লাহ্‌তাআলা আপনাকে দারোগাগীরী করার পদ দেন নি। আপনি পাকিস্তানের কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ সাহেবের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছেন, তিনি মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারী একজন মুসলমান ছিলেন এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ছিলেন, তাদের কবল থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত করার আন্দোলন করেছিলেন।" এ কারণেই একটু আগে আমি বলে এসেছি যে, মিথ্যাবাদীর স্মরণ শক্তি থাকে না। সেই মুহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌কে কাফের আজম বলে আপনারাই ফতুয়া দিয়েছিলেন কি না? এই কয়দিনের মধ্যেই ইহা ভুলে গেলেন ? আশ্চর্য বটে। আপনি বলেছেন, কাদিয়ানী ধর্মমত সাম্রাজ্যবাদের দালাল, গুপ্তচর, আহমদীগণ নাকি আরবকে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) থেকে পৃথক করার ষড়যন্ত্র করছে ইত্যাদি। ভাই মুহাম্মদ জুনায়েদ আল্ হাবীব। আরব তো হযরত মুহাম্মদ (সঃ) থেকে পৃথক হয়েই আছে। আরব আজ হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আরব নহে, সৌদি আরব। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আগমন হয়েছিল দুনিয়ার বুক থেকে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করতঃ পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম করার জন্য আজ তাঁরই জন্মভূমিতে দেখি রাজা-বাদশাহ্‌গণের মোড়ালিপনা। পবিত্র কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন, "তোমরা ইহুদী খৃষ্টানগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না" (সূরা মায়েদা)। সৌদি আরবের পরম বন্ধু যে আজ বৃটেন ও আমেরিকার ইহুদী খৃষ্টানগণ একথা বিশ্ব মুসলিমের কারো অজানা নেই। সৌদি আরবের বুকে দাঁড়িয়ে যখন

ইহুদী খৃষ্টানগণ মুসলিম রাষ্ট্র ইরাকের বুকে বোমা নিক্ষেপ করে তখন আপনাদের জেহাদী জোশের ভাঁটা পড়ে, কলম ভোঁতা হয়ে যায়। জেহাদী জোশ যতসব ধর্মপরায়ণ নিরীহ আহমদীগণের উপর আপনাদের। এ সবই হচ্ছে পেট্রো ডলারের সহজলভ্য কল্যাণ।

সাম্রাজ্যবাদের দালাল কে বা কারা একটু লক্ষ্য করুন। বর্তমান সৌদি রাজার পিতৃপুরুষ আব্দুল আজিজ ছিলেন তুরস্কের খিলাফতের অধীনে হেজাযের গর্ভণর। বৃটেনের ত্রিত্ববাদী দজ্জালের রাজনীতির চালে পতিত হয়ে আব্দুল আজিজের মনে রাজা হওয়ার স্বাদ প্রবল হয়ে উঠে। ত্রিত্ববাদী দজ্জাল বৃটেনের সাহায্যপুষ্ট হয়ে আব্দুল আজিজ তুরস্কের খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সেই যুদ্ধে বৃটেনের এদেশীয় মুসলমান সৈন্যও আব্দুল আজিজের পক্ষে তুরস্কের খিলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। তখনকার বৃটেনের সাথে আব্দুল আজিজের চুক্তি ছিল প্যালেষ্টাইন ইহুদীদেরকে দিয়ে দেওয়ার। সেই শর্তে বৃটেন তার সৈন্য সামন্ত দিয়ে আব্দুল আজিজকে সাহায্য করে। যুদ্ধে জয়যুক্ত হওয়ার পর বৃটেনের ত্রিত্ববাদী দজ্জালের নিজ হস্তে রাজমুকুট পরিয়ে সিংহাসনের বসিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর জন্মভূমি আরবের বুকে আব্দুল আজিজকে রাজা বানিয়ে দেয়। সেই দালালির আজো অবসান হয় নি। গুপ্তচর বৃত্তির খবর তারাই রাখে, যারা ধর্মকে হাতিয়ার বানিয়ে দজ্জালের দেওয়া রাজার নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে চালবাজী, ধোঁকাবাজী, ফেরেববাজী, কূটনীতি ইত্যাদি দ্বারা কৌশলে মানুষকে ধোঁকার নিপতিত করে।

'কাদিয়ানী ধর্মমত' কথাটা ডাহা মিথ্যা ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নহে। কাদিয়ানী কোন ধর্মমত বা জামাত অথবা কোন দলের নাম নহে। ইহা একটি স্থানের নাম। মুসলমানগণ বিশেষ করে নায়েবে রসূলের দাবীদার আলেম-ওলামাগণ মসনদের লোভে রাজার নীতিতে মশগুল হয়ে একই মুসলমান জাতি বিভিন্ন দল ও উপদলে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে দুনিয়াবী স্বার্থ সিদ্ধির লালসায় ডুবে গিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে ছিল চির নিদ্রায় অচেতন। মুসলমানদের মধ্যে সক্রিয়ভাবে কোন জামাত ছিল না। এই অবস্থায় আল্লাহ্‌তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত হলেন। তিনি এসে ঐশী নির্দেশক্রমে আহমদীয়া জামাত নামে এক সংগঠন স্থাপন করতঃ শতধা বিচ্ছিন্ন জাতিকে ঐক্যের ডাক দিলেন। একমাত্র আহমদী জামাতই আজ নিজেদের ধন-সম্পদ এবং জীবন যোগে বিশ্বনবী হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর আদর্শ শিক্ষা ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারের মাধ্যমে অমুসলমানকে মুসলমান বানানোর কাজে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে নিয়োজিত। পৃথিবীর ১৫৮ দেশে আহমদী জামাত কর্তৃক ইসলামের প্রচার ও প্রসারকল্পে মিশন রয়েছে। তদ্রূপভাবেই ইস্রাঈলে আহমদী জামাত কর্তৃক ইসলাম প্রচারের মিশন আছে। সেখানে খোদার ঘর মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহুদীদেরকে মুসলমান বানানো আহমদী জামাতের কাজ। তাতে আপনারা মনে ব্যথা পান, তাই না ?

আপনি বলেছেন, "কাদিয়ানীরা মসজিদ নামে কোন এবাদত খানা তৈরী বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।" হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে তাই আপনারা আহমদী মুসলিম জামাতের মসজিদ ভাংচুর করার কাজে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করেন। আল্লাহ্‌তাআলার পবিত্র বাণীকে হিংসার বশে ভুলে যান। পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা বলেন, "এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যালেম আর কে যে আল্লাহ্‌র মসজিদসমূহে তাঁহার নাম লইতে বাধা দেয় এবং সেইগুলির ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয় ? তাদের জন্যে আদৌ সংগত ছিল না যে (আল্লাহ্‌র) ভয়ে ভীত না হইয়া তাহারা ঐগুলির মধ্যে প্রবেশ করে। তাদের জন্যে পৃথিবীতে ও লাঞ্ছনা আছে এবং তাহাদের জন্যে পরকালেও মহা আযাব নির্ধারিত আছে" (সূরা বাকারা)। রাগ করবেন না। ইহা আমার কথা নয় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার কথা। কেননা, সত্য কথা বললে তো আপনাদের গাত্রদাহ শুরু হয়। আপনি বলেছেন, "ওদের নামায প্রতারণা ছাড়া কিছু নয়? আপনি কি অন্তর্যামি ? অন্তরের খবর তো একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন। নামাযে মানুষকে মিথ্যা প্রতারণা অশ্লীল ও ফাহেশা কাজ থেকে দূরে সরিয়ে আল্লাহ্‌র খাঁটি মু'মিন বান্দারূপে পরিণত করে। যারা নামাযও পড়ে অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রতারণাও করে, তারাই কেবল বলতে পারে, নামায প্রতরণা ছাড়া আর কিছু নয়।

আপনি বলেছেন, "বাংলাদেশের ইসলাম ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাদিয়ানীদের গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে"। একথাটা রাজাকার এবং আল্ বদরের মুখেই শোভা পায়। যারা স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে বসে পাকিস্তানের স্বপ্নে বিভোর। আপনাদের ইসলাম শুধু বাংলাদেশের। কিন্তু মানবকুল শ্রেষ্ঠ হযরত রসূল করীম (সঃ) প্রবর্তিত ইসলাম শুধু বাংলাদেশ পাকিস্তান অথবা আরব পারশ্যের নয়, সমগ্র বিশ্বের। তিনি রহ্‌মাতুল্লিল আলামীন। তিনি শুধু বাংলাদেশ পাকিস্তান বা অন্য কোন দেশ অথবা কোন দলের নবী নন। উচ্চ- নীচ, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালো ইত্যাদি সকল দেশের সকল জাতির, সকল মানুষের নবী। হুযূর (সঃ) ইরশাদ করেছেন, "মানুষ সকলেই এক আদমের সন্তান, আর আদমের সৃষ্টি মাটি থেকে।" হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র বাণী অনুযায়ী মানুষ হিসেবে কেউ কারো পর নয়। সকলেই পরস্পর ভাই-ভাই। এই মানুষ যাতে দুনিয়ার বুকে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তজ্জন্যেই ধর্মীয় বিধান। ইসলাম শান্তির ধর্ম। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর আগমন হয়েছিল বিশ্বের সকল জাতির সকল মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এমন একই পরিভূক্ত পরিবারের ন্যায় একতা ও ভ্রাতৃত্বের মহান বন্ধনে আবদ্ধ করতঃ পৃথিবীতে শান্তি সুখের আবাস ভূমি প্রতিষ্ঠা করতে। হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর অন্তর্ধানের পর এই দায়িত্ব ছিল নায়েবে রসূলের দাবীদার আলেম-ওলামাগণের উপর। নায়েবে রসূলের দাবীদারগণ দুনিয়ার মসনদ লাভের লালসায় বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পর কুফরী ফতুয়াবাজীতে হলো মত্ত। অমুসলমানগণকে মুসলমান বানানো দুরে থাক, নিজেরাই হলো পথভ্রান্ত।

তাই মুহাম্মদ জুনায়েদ আল্ হাবীব! আপনি তো হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত বলে দাবী করেন। আপনার উপর কি অমুসলমানগণকে মুসলমান বানানোর দায়িত্ব ছিল না? বলি, কয়জন অমুসলমানকে আপনি মুসলমান বানিয়েছেন ? আর কত কাল সস্তা কুফরীর ফতুয়া নিয়ে মানুষকে ধোঁকা দিবেন ? আপনাদের কুফরী ফতুয়াকে পদদলিত করে এ বৎসর আমার এই প্রবন্ধ লিখা পর্যন্ত আহমদী জামাত কর্তৃক ইহুদী খৃষ্টান এবং বিশ্বের অন্যান্য অমুসলমানগণকে সত্যিকার মুসলমান বানিয়েছেন যার সংখ্যা এক কোটির উপর। আপনি বলেছেন, পাকিস্তান আহমদী জামাতকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। ইসলাম ধর্ম কোন সরকারের মনোনীত ধর্ম নহে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার মনোনীত ধর্ম। কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়, সে ফয়সালা আল্লাহ্‌তাআলার এক্তিয়ারভুক্ত। কোন সরকারের নয়। আপনাদের বিশ্বাসে সম্ভবতঃ ইসলাম ধর্ম সরকার বা কোন রাজা বাদশাহ্‌র মনোনীত, তাই একথা বলেন। আহমদী জামাত ইসলাম প্রবর্তক হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বচ্ছ কর্মধারার অনুসারী হয়ে মুসলমান আছে এবং রোজ কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানই থাকবে। আহমদী জামাত কোন সরকার বা কোন রাজা বাদশার শক্তি বলে বলিয়ান নয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তাআলার শক্তিতে ঈমানী বলে বলীয়ান। বাদশা

ফয়সল, ও ভুট্টো এবং জিয়াউল হকের পরিণাম ফল থেকে আপনাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। আপনি হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর একটি এবারত তুলে ধরেছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা আমার উপর এলহাম করেছেন যে, যে ব্যক্তি তোমার উপর ঈমান আনবে না বা তোমার অনুসরণ করবে না এবং তোমার হাতে বয়াত হবে না বরং তোমার বিরোধিতা করবে, সে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরোধী।" উপরোক্ত কথাগুলো তো তিনি নিজের থেকে বানিয়ে নতুন কোন কথা বলেন নি, হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর পবিত্র বাণীরই আবৃত্তি মাত্র।

আল্লাহ্‌তাআলা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে যুগ-ইমামরূপে আর্বিভূত করেছেন। যুগ-ইমামকে না মানার পরিণাম সম্বন্ধে হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যামানার ইমাম কে না মেনে মৃত্যুলাভ করবে, সে জাহেলিয়তের মৃত্যু বরণ করবে" (মসনদ, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল)। "যে ব্যক্তি যামানার ইমামের হাতে বয়াত না করে ইহলোক ত্যাগ করেছে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করেছে" (সহী মুসলিম)। বর্তমানে আপনাদের যুগ-ইমামকে এবং তিনি কোথায় তার কোন খোঁজ রাখেন কি ? না কি ঘুমিয়ে বেহেশ্‌তের হুরীপরী গোলমানের স্বপ্নে বিভোর আছেন ? আপনি আহমদী মুসলমানকে মুরতাদ বলেছেন। মুরতাদ কাকে বলে তার কোন খবর রাখেন কি ? ঈমান আনয়ন করার পর যারা আল্লাহ্‌তাআলার নির্দেশাবলীকে অমান্য ও অস্বীকার করতঃ পুনরায় অবিশ্বাসীদের দলভুক্ত হয় তাদেরকে বলা হয় 'মুরতাদ'। পাক কালামে আল্লাহ্‌তাআলা মুসলমান জাতির প্রতি কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ, যারা ঈমান এনেছ। আল্লাহ্‌কে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিত। আর তোমরা আত্মসমর্পিত (মুসলমান) না হয়ে মরিও না। আর তোমরা সকলে একত্রে মিলে আল্লাহ্‌র 'রজ্জুকে' (খিলাফতকে) শক্ত করে ধারণ কর (সাবধান) দলে দলে বিভক্ত হয়ো না" (সূরা আলে ইমরান)। প্রশ্ন এই যে, যারা ঈমান আনয়ন করার পর আল্লাহ্‌তাআলার উপরোক্ত নির্দেশাবলীকে অমান্য ও অস্বীকার করতঃ শীয়া, সুন্নী, কাদেরিয়া, চিশতিয়া, ওয়াহাবী, আহলে হাদীস, নকশে বন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া, দেওবন্দী, বেরেলভী, মুতাজিলা ইত্যাদি বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদেরকে ফতুয়া দিবেন? আপনার নিজের পায়ে নীচে মাটি আছে কিনা ভেবে দেখুন। বাকি রইল হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) নবী হবেন কিনা। হ্যাঁ, তিনি নবী হবেন তবে স্বাধীন-স্বতন্ত্র নবী হবেন না। হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর অনুসারী উম্মতি নবী গোলাম নবী হবেন। তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হবেন বলে স্বয়ং হযরত রসূল করীম (সঃ) বলেছেন যে, "নবুওয়তের পদ্ধতিতে পুনরায় আল্লাহ্ পৃথিবীতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন" (আহমদ বায়হাকী)। পরিশেষে বলতে চাই যে, আল্লাহ্‌তাআলার ভয় হৃদয়ে রেখে অন্তরে জমাকৃত হিংসা-বিদ্বেষ নামক বিষ বাষ্পকে ধুয়ে মুছে নির্মল ও নিষ্কলুষ, অন্তরে সত্যকে চিনার কাজে লেগে যান। বিরোধিতা করে কোন লাভ হবে না। যাঁর আগমনের কথা ছিল তিনি সঠিক সময়ে এসে গেছেন। আসমান থেকে কোন কালে কেউ আসে নি, কোন কালে কেউ আসবেও না।

-- সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

বর্তমান সময়ে পঠিতব্য দোয়া

১। قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۔ (تذکرہ ٨٤)

কুল'আউযু বিরব্বিল ফালাকৃ মিন শার্‌রি মা খলাকৃ ওয়া মিন শার্‌রি গসিকিন ইযা ওয়াক্বাব –

অর্থ ঃ তুমি বল, আমি প্রভাতের প্রতিপালকের আশ্রয় চাই, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে আর অন্ধকারাচ্ছন্নকারীর অনিষ্ট থেকে যখন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। (তাযকেরা ঃ ৮৪ পৃষ্ঠা)

২। رَبِّ فَرِّقْ بَيْنَ صَادِقٍ وَكَاذِبٍ اَنْتَ تَرٰى كُلَّ مُصْلِحٍ وَصَادِقٍ ۔ (تذکرہ ٦١٣)

রব্বি ফার্‌রিক বায়না সদিক্বীন ওয়া কাযিবীন আনতা তারা কুল্লা মুসলিহিন ওয়া সদিক্বীন –

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু ! সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীদের মধ্যে পার্থক্য কর। তুমি প্রত্যেক সংশোধনকারী ও সত্যবাদী সম্বন্ধে ভালরূপে অবগত আছ। (তাযকেরা ঃ ৬১৩ পৃষ্ঠা)

৩। رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ۔ (تذکرہ ٦٩٦)

রব্বানাফতাহ্ বায়নানা ওয়া বায়নাহুম –

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু! আমাদের ও তাদের (অর্থাৎ আমাদের শত্রুদের) মধ্যে মীমাংসা করে দাও। (তাযকেরা ঃ ৬৯৬ পৃষ্ঠা)

৪। يَا حَفِيْظُ ۔ يَا عَزِيْزُ ۔ يَا رَفِيْقُ ۔ (تذکرہ ٤٩٣)

ইয়্যা হাফীযু ইয়্যা 'আযীযু ইয়্যা রফীক্বু –

অর্থ ঃ হে রক্ষক, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু ! (তাযকেরা ঃ ৪৯৩ পৃষ্ঠা)

৫। رَبِّ اِنِّيْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ۔ (تذکرہ ٧١٤)

রব্বি ইন্নী মাগলুবুন ফানতাসির –

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু ! নিশ্চয় আমি পরাভূত, তাই তুমি (আমার শত্রু থেকে) প্রতিশোধ গ্রহণ কর। (তাযকেরা ঃ ৭১৪ পৃষ্ঠা)

৬। رَبِّ اِنِّيْ مَظْلُوْمٌ فَانْتَصِرْ ۔ (تذکرہ ٤٨٣)

রব্বি ইন্নী মাযলূমুন ফানতাসির –

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু। নিশ্চয় আমি অত্যাচারিত, তাই তুমি (আমার শত্রু থেকে) প্রতিশোধ গ্রহণ কর। (তাযকেরা ঃ ৪৮৩ পৃষ্ঠা)

৭। رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ ۔ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ ۔ (تذکرہ ٤٥٨)

রব্বি কুল্লু শায়ইন খদিমুকা রব্বি ফাহ্‌ফাযনী ওয়ানসুরনী ওয়ার হামনী –

অর্থ ঃ হে আমার প্রভু ! সব কিছুই তোমার সেবক, তাই হে আমার প্রভু ! তুমিই আমাকে রক্ষা কর ও তুমিই আমাকে সাহায্য কর আর তুমিই আমার প্রতি করুণা কর। (তাযকেরা ঃ ৪৫৮ পৃষ্ঠা)

মেরে বাচপান কে দিন

(আমার বাল্যকাল)

হযরত মাওলানা শের আলী (রাঃ)-এর জীবনের ঘটনাবলী

সফীয়া বেগম

স্বামী-মরহুম চৌধুরী সালেহ মুহাম্মদ সাইয়াল

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-পুস্তক)

ভূমিকা

আল্লাহ্‌তাআলার ফযল ও অনুগ্রহে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত শত বার্ষিকী জুবিলী উৎসবের (১৮৮৯-১৯৮৯) কল্যাণমন্ডিত উপলক্ষ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের হেতু পুস্তকাদি প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাই এ প্রেক্ষাপটে লাজনা ইমাইল্লাহ্ করাচীর প্রচার বিভাগ ধারাবাহিকতার সাথে পুস্তকাদি প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করে আসছে।

আলোচ্য পুস্তকখানা এক দৌহিত্রীর নানা জানের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিবরণ। বর্ণনা ভঙ্গী এমন হৃদয়গ্রাহী যে, কাদিয়ানে অতিবাহিত দিনগুলো ছবির মত দৃষ্টিপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। হযরত মাওলানা শের আলী মরহুম আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর একজন উঁচুস্তরের সাহাবী ছিলেন। উর্দূ, আরবী ও ইংরেজী ভাষার ওপরে খুবই দক্ষতা ছিলো। ইংরেজীতে কুরআন করীমের অনুবাদ করেছেন। রিভিউ অব রিলিজিয়নস্-এর সম্পাদক ছিলেন। সদা হাস্যোজ্জ্বল বিনয়ী, ফিরিশ্‌তা-সদৃশ্য উত্তম ও পবিত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

নাম ছিলো শের আলী। খোদার সিংহের ন্যায় ধর্মের প্রতি অনুরক্তদের প্রথম সারির লোক ছিলেন। মোহতারেমা সফীয়া সাইয়াল সাহেবা হলেন ২ নম্বর হালকা অধীন কাশ্মীর রোডের সদস্যা। স্বীয় শৈশবের দিনগুলোকে তাজা করতে গিয়ে এক পবিত্র ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের স্নেহ ও তরবীয়ত প্রদানের ধরন বর্ণনা করে শিশুদের কেবল তাঁর ঈর্ষাযোগ্য শৈশবের প্রতি অনুকরণের উৎসাহই সৃষ্টি করেন নি বরং বড়দেরও শিশুদের সাথে ব্যবহারের রীতি-নীতি শিখিয়েছেন। ফাজাযা হাল্লাহুতাআলা আহসানাল জাযা (অতঃপর আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন)।

প্রিয় নেতা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) নিজ বুযর্গদের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনার জন্যে বারে বারে তাগিদ দিচ্ছেন। এ পুস্তক দ্বারা ঐ নির্দেশ পালিত হচ্ছে বলে মনে করা যায়।

আল্লাহ্‌তাআলার নিকট দোয়া, যেন সম্মানীত পাঠকগণের এই 'নজম' (সাহাবী) থেকে আলোক লাভ করার সৌভাগ্য হতে থাকে। তথাস্তু।

সলীমা মীর

সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ্, করাচী

দু'টি কথা

হযরত মাওলানা শের আলী সাহেব মরহুমের পদ মর্যাদা, মর্তবা ও জ্ঞানের পরিধি সম্বন্ধে যতই লেখা যাক না কেন তা কমই হবে। তাঁর সত্তা খোদার দৃষ্টিতেও ফিরিশ্‌তা-সৃদশ ছিলো। আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আলায়হেস্ সালাম লিখেন ঃ

"আমি দিব্য-দৃষ্টিতে দেখি যে, এক ব্যক্তি যিনি ফিরিশ্‌তার মত মনে হয়। কিন্তু স্বপ্নে মনে হলো যে তার নাম শের আলী। তিনি এক জায়গায় আমাকে শুইয়ে আমার চোখ খুলে পরিষ্কার করছেন" (তিরিয়াকুল কুলূব, পৃষ্ঠা-৯৫)।

হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) বলেন ঃ

"মৌলভী শের আলী সাহেব মরহুম মগফুর আমার শিক্ষকও ছিলেন। বন্ধুও সাথীও। তাঁর চরিত্র, জীবন যাত্রা খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ আমার হয়েছে আর আমি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি যে, মৌলভী শের আলী সাহেব প্রকৃতই একজন ফিরিশ্‌তা সদৃশ বুযর্গ ছিলেন। তাঁর ব্যাপারে লোকদের মুখে 'ফিরিশ্‌তা' শব্দ সম্ভবতঃ ঐশী প্রভাবে জারী হয় এবং সম্ভবতঃ এর ভিত্তি হলো আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতার কাশ্‌ফ বা দিব্য-দৃষ্টি। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) দেখেন যে, তাঁর সম্মুখে একজন ফিরিশ্‌তা আগমন করলেন যার নাম ছিলো শের আলী (সীরতে মাওলানা শের আলী পুস্তকের ভূমিকা)।

১৯১৪ সনের ১লা এপ্রিলের আল্ ফযলে হযরত মাওলানা শের আলী সাহেবের প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে আল ফযলের সম্পাদক হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব একটি টীকা লেখেন এবং তাতে বলেন ঃ

"আবার তাঁর মর্যাদা সম্বন্ধে এথেকে আর কি সাক্ষ্য দেয়া হবে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ওহীতে তাঁর নামের সাথে 'ফিরিশ্‌তা' শব্দটি এসেছে। ইহা ঐশী সাক্ষ্য। ইহা খোদার অতি নিকটবর্তী বান্দাদের ভাগ্যে জুটে থাকে। কাশ্‌ফ নিজ সত্তায় খুবই বিশ্লেষিত। আমি এর ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন মনে করি না। তাঁর জীবন আমাদের চোখের সম্মুখে। ইহা এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করছে যে, যদি দৈহিকভাবে কোন ফিরিশ্‌তা হতে পারে তাহলে তিনি শের আলী। সুতরাং এ বিষয়-বস্তু দৃষ্টিপটে রেখে আমরা বলতে পারি যে, তিনিই এই কাশ্‌ফের সঠিক উদ্দিষ্ট ব্যক্তি"।

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালাম জামাতের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মাওলানা শের আলী সাহেবের প্রসঙ্গে লিখেন ঃ

"বিনয়ী স্বভাববিশিষ্ট, পুণ্য আচরণের অধিকারী, সহিষ্ণু এবং শান্ত স্বভাবসম্পন্ন" (তবলীগে রিসালত, অষ্টম খন্ড)।

মোকর্‌রম মুশতাক আহমদ বাজওয়া সাহেব বলেন ঃ

"যখন আমি ইংল্যান্ডে গিয়েছি তখন আমার মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, মৌলভী সাহেব দীর্ঘ দিন এখানে অবস্থান করেছেন। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে ইংরেজদের ধারণা সম্বন্ধে অবহিত হই। তাই একজন পুরাতন ইংরেজ আহমদী বন্ধু মিঃ বিলাল নিটোল এর বক্তব্য এখনও আমার মনে আছে। তিনি বলেন ঃ "He was an Angel" তিনি ছিলেন একজন ফিরিশ্‌তা (সীরাত মৌলানা শের আলী)।

এই মহান ব্যক্তির ব্যাপারে আমার বাল্যকালের স্মৃতিসমূহ লিখে দোয়ার আবেদন করছি যেন পাঠক তাঁর ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে দোয়া করেন এবং তারা তাঁর পদচিহ্ন অনুসরণ করে তাঁর নাম সমুজ্জ্বলকারী ও খোদার সন্তুষ্টি লাভকারীতে পরিণত হয়।

সেবিকা

সফীয়া বেগম

স্বামী ঃ চৌধুরী সালেহ্ মুহাম্মদ সাইয়াল মরহুম।

আমার বাল্য স্মৃতি রোমন্থন করার পূর্বে আমি আপনাদেরকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছি যেন সব ঘটনা পাঠ করতে গিয়ে আপনারা অনুভব করতে পারেন যে, আপনারাও ঐযুগে আমার সাথে অতিবাহিত করছেন। কাদিয়ানের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে একটি বালুকাময় মাঠ ছিল। উহা 'রেতিসল্লাহ্' (বালুর মাঠ) নামে বিখ্যাত ছিলো। এই বালুর মাঠের মধ্যখানে একটি প্রকান্ড বিস্তৃত বট গাছ ছিলো। এ গাছটি এত বিস্তৃত ছিলো যে, দিনের বেলায়ও এর নীচে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকতো। লোকেরা গরমের দিনে দুপুর বেলায় এর ঝুড়ির নীচে চারপাই (চৌকির মত) বিছিয়ে বিশ্রাম করতো। ফেরিওয়ালারাও এখানে এসে বসতো। কাদিয়ানে যখন শুক্রবার বাজার বসা আরম্ভ করলো তখন এ গাছের নীচেই সাময়িকভাবে দোকান খোলা হতো। 'রেতিসল্লাহ্' থেকে বেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত রাস্তা সোজা চলে গেছে। 'রেতিসল্লাহ' ও এর আশ-পাশের বসতির মহল্লার নাম ছিলো 'দারুল ফতুহ্'। আমাদের ঘর আর মোহতরম ডাঃ মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের ঘরের ব্যবধান ছিলো মাত্র একটি গলি। বৃষ্টি হলে নিম্নভূমি হওয়ার কারণে পানি জমে যেতো। এ কারণেই আমাদের বাড়ী ভূমি থেকে উঁচুতে ছিলো। ছয়টি সিঁড়ি চড়ে তবে বাড়ীর দরজায় পৌঁছে বাড়ীতে ঢোকা যেতো। দরজা খুল্লেই সম্মুখে খুব বড় একটা নিম গাছের প্রতি দৃষ্টি পড়তো। এ গাছের একটি শক্ত ডালের ওপরে লোহার একটি মোটা শিকলের দোলনাও ছিলো। এ গাছটি কী ছিলো ? 'আম্মা জী' অর্থাৎ নানীর সম্মেলন কক্ষ। মহিলারা যারা সাক্ষাৎ করতে আসতো এগাছের নীচে চারপাই বা সিড়ির ওপরে বসে তাদের সাথে সাক্ষাৎ হতো। এ গাছটির নীচে স্কুলও বসতো। 'আম্মা জী' ছেলে-মেয়েদের কুরআন পাক পড়াতেন। গরমের মধ্যে ছেলে-মেয়েরা তাদের বই-পত্র নিয়ে এগাছের ডালে চড়ে বসতো এবং ঝির ঝিরে বাতাসে লেখা পড়া করতো। মোহতরম ডাঃ হাশমত উল্লাহ্ সাহেব চর্ম-রোগীদের ঔষধের সাথে সাথে এ পরামর্শ দিতেন যে, আমাদের বাড়ী থেকে নিম পাতা ও নিম গোটা যেন নিয়ে যায়। রুগীদের নিম পাতা পেড়ে দেয়ার কাজ সারাদিন চলতো। একটি ডালে 'মিয়া মিঠু'র খাঁচাও ছিলো। মিষ্টি মিষ্টি কথায় সে ছেলে-পেলেদের মন ভুলিয়ে দিতো। ঘরে আগমনকারীদের উচ্চ গলায় 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলতো। টিয়া পাখীও 'আস্‌সালামু আলায়কুম' শিখে গিয়েছিলো। আর খুবই আদুরে গলায় 'আস্‌সালামু আলায়কুম' বলতো। আমাদের 'আব্বা জী' কে (অর্থাৎ নানা) দেখে বলতো, 'মৌলবী সাহেব! আস্‌সালামু আলায়কুম'। আমরা সবাই প্রবল ঠান্ডার দিন ব্যতিরেকে উঠোনেই ঘুমুতাম। কয়েক পশলা বৃষ্টির সময়ে চারপাই গাছের নীচে নিয়ে নিতুম। প্রবল বৃষ্টিপাত হলে ভিতরে নিয়ে নিতুম। নীম গাছ ছাড়াও ফলের বৃক্ষও ছিলো। আর বেলীফুলের গাছে তীব্র গন্ধযুক্ত বড় বড় ফুল ফুটতো। এখানেই মাটির কলসিগুলোতে ঠান্ডা পানিও পাওয়া যেতো। পুরুষ ও মহিলাদের জন্যে পৃথক পৃথক থাকার জায়গা ছিলো। বড় বড় কোঠা ছিলো। একটি কোঠায় নামায পড়া হতো। জলসা সালানার সময়ে কোঠাগুলো অতিথিতে ভরে যেতো। আমাদের বাড়ীতে একদিকে মহিষের খোয়াড়ও ছিলো। এতদ্ব্যতিরেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দু'টি কুকুরও ছিলো। এগুলো সাপ বা চোরের আগমন-বার্তা পা নাড়িয়ে জানিয়ে দিতো। আমার মনে আছে, বাল্যকালে আমাদের বাড়ী থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। আমরা ছাদে গিয়ে বাইরের দৃশ্যাবলী দেখে থাকতাম। একবার দেখি কী খোদ্দাম ও আতফাল লম্বা লম্বা সাড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। এক দিকে ইটের পাঁজা অন্য দিকে গাঁথুনীর মসলা। এক একটি ইট ও মসলার কড়াই একের হাত থেকে অন্যের হাতের মাধ্যমে ঐ খোদ্দামের হাতে পৌঁছে যায় যারা দেয়াল নির্মাণ করছিলো। ইহা খুবই মনোরম দৃশ্য ছিলো। ভোর পর্যন্ত 'রেতিসল্লাহ্'র চারদিকে দেয়াল তৈরী হয়ে গেলো। এ দৃশ্য আনুগত্য, ঐক্য এবং স্বেচ্ছাশ্রমের এক অশেষ ছাপ মেরে দিয়ে গেলো।

আমাদের বাড়ীতে অনেক লোক থাকতো। আমার নানা হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব। তাঁকে সব বাড়ীতে 'আব্বা জী' 'আব্বা জী' বলে ডাকা হতো। খুব নম্বর লম্বা দীর্ঘ ও সুঠাম দেহের অধিকারী ছিলেন। এই বুযর্গ সকলকেই খুব আদর করতেন। সাদা জামা পায়ের গেড়োর ওপরে সাদা স্যালোয়ার এবং ধবধবে সাদা মলমলের পাগড়ী পড়তেন। পায়ে থাকতো দেশী জুতো। ঠান্ডার দিনে বাদামী রং-এর ভারী গরম চাদর কাঁধে ঝুলিয়ে দিতেন। হাতে থাকতো লাঠি। সাধারণতঃ নীচের দিকে দৃষ্টি এবং ঠোঁটে সর্বদা তসবীহ্ (আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য বর্ণনা) তাহমীদ (আল্লাহ্‌র প্রশংসা কীর্তন)-এর গুণগুণানী থাকতো।

'আম্মা জী' আমার মামারা– ডাঃ আব্দুর রহমান রাঞ্চা', আব্দুর রহীম, আব্দুল হাকীম, ও আব্দুল হামীদ, আম্মার মা খদীজা যয়নাব ও খালা আমাতুর রহমান সাহেবা সবাই একই স্থানে থাকতেন আর সকলের ছেলে-মেয়েরা একই স্থানে লালিত-পালিত হয়েছে।

আমার নানা ও দাদার পরিবার একই গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আমার দাদা হযরত হাকীম মৌলভী শের মুহাম্মদ সাহেব সবার আগে আহমদীয়ত গ্রহণ করেন। হযরত মসীহ্ আলায়হেস্ সালামের ৩১৩ জন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন 'আব্বা জী'-এর আপন চাচা 'আব্বা জী'-এর পিতা হযরত মৌলভী নেযামুদ্দীন তাঁর সময়ের বিখ্যাত আলেমগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর সারগোধা জিলাধীন মৌযা আব্দুর রহমানের আদরহমা মসজিদে কুরআনের দরস দিতেন। যখন আল্লাহ্‌তাআলা আহমদীয়তের আলো দেখালেন তখন ঐ মসজিদেই কুরআন মাজীদ হাতে উঠিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস্ সালামের সত্যতা ও তাঁকে গ্রহণ করার ঘোষণা দিলেন। এভাবে আদরহমা এলাকায় আহমদীয়তের গাছ লাগালেন। ইহা পরিশেষে আহমদী গ্রামে খ্যাতি লাভ করলো। (চলবে)

অনুবাদ - **মোহাম্মদ মুতিউর রহমান**

সংবাদ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

খুলনায় শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে আহমদী বিশ্বের জামাতসমূহ যেমন যুক্তরাজ্য, আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, মরিসাস, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ভারত (পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা জামাত সহ) প্রভৃতি যে সমবেদনা জানিয়েছেন আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে তা স্মরণ করছি।

তাছাড়া দেশ ও বিদেশের যেসব ব্যক্তি ও সংস্থা আমাদের এ শোকে সহমর্মিতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন আমরা তাদের এ অনুভূতিকেও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আল্লাহ্‌তাআলা সকলকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

ন্যাশনাল আমীর

কাদিয়ানের জলসা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ঃ

এ বছর দারুল আমান কাদিয়ানের সালানা জলসা আগামী ১৩–১৫ নভেম্বর, ১৯৯৯ইং অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্‌।

যারা উক্ত জলসায় যোগদান করতে ইচ্ছুক তাদেরকে দরখাস্ত সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ২৫শে অক্টোবর, '৯৯ বেলা ৪.০০ টায় নিম্নোক্ত কমিটির নিকট সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হবার জন্যে বলা যাচ্ছে ঃ

কমিটি

১।	আলহাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী	চেয়ারম্যান
২।	জনাব আফজাল আহমদ খাদেম	সদস্য
৩।	জনাব গিয়াস উদ্দীন আহমদ	সদস্য
৪।	মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী	সদস্য
৫।	জনাব মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন	সদস্য-সচিব

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

১। দরখাস্তে নাম, পিতার নাম, বাড়ীর ঠিকানা, জন্মের তারিখ, বয়াতের তারিখ ও জামাতের নাম থাকতে হবে।

২। পাসপোর্টের ফটোকপি (প্রয়োজনীয় অংশ)

৩। পাসপোর্ট সাইজের ফটো ২ কপি।

৪। স্থানীয় জামাতের আমীর / প্রেসিডেন্ট / কায়েদ এর প্রশংসাপত্র। এতে চাঁদা আদায়ের বিষয়ে উল্লেখ থাকতে হবে।

সদস্য সচিব

লাজনার ইজতেমা স্থগিত

অনিবার্য কারণে লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ বাংলাদেশ-এর ২০-১০-৯৯ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিতব্য ইজতেমা ও শূরা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। পরিবর্তিত সময় পরে জানানো হবে।

আহমদী বার্তা

মূসী সাহেবানের জ্ঞাতব্য

মূসী সাহেবানের দায়িত্বাবলীর মধ্যে ইহাও অন্তর্ভুক্ত যে, প্রত্যেক মূসী দু'জন এমন বন্ধুকে কুরআন মাজীদ পড়াবেন যারা কুরআন মাজীদ পাঠ করতে পারেন না।

সেক্রেটারী, মজলিসে কারপরদায

বকশীগঞ্জের মাঝপাড়ায় আহমদী বাড়ীতে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট

মাঝপাড়া (বকশীগঞ্জ, জামালপুর) ঃ গত ৩০ সেপ্টেম্বর, '৯৯ বৃহস্পতিবার রাতে মাঝপাড়ার কতিপয় সন্ত্রাসীর নেতৃত্বে মৌলবাদীদের উস্কানিতে মরহুম রশিদুজ্জামান সাহেবের বাড়ীতে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। লুণ্ঠিত মালামালসহ ক্ষতির পরিমাণ প্রায় লাখ টাকা।

প্রায় ১ বছর ধরে এই পরিবার বিভিন্ন সময় অত্যাচার-নির্যাতন, সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি এবং বয়কট অবস্থায় ছিল।মরহুম রশিদুজ্জামান সাহেবের ৫ পুত্র চাকুরী উপলক্ষ্যে বাড়ীতে না থাকায় তাঁর বিধবা স্ত্রী আছিয়া খাতুন ও অন্যান্য মহিলা-শিশুরা ছিল। টি. এন. ও-এর উস্কানীতে সন্ত্রাসী কর্তৃক পরিবারটি হুমকির মধ্যে রয়েছে। পুলিশ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বাড়ীটি পরিদর্শন ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

ভাংচুর ও লুট-পাটের পর বাড়ী-ঘর তছনছের দৃশ্য

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212
TEL : 884724, 872220, 884076, Email-mhk@bdmail.net FAX: 880-2-883552

STAR

"WE EXPORT FROM HONG KONG, CHINA, KOREA, TAIWAN, THAILAND, SINGAPORE, JAPAN & U.K."
FABRICS & ACCESSORIES, JEANSPANT, T-SHIRT, JACKET, SCURT-TOPS, TIDES, SOCKS, SHOES, BLANKET, ELECTRONIC PRODUCTS, COMPUTER ACCESSORIES, TOYS ETC

CONTACT : **MD. SERAJUL ISLAM**

PACIFIC FASHION ENTERPRISE
FLAT-D3, 14/F, CHUNG KING MANSION
36-44 NATHAN ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG
TEL: 852-27214021 FAX: 852-23121073

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRDUCER OF QALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.
120/32 Shajahanpur, Dhaka-1217
Phone : 414550, 9331306

AHMED TRADE INTERNATIONAL

Manufacturer : Drawstring, Tipping, Stopper, Cotton Twill Tape etc.

Dyer : we have a power dyeing house of our own.
with 100% Challanging guarantee of matching and colour fastness.

Office :
79, Hoseni Dalan Road
Dhaka-1211

Factory
36/D, Kakrail (1st Floor),
Dhaka-1000

Phone :
Off : 239013
Res : 804944
Mobile 017527771
Fax : 880-2-805350

খুলনা আহমদীয়া মসজিদে গত ৮ অক্টোবর '৯৯ বোমা বিস্ফোরণে আহতদের কয়েকজন

মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকি
সদর মুরব্বী

এনামুল হক রনী
মোয়াল্লেম

আব্দুর রাজ্জাক

শেখ আব্দুল ওয়াদুদ
মোয়াল্লেম

মমতাজ উদ্দিন
মোয়াজ্জিন

গাজী ওমর ফারুক
দেহাতী মোয়াল্লেম

হাফেজ মনসুর আহমদ
দেহাতী মোয়াল্লেম

আহসান জামিল

আহতদের শীঘ্র
পূর্ণ সুস্থতার জন্যে
সকলের নিকট দোয়ার
আবেদন করছি।

মোহাম্মদ আলী মৃধা

চঞ্চল

New Vol. No. 62 ❑ 7th Issue
October 15, 1999 ❑ Tk. 10.00
Fortnightly
The AHMADI
রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

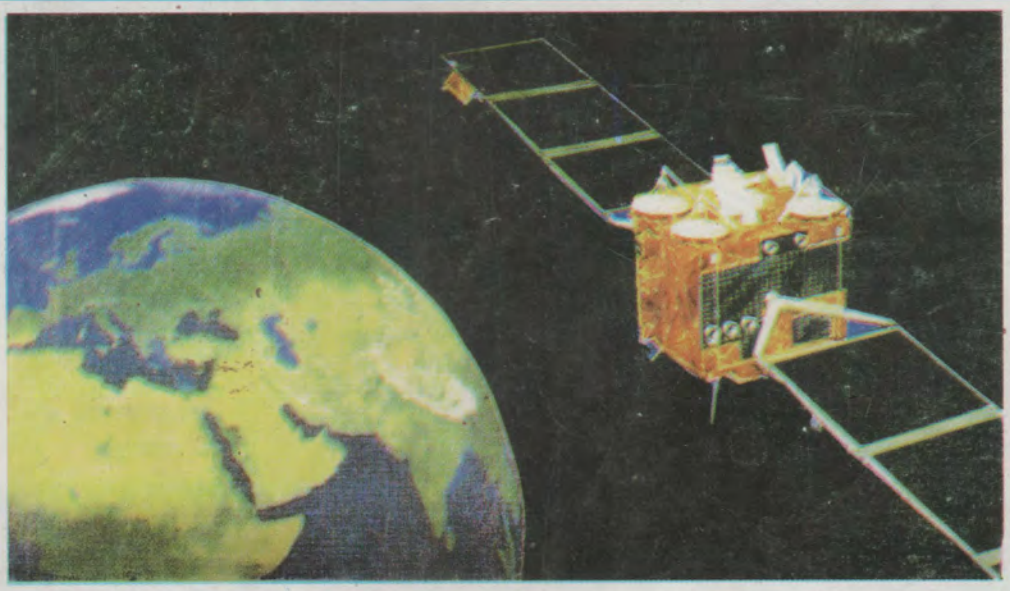

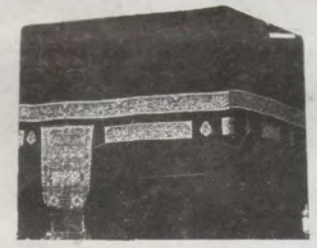

Muslim TV
AHMADIYYA
INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz	* French	: 7.56 MHz
* English	: 7.02 MHz	* German	: 7.74 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz	* Indonesian	: 7.92 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz	* Turkee	: 8.10 MHz

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

এমটিএ অহোরাত্র
দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

MTA-এর নতুন কর্মসূচী

- প্রত্যহ তিনবার লেকামাআল আরব
- প্রত্যেক মঙ্গল ও বুধবার কুরআন ক্লাস
- প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার হোমিওপ্যাথি ক্লাস
- প্রত্যেক বুধবার বাংলা সার্ভিসে পুরাতন খুতবা প্রচার
- প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাংলা সার্ভিসে প্রশ্ন-উত্তর অধিবেশনের বঙ্গানুবাদ
- এমটিএ-এর দর্শক-শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ প্রোগ্রামগুলো দেখতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আপনার বাড়ীতে এমটিএ MTA -এর সংযোগ নিন। নিজেকে ও পরিবারকে অবক্ষয়মুক্ত রাখুন।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৯৬৬২৭০৩, ৫০৫২৭২
ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ঃ মাওলানা আহ্মদ সাদেক মাহমুদ
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 9662703, 505272